CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-57 ■ 2 December, 2024 ■ আগরতলা ২ ডিসেম্বর, ২০২৪ ইং ■ ১৬ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

অনুপ্রবেশের দায়ে ৯৩৫ জন আটক

প্রতিবেশী বাংলাদেশের সঙ্গেও সুসম্পর্ক বজায় রেখে সুরক্ষার কাজ করছে বিএসএফ ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ডিসেম্বর।। দেশের সীমান্ত সুরক্ষার জন্য দিনরাত নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন বিএসএফ জওয়ানরা। বিএসএফ জওয়ানরা হচ্ছেন সীমান্তের ফ্রন্ট লাইন ডিফেন্স। আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করার জন্য নতুন প্রযুক্তি চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

বিএসএফের ৬০তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে শালবাগানস্থিত সদর কার্যালয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। অনুষ্ঠানে বিএসএফ জওয়ানদের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়। এর পাশাপাশি বিএসএফের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, দেশের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন বিএসএফ জওয়ানরা। বিশেষ করে সীমান্ত সুরক্ষায় দিনরাত একাকার করে কাজ করছেন আপনারা। ষাটের দশকে বাহিনীর প্রতিষ্ঠার পর থেকেই দেশের সুরক্ষায় নিজেদের নিয়োজিত রেখেছে বিএসএফ। এজন্য আপনাদের অনেক বলিদান দিতে হয়েছে। সীমান্তের ফ্রন্ট রানার হচ্ছেন বিএসএফ জওয়ানরা। আপনারা আছেন বলেই আমরা নিরাপদে জীবন অতিবাহিত করতে পারছি। দেশের সর্বপ্রথম রক্ষক হচ্ছেন বিএসএফ জওয়ানরা। তারাই প্রথমে দেশকে রক্ষা করেন। দেশের অখন্ডতা রক্ষার জন্য সবসময় চিন্তাভাবনা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বর্তমানে নতুন নতুন প্রযুক্তি যুক্ত হচ্ছে। সীমান্ত এলাকাকে কিভাবে আরো সুরক্ষিত করা যায় সেনিয়ে চিন্তাভাবনা চলছে। বিএসএফ জওয়ানদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার পাশাপাশি দেশকেও রক্ষা করতে হবে। এনিয়ে প্রধানমন্ত্রী ও গৃহমন্ত্রী সবসময় চিন্তাভাবনা করছেন।

মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, আজকাল সন্ত্রাসবাদীরা অত্যাধুনিক প্রযুক্তি হাতে নিয়ে দেশের অখণ্ডতার উপর আক্রমনের চেষ্টা চালায়। তাই আমাদেরও এর চাইতেও অধিক শক্তিশালী হতে হবে। আমি আগেও বিএসএফের প্রতিষ্ঠা দিবসে অংশগ্রহণ করেছি। আমি এখানে এসে নিজের বাড়ির মতো অনুভূতি লাভ করি। বিএসএফ জওয়ানদের ট্রেনিং, সাহস, দেশের জন্য বলিদানের মধ্য দিয়ে আজকের দিনটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আজকের দিন যারা যারা শহীদ হয়েছেন তাদের স্মরণ করার দিন। শহীদদের স্মরণ করার মধ্য দিয়ে আমাদের সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। ঘরবাড়ি, পরিবার ছেড়ে দেশের জন্য আপনারা কাজ করে যাচ্ছেন। তাই আমি আপনাদের অভিবাদন জানাতে চাই। পাচার বাণিজ্য রোধ করা থেকে শুরু করে অনুপ্রবেশ রুখে দেওয়া সহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কার্যকলাপ রোধে বিএসএফ সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। ত্রিপুরাকে ঘিরে ৮৫৬ কিলোমিটার সীমান্ত রয়েছে। এই সুদীর্ঘ এলাকাকে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা দিয়ে যাচ্ছে সীমান্ত রক্ষী বাহিনী। প্রতিবেশী বাংলাদেশের সঙ্গেও বিএসএফ সুসম্পর্ক বজায় রেখে কাজ করেছে। যা আগামীতেও বহাল থাকবে। বিএসএফের লক্ষ্য হচ্ছে "জীবন পর্যন্ত কর্তব্য"।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএসএফের ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের আইজি সহ বাহিনীর উচ্চ পদস্থ আধিকারিকগণ।

এদিকে, সীমান্তে কড়া পাহারায় অনুপ্রবেশের দায়ে ৯৩৫ জন রোহিঙ্গা, বাংলাদেশী এবং ভারতীয় নাগরিককে আটক করেছে বিএসএফ। পাশাপাশি, প্রচুর পরিমানে মাদক ও পাচার সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করেছে। ১ ডিসেম্বর বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স- এর ৬০ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে এই তথ্য দেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ড. মানিক সাহা। আজকের এই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে বিএসএফ ম্যাগাজিন "গজরাজ"ও প্রকাশ করা হয়েছে। বিএসএফ ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ার ২০২৪ সালে বেশ কয়েকটি মাইলফলক অর্জন করেছে। বিএসএফ সৈন্যরা উচ্চ স্তরের নজরদারি এবং সতর্কতা বজায় রাখায় ১৩৮৩ টি গবাদি পশু উদ্ধার এবং মাদকদ্রব্য আটক করা সম্ভব হয়েছে, যার মধ্যে ফেনসিডিল ছিল ৬৬,৩১৬ বোতল, গাঁজা ছিল ৯,৩০৩.২৪ কেজি, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নাগাল্যান্ডের হরনবিল উৎসবে রাজ্যের ১৭টি জনজাতির কৃষ্টি সংস্কৃতি প্রদর্শিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ডিসেম্বর।। উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যতম সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যবাহী উৎসব, হরনবিল ফেস্টিভাল, ২০২৪ সালে তার ২৫তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। প্রতিবছর ডিসেম্বর মাসে নাগাল্যান্ডে এই উৎসব উদযাপন করা হয়। "উৎসবের উৎসব" নামে পরিচিত এই ইভেন্ট রাজ্যের ১৭টি বড় জনজাতির ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং লোকশিল্পের প্রদর্শনীর মাধ্যমে সমৃদ্ধ হয়।

হরনবিল উৎসবের বিশেষ আকর্ষণ থাকে নৃত্য, গান, মেলা, হস্তশিল্প প্রদর্শনী, এবং ঐতিহ্যবাহী খাবারের স্বাদ। এছাড়াও, অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, এবং আধুনিক ব্যান্ড পারফরম্যান্স এই উৎসবে ভিন্নমাত্রা যোগ করে। প্রথমবার ২০০০ সালে শুরু হওয়া এই উৎসব আজ আন্তর্জাতিক স্তরে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। নাগাল্যান্ড সরকারের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠান পর্যটন শিল্পকেও উল্লেখযোগ্যভাবে সমৃদ্ধ করেছে। এবারের ২৫তম বর্ষপূর্তি উদযাপনে বিশেষ আয়োজন এবং চমকপ্রদ কার্যক্রমের পরিকল্পনা করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত মানুষ এবং বিদেশি পর্যটকেরা এই উৎসবের অংশগ্রহণের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। হরনবিল উৎসব শুধুমাত্র একটি উৎসব নয়, এটি নাগাল্যান্ডের গর্ব এবং ঐতিহ্যের প্রতীক। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নাগাল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রী নীফিউ রিও, বিশিষ্ট পদ্মশ্রী ভূষিত গায়ক এ আর রহমান সহ বিভিন্ন দেশের হাইকমিশনার।

বাংলাদেশ থেকে রাজ্যে ফেরার পথে অপহৃত মহিলা, উদ্ধার সন্ধ্যায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ১ ডিসেম্বর।। বাংলাদেশে আত্মীয়ের বাড়ি থেকে ভারতে ফেরার পথে বিবির বাজার ইমিগ্রেশন অফিসের সামনে থেকে সোনামুড়া শুভাপুরের এক মহিলাকে অপহরণ করা হয়েছে। এমনি অভিযোগ তুলেছিলেন ওই মহিলার স্বামী। অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তদন্তে নামে প্রশাসন। পরবর্তীতে সিপাহীজলা জেলা প্রশাসনের হস্তক্ষেপে রবিবার সন্ধ্যাতেই ওই মহিলাকে উদ্ধার করে ভারতে ফিরিয়ে আনা হয়েছে।

ঘটনার বিবরনে জানা গেছে, সোনামুড়া থানাধীন শুভাপুর এলাকার সাদেক মিয়ার স্ত্রী ফাতেমা খাতুন পাসপোর্ট ও ভিসা সহ গত ২৭ নভেম্বর বাংলাদেশ কোঠবাড়ী রাইচর যান এক আত্মীয়ের বাড়িতে। ওই আত্মীয়ের বাড়ির সঙ্গে গতকাল রাতে ওই এলাকার কিছু লোকের ঝগড়া বিবাদ হয়েছিল। সে ঝগড়া বিবাদ থেকে এক সময় সেই বাড়িতে আক্রমণ করা হয়েছে বলেও জানান সাদেক মিয়া। এ অবস্থা দেখে ফাতেমা খাতুন আজ সকালে ভারতে আসার জন্য চেকপোস্টে যান। কিন্তু বাংলাদেশে বিবির বাজার চেকপোস্টের ভিতর থেকে কিছু দুষ্কৃতীরা ওই মহিলাকে ছিনতাই ও অপহরণ করে বলে জানান সাদেক মিয়া।

অপহৃত মহিলা স্বামীকে বরাবরই প্রতি মুহূর্তের খবর জানিয়েছিল। ওই দুষ্কৃতীদের নেতৃত্বে ছিল বাংলাদেশের সাহাপুরের রাসেল মিয়া, সাইদুল ইসলাম, সুমন মিয়া। এই ঘটনার খবর পেয়ে ফাতেমা খাতুন এর স্বামী সাদেক মিয়া ও তাদের ছেলে পারভেজ এর সাথে সোনামুড়া থানায় বাংলাদেশের দুষ্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে মামলা করে।

সাদেক মিয়া জানিয়েছেন, ওই ঘটনার পর থেকে তিনি স্ত্রীর সাথে ফোন কোনো যোগাযোগ করতে পারছেন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

টাউন হলের বারান্দায় ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১ ডিসেম্বর।। কৈলাসহর পুরাতন টাউন হলের বারান্দায় এক ব্যক্তির ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃত্যুর কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা থাকলেও পরিবারের ধারণা এটি আত্মহত্যা। তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, আজ সকালে কৈলাসহর পুরাতন টাউন হলের বারান্দায় এক ব্যক্তির মৃতদেহ ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে। মৃতের নাম সুধাংশু শীল। তিনি কৈলাশহরের বৌলাপাশা এলাকায়। স্থানীয়রা মৃতদেহ দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে সুধাংশুর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। মৃতের পরিবারের খোঁজ নিয়ে জানা যায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাইক দুর্ঘটনায় মর্মান্তিক মৃত্যু যুবকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ডিসেম্বর।। বাইক দুর্ঘটনায় এক যুবকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে, দুর্ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে জুলাই বাড়ি এলাকায়। নতুন বাইক নিয়ে যাওয়ার সময় দুর্ঘটনার কবলে পড়ে এক যুবকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়। মৃত যুবকের নাম পার্থজিত নমঃ (১৯), পিতা নারায়ণ নমঃ।

ঘটনার বিবরনে জানা গেছে, নতুন বাইক নিয়ে নিজ বাড়ি থেকে জুলাইবাড়ি বাজারে যাওয়ার সময় ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে পড়ে গুরুতর আহত হয় এই যুবক। সঙ্গে সঙ্গে তাকে উদ্ধার করে জুলাই বাড়ি থেকে নিয়ে আসা হয় শান্তিরবাজার হাসপাতালে। কিন্তু সেখান থেকে আহত যুবকের রেফার করা হয় জিবি হাসপাতালে। এবং জিবি হাসপাতালে চিকিৎসকরা তাকে দেখে মৃত বলে ঘোষণা করেন। সড়ক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ইউনূসের কুশপুত্তলিকা দাহ করে বিলোনীয়ায় বিক্ষোভ হিন্দু সনাতনীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১ ডিসেম্বর।। বাংলাদেশের তত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান ডঃ মোহাম্মদ ইউনুসকে মৌলবাদী আখ্যায়িত করে জুতা পেটা সহ আগুন দিয়ে কুশপুত্তলিকা পোড়ালো বিলোনিয়ার হিন্দু সনাতনী নাগরিক সমাজ।

বাংলাদেশের তত্বাবধায়ক সরকারের নেতৃত্বে দিকেদিকে চলছে হিন্দুদের উপর আক্রমন, ঘরবাড়ি, মঠ, মন্দির আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া সহ হিন্দু ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মানুষদের হত্যার পাশাপাশি বাংলাদেশের হিন্দু ধর্ম প্রচারক চিন্ময় কৃষ্ণ প্রভুকে মিথ্যা মামলায় আটক করার প্রতিবাদে সরব হয়ে বিক্ষোভ দেখিয়ে ইউনুসকে জুতা পেটা করে কুশপুত্তলিকা পোড়ালো বিলোনিয়া হিন্দু সনাতনী নাগরিক সমাজ।

বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয় রবিবার বিকেল চারটা নাগাদ বিলোনিয়া হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকা থেকে। হিন্দু সনাতনী সমাজের নাগরিকরা এই বিক্ষোভে সামিল হয়ে, আওয়াজ তোলেন। অবিলম্বে হিন্দুদের উপর ও হিন্দু মন্দিরের উপর আক্রমণ বন্ধ সহ চিন্ময় প্রভুকে বিনা শর্তে মুক্তি দেওয়া হোক নতুবা হিন্দু সনাতনীরা অন্য পথ বেছে নেবে বলে হুঁশিয়ারি দেন বিক্ষোভ মিছিল থেকে।

বিক্ষোভ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

হোটেল তৈরির প্রতিবাদে আন্দোলনে নামছে মথার মহিলা সংগঠন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ডিসেম্বর।। পুরনো রাজভবন তথা পুষ্পবন্ত প্যালেসে হোটেল তৈরি করার বিষয় নিয়ে এবার আন্দোলনে যাচ্ছে তিপ্রা ওমেন্স ফেডারেশন। আগামী ৪ ডিসেম্বর রাজধানীর বৃদ্ধ মন্দির এলাকায় প্রতিবাদ ধর্নায় সামিল হবেন তারা। রবিবার সাংবাদিক সম্মেলন করে একথা জানান টিডাব্লিউএফ- এর সভানেত্রী মনিহা দেববর্মা। রাজন্য আমলের সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে দেওয়ার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। ১৯১৭ সালে পুষ্পবন্ত প্যালেসটি তৈরি করেছিলেন বীরেন্দ্র কিশোর মানিক্য।

ত্রিপুরার রাজাদের তৈরি করা বিভিন্ন স্থাপত্য শিল্প এবং ত্রিপুরার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখার জন্য আসেন পর্যটকরা। কিন্তু পুরানো রাজভবন তথা পুষ্পবন্ত প্যালেসটি হোটেল তৈরি করার জন্য তুলে দেওয়া হচ্ছে একটি সংস্থার কাছে। আর এর প্রতিবাদে এবার আন্দোলনে যাচ্ছে তিপ্রা ওমেন্স ফেডারেশন। টিডাব্লিউএফ - এর পক্ষ থেকে রবিবার এক সাংবাদিক সম্মেলন করে এ কথা জানানো হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন টি ডাব্লু এফ সভাপতি মনিহা দেববর্মা, টি ডাব্লু এফ এর পশ্চিম জেলার সভাপতি গীতা দেববর্মা সহ ইএম ডলি রিং সহ অন্যান্যরা।

বিভিন্ন জায়গায় বিস্ফোরণ ওএনজিসির প্রতিবাদে রাস্তা অবরোধ এলাকাবাসীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১ ডিসেম্বর।। খনিজ সম্পদের সন্ধানে বিভিন্ন জায়গায় বিস্ফোরণে ওএনজিসির বিরুদ্ধে আন্দোলনে সামিল হয়ে পথ অবরোধে বসে লক্ষীছড়া এডিসি ভিলেজের লোকজনেরা।

খনিজসম্পদের সন্ধানে বিভিন্ন জায়গায় ওএনজিসির পক্ষ থেকে বিস্ফোরণ ঘটানো হচ্ছে। এর ফলে ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন সাধারন লোকজনেরা। ওএনজিসিকে কাজে লাগিয়ে বাঁকাপথে শ্রমিক ও বিভিন্ন মালবাহী ট্রাক থেকে অর্থ উপার্জন করছে কিছুসংখ্যক লোকজনেরা। এমন একটি অভিযোগ এনে রবিবার শান্তিরবাজার মহকুমার লক্ষীছড়া এডিসি ভিলেজের ভবানি পাড়া, মুক্তাধন পাড়া ও ভূপাল পাড়ার লোকজনেরা আন্দোলনে সামিল হয়ে স্থানীয় এলাকায় পথ অবরোধে বসে।

এলাকাবাসীর অভিযোগ ওএনজিসি কোম্পানী পূর্বে কোনোকিছু না জানিয়ে বিস্ফোরণের কাজ শুরু করেছে। এতে করে এলাকার লোকজনেরা ক্ষতির সম্মুখিন হয়েছে বলে জানান। এলাকাবাসীরা সংবাদমাধ্যমের সম্মুখিন হয়ে জানান বিগত দিনে এইভাবে বিস্ফোরন করাতে এইবারের বন্যায় অধিকাংশ জায়গায় ভূমিধ্বস হয়েছে। এই এলাকার অধিকাংশ লোকজন রাবার চাষের উপর নির্ভরশীল। বোম বিস্ফোরনে রাবার গাছের অনেকটা ক্ষতি হচ্ছে বলে জানান স্থানীয় লোকজনেরা।

এলাকাবাসীরা আরো জানান এই বিস্ফোরনে জলস্তর অনেকটা নিচে নেমে যাচ্ছে এতে করে লোকজনেরা জল সংগ্রহে বিশেষ অসুবিধার সম্মুখিন হতে হচ্ছে। ওএনজিসির বিস্ফোরনে এলাকার গর্ভবতী মহিলারা অসুস্থ হয়ে পরছেন বলে জানান স্থানীয় লোকজনেরা। অপরদিকে এই বিস্ফোরনে শব্দ দূষনের আশঙ্কা প্রকাশ করছেন লোকজনেরা। তাই এই বিস্ফোরন বন্ধের দাবীতে আন্দোলনে সামিল হলেন এলাকাবাসী।

এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে জানানো হয় এই বিষয়ে প্রতিবাদ করাতে থানাবাবুদের দিয়ে বিভিন্ন লোকজনদের নামে মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়। এই মামলা প্রত্যাহার না করলে ও বিস্ফোরন বন্ধ না করলে সকলে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ
আগরতলা ২ ডিসেম্বর ২০২৪ ইং
১৫ অগ্রহায়ণ, সোমবার, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

অশান্ত বাংলাদেশ, দু''পারেই দেশে ফিরিবার তাড়া

অশান্ত বাংলাদেশ। তার প্রভাব পড়িল আন্তর্জাতিক সীমান্ত বাণিজ্যে। গত কয়েকদিনে ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত পথ দিয়া বাংলাদেশের মধ্যে আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যের চরম অবনতি ঘটিয়াছে। আখাউড়া ,পেট্রাপোল ও ঘোজাডাঙায় ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য তলানিতে পৌঁছিয়া গিয়াছে। চিকিৎসা বা অন্যান্য প্রয়োজনে যাঁহারা দু''দেশের মধ্যে যাতায়াত করেন, তাঁহাদের মধ্যে দেশে ফিরিবার তাড়া বাড়িয়া গিয়াছে।

২৫ নভেম্বর ঢাকা বিমানবন্দর থেকে ইসকনের সন্ন্যাসী চিন্ময়কৃষ্ণ দাসকে বাংলাদেশ পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়াছে। তাহার পর বিভিন্ন ঘটনায় বাংলাদেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হইয়াছে। ঘটনার পরম্পরায় দু''দেশের বাসিন্দাদের মধ্যে ক্রমশ উদ্বেগ বাড়িয়াছে। তাহার প্রভাব পড়িল ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যে। আখাউড়া, পেট্রাপোল ও ঘোজাডাঙা সীমান্ত দিয়া দু''দেশের মধ্যে বিভিন্ন পণ্য আমদানি রপ্তানি হয়। গত কয়েকদিনে সেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য তলানিতে ঠেকিয়াছে। পেট্রাপোল সীমান্ত দিয়া প্রতিদিন পাঁচশোর ওপর পণ্যবাহী ট্রাক বাংলাদেশে যায়। ওপার থেকে দু''শো ট্রাক এপারেও আসে। গত তিন চার দিনে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে পণ্য আমদানি রপ্তানি ট্রাক যাতায়াত অনেক কমিয়া গিয়াছে।

বসিরহাটের ঘোজাডাঙা সীমান্তেও উদ্বেগের ছবি ধরা পড়িয়াছে। প্রতিদিন চারশো পণ্যবাহী ট্রাক বাংলাদেশে যেত। সেখান থেকেও দেড়শো থেকে দু''শো ট্রাক এপারে আসিত। বাংলাদেশের অশান্ত পরিস্থিতির কারণে তাহা একেবারেই কমিয়া গিয়াছে। দু''দেশের মধ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নিয়ে সংশয় দেখা দিয়াছে। শুধু পণ্য আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যই নয়, বাংলাদেশের অস্থির পরিস্থিতির কারণে চিকিৎসা বা অন্য প্রয়োজনে ওপার থেকে আসা মানুষের মধ্যেও উদ্বেগ বাড়িয়াছে। দেশে ফিরিবার জন্য তাঁহারা আখাউড়া ,পেট্রাপোল ও ঘোজাডাঙা সীমান্তে ভিড় করিতেছেন। আবার বাংলাদেশ যাঁহারা গিয়াছিলেন, সেই সব ভারতীয় নাগরিকরাও দেশে ফিরিবার জন্য অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন।বাংলাদেশের অস্থির পরিস্থিতির প্রভাব আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে পড়িয়াছে। পণ্য আমদানি-রপ্তানির পণ্যবাহী ট্রাক যাতায়াত কমিয়া গিয়াছে। দু''দেশে যাতায়াতকারী মানুষের মধ্যে দেশে ফিরিবার তাড়াও দেখা যাইতেছে।'' বাংলাদেশের অস্থিরতার কারণে টাকার বিনিময় মূল্য কমিয়া গিয়াছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে চূড়ান্ত প্রভাব পড়িয়াছে।

বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং অশান্তি প্রায়ই প্রতিবেশী দেশগুলোর, বিশেষত ভারতের সীমান্ত অঞ্চলে প্রভাব ফেলিয়াছে। এই প্রভাবগুলো বিভিন্ন দিক দিয়ে দেখা যায়, যেমন,বাংলাদেশে কোনো বড় অস্থিরতা বা সহিংসতা দেখা দিলে স্থানীয় জনগণ নিরাপত্তার খোঁজে সীমান্ত পার হইয়া ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসামসহ অন্যান্য অঞ্চলে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করে। এটি সীমান্তে নিরাপত্তা এবং শরণার্থী পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটায়।

বাংলাদেশে অশান্তি দেখা দিলে ভারত সীমান্তে অতিরিক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করে। সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) তাহাদের নজরদারি বাড়ায়, যাহাতে কোনো অবৈধ অনুপ্রবেশ বা চোরাচালান না ঘটে।বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে স্থলবন্দরগুলো দিয়ে ব্যাপক বাণিজ্য হয়। রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে এই বাণিজ্য বাধাগ্রস্ত হয়, যাহা উভয় দেশের অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলে।অশান্ত পরিবেশে চোরাচালান এবং অস্ত্র পাচারের ঘটনা বৃদ্ধি পাইতে পারে, যাহা সীমান্ত এলাকায় আইন-শৃঙ্খলার অবনতির কারণ হইতে পারে।

সীমান্তের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে উভয় দেশকেই কূটনৈতিকভাবে সক্রিয় হইতে হয়। তবে বাংলাদেশের অস্থিরতা যদি দীর্ঘমেয়াদি হয়, তাহা হইলে তাহা ভারত-বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্কে টানাপোড়েন তৈরি করিতে পারে।সীমান্ত অঞ্চলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর মধ্যে আতঙ্ক এবং অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা বিঘ্নিত হয়।

বাংলাদেশ ও ভারতের সীমান্ত পরিস্থিতি ঐতিহাসিকভাবেই সংবেদনশীল। তাই উভয় দেশকেই পরিস্থিতি স্থিতিশীল করিতে সচেতন পদক্ষেপ নিতে হইবে।

রবিবারও ডিজিপি-আইজিপি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করবেন প্রধানমন্ত্রী

ভুবনেশ্বর, ১ ডিসেম্বর (হি.স.): ডিরেক্টর জেনারেল এবং ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ-এর সর্বভারতীয় সম্মেলনে রবিবারও অংশগ্রহণ করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার ওড়িশার ভুবনেশ্বরে শুরু হওয়া তিনদিনব্যাপী সম্মেলনের শেষ দিন রবিবার। সম্মেলন শেষে প্রধানমন্ত্রী রবিবার দিল্লি ফিরে যাবেন।

উল্লেখ্য, জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা এবং পদস্থ পুলিশ আধিকারিক ও নিরাপত্তা প্রশাসকদের মধ্যে মতবিনিময়ের এক মঞ্চ হিসেবে এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। জাতীয় নিরাপত্তা, সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলা, উগ্রপন্থা, উপকূলীয় নিরাপত্তা-সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্মেলনের আলোচ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত।

প্রিমিয়ার লিগের অনন্য পেনাল্টি রেকর্ড গড়েছেন ক্লুইভার্ট

লন্ডন, ১ ডিসেম্বর (হি.স.): বোর্নমাউথের জাস্টিন ক্লুইভার্ট শনিবার মোলিনক্স স্টেডিয়ামে প্রিমিয়ার লিগের

উলভারহ্যাম্পটন ওয়ান্ডারার্সের বিপক্ষে দলের ৪-২ জয়ে হ্যাটট্রিকে তিনটি গোল করে অনন্য রেকর্ড তৈরি করেছেন।

ক্লুইভার্ট প্রতিযোগিতায় প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে একটি একক খেলায় পেনাল্টিতে হ্যাটট্রিক করে রেকর্ড বইয়ে নাম লেখান।

ক্লুইভার্ট, প্রাক্তন নেদারল্যান্ডস, অ্যাজাক্স এবং বার্সেলোনার স্ট্রাইকার প্যাট্রিক ক্লুইভার্টের ছেলে, ৩, ১৮ এবং ৭৪ মিনিটে গোল করে তার ট্রেবল পূর্ণ করেন।

বোর্নমাউথ ১৮ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের ১১তম স্থানে চলে গেছে, আর উলভস ৯ পয়েন্ট নিয়ে ১৮তম স্থানে রয়েছে।

লা লিগা: ঘরের মাঠে লাস পালমাসের কাছে হেরে গেল বার্সেলোনা

বার্সিলোনা, ১ ডিসেম্বর (হি.স.): শনিবার ঘরের মাঠ অলিম্পিক স্টেডিয়ামে লাস পালমাসের কাছে স্প্যানিশ লিগ লিডার বার্সিলোনা ২-১ গোলে হেরে গেল। এই মরসুমে প্রথমবারের মতো ঘরের মাঠে হেরে গেল তারা।

বার্সেলোনার নতুন কোচ হ্যান্সি ফ্লিকের অধীনে প্রথম তিন মাসে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করেছে তারা। ঘরোয়া প্রতিযোগিতায় রিয়াল মাদ্রিদ এবং চ্যাম্পিয়ন্স লিগে বায়ার্ন মিউনিখের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেছে। মোট আটটি হোম ম্যাচ জিতেছে।প্রথমার্ধ ছিল গোলশূন্য। দ্বিতীয়ার্ধের ৪৯ মিনিটে বার্সেলোনার প্রাক্তন ফরোয়ার্ড সান্দ্রো রামিরেসের গোলে এগিয়ে যায় পালমাস।

৬১ মিনিটে অধিনায়ক রাফিনিয়ার দারুণ গোলে সমতায় ফেরে বার্সিলোনা। গোলের একটু পরই জয়সূচক গোলটি করেন ফাবিও সিলভা। ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বরের পর এই প্রথম ঘরের মাঠে লিগ ম্যাচে পালমাসের বিপক্ষে হারল বার্সেলোনা।তবে এই হার সত্ত্বেও, হ্যান্সি ফ্লিকের দল ১৫ ম্যাচে ৩৪ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের শীর্ষে রয়েছে। দুটি কম ম্যাচ খেলে রিয়াল মাদ্রিদ ৩০ পয়েন্ট নিয়ে পিছিয়ে রয়েছে।

দেশ ভাগের সময় দেশের পরিস্থিতি হয়েছিল জলন্ত উনুনের তপ্ত কড়াই

হরলাল দেবনাথ

ভারতীয় রাজনীতিতে হিন্দু বাঙালি বাসভূমির ক্ষেত্রে, আইনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার এবং ভাষাগত দিক গিয়ে যে ভাবে জাতিগত সমস্যায় আক্রান্ত হচ্ছে, এইরূপ আর কোন জাতি আক্রান্ত হয়নি। দেশ ভাগের সময় দেশের পরিস্থিতি যখন জলন্ত উনুনের তপ্ত কড়াই হয়েছিল। তখন সেই কড়াই থেকে বাঁচার জন্য হিন্দু বাঙালি হিন্দু নেতার পরামর্শে লাফ দিয়ে ঢোকে গেল উনুনের ভিতর। আর মুসলীম বাঙালি তাদের নেতৃত্বের পরামর্শে লাফ দিয়ে চলে গেল উনুনের বাহিরে। যে কারণে আজ মুসলমানরা ভারত তথা হিন্দুস্থান সহ পাকিস্তান-বাংলাদেশ এমন কি বিশ্বের সর্বত্রে বসবাস করছে তাদের কোন অসুবিধা হচ্ছে না শুধু একমাত্র তাদের ঐক্যবদ্ধতার কারণ। আর স্বাধীনতা সংগ্রামী বংশধর হিন্দু বাঙালি স্বাধীন ভারতে স্বাধীনতা হারিয়ে রক্ত ঝড়া প্রাণঘাতি বৈরী আক্রমণে আক্রান্ত হচ্ছে, শুধু একমাত্র ঐক্যবদ্ধ হতে পারে না বলে। উত্তর পূর্বাঞ্চলে উপজাতি সংগঠনের কাছে হিন্দু বাঙালি যে ভাবে আক্রান্ত হয়, মুসলীম বাঙালিরা কিন্তু এই রূপ আক্রান্ত হয় না অর্থাৎ স্বাধীনতা সংগ্রামী বংশধর হিন্দু বাঙালি স্বাধীন ভারতে আক্রান্ত হয় হিন্দু বাঙালির হাতে। আর বাংলাদেশের আক্রান্ত হয় মুসলীম মৌলবাদী উগ্র বাঙালির হাতে। তাহলে একথা পরিস্কার হিন্দু বাঙালি জন্য দেশ স্বাধীন হয় নি। ভারতের মাটিতে রয়েছে বহু জাতির বাস। তারমধ্যে বাঙালি একটা বৃহত্তর জাতি। ধর্মের ভিত্তিতে হিন্দু-মুসলীম বলে দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছে। সেদিন হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যে দাঙ্গা মুখী পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল, সেই দাঙ্গার ইতিহাস বলে শুকনো ঘায়ে আর ক্ষত বাড়াতে চাই না। এবার হিন্দু-মুসলীম ভাই-ভাই বিভেদ নয় ঐক্য চাই। হিন্দুরা পূর্ব দিকে প্রণাম করে আর মুসলমানরা পশ্চিম দিকে নমাজ করে এতে কিন্তু দেশের ক্ষতি হয় না, ক্ষতি হয় কখন হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ধর্ম নিয়ে বা মন্দির সমজিদ ভাঙ্গা গড়া নিয়ে দাঙ্গা হয় যখন। প্রতিটি মানুষ যদি একই সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি, তাহলে মন্দির, মসজিদ ভাঙা গড়া নিয়ে লড়াই-এর প্রয়োজন কি? এই লড়াই রাজনীতির স্বার্থে নীতির লড়াই। ১৯৪৭ সালে একটি ভারত তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়েছিল শুধু ধর্মের বিভাজনে পশ্চিম পাকিস্তান, হিন্দুস্থান, পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশে। এ ভাবে একটি দেশ যখন তিন ভাগে বিভক্ত হয়, তখন নিরাপত্তার আশ্বাসে পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে হিন্দু বাঙালি যারা হিন্দুস্থানে এসেছিল, তাদের সংখ্যা ছিল ২ কোটির অধিক আর পশ্চিম পাঞ্জাব ছেড়ে পাঞ্জাবী যারা এসেছিল তাদের সংখ্যা ছিল ৪৭ লক্ষ। পূনর্বাসনের ক্ষেত্রে পাঞ্জাবীর জন্য অর্থ বরাদ্ধ হয় ৪৯৭ কোটি টাকা। আর বাঙালির জন্য অর্থ বরাদ্ধ হয় শুধু মাত্র ৯০ কোটি টাকা। এইরূপ বৈষম্য নীতি ও বিশ্বাসঘাতক করেছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু। শুধুতাই নয়, স্বাধীন ভারতে ১৯টি জাতির রেজিমেন্ট গঠন হয়েছে, অথচ অখণ্ড ভারতের ভেঙে দেওয়া বাঙালি রেজিমেন্ট যে রেজিমেন্ট দ্বার দেশ স্বাধীন হয়েছে। সেই রেজিমেন্ট পুনর্গঠনের কথাকেও বলে না। এই হচ্ছে বাঙালি ভোটে তৈরি বাঙালি নেতৃত্বের চরিত্র। এই চরিত্র যেমন জাতির বুকে আঘাত তেমনি দেশ, উনয়ন ক্ষেত্রে বাঁধা। বাংলা বাঙালির ইতিহাস দেশ ভাগের ইতিহাস, অখণ্ড ভারতের মানচিত্র এবং ত্রিপুরার রাজতন্ত্র ইতিহাসের সময়ের ত্রিপুরার মানচিত্র নিয়ে যদি আলোচনা করা হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে বাঙালি বিদেশি নয়, বিদেশি অবাঙালি জনগোষ্ঠী, সেদিন ভারতের ১২টি প্রদেশের মধ্যে বাংলা যখন জন বহুল বিশাল প্রদেশ ছিল, তখন থেকে পূর্বাঞ্চলে অবাঙালির চেয়ে বাঙালির সংখ্যা অধিক ছিল। বাংলার আয়তন যদি উত্তরে নেপাল, ভুটান, সিকিম দক্ষিণে মাদ্রাজ, বঙ্গোপসাগর পূর্বে ব্রহ্মদেশ ও চিন সীমান্ত পশ্চিমে মধ্যপ্রদেশ ও যুক্ত প্রদেশ অর্থাৎ ৫,৩৫,৪,৭১ বর্গ কিঃ মিঃ যদি বাংলার আয়তন ছিল তাহলে বাঙালি বিদেশি আর অবাঙালি স্বদেশি হয় কেমন করে। এইরূপ স্বাভাবিক প্রশ্ন কি মানুষের মনে জাগেনা?

ভারবর্ষে শুধু ভারতবর্ষে নয়, প্রাউটের দৃষ্টিতে পৃথিবীতে কোন মানুষ বিদেশি হতে পারে না। বিদেশি ভাষা হচ্ছে একটা উপভাষা রাজনীতিতে যারা এই উপভাষা ব্যবহার করছে, তারা ভারতীয় বপিত্র সংবিধান অপবিত্র করছে। খাদ্যের সন্ধ্যানে বিভিন্ন দেশ থেকে ধাপে ধাপে যারা এদেশে এসেছিল এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিল, তারা ৫৫০ যা ৬০০ বছর পর বাঙালিকে আজ বিদেশি ও বহিরাগত বলে আক্রমণ করছে। আর এই আক্রমণের সঙ্গে সযযোগী করছে হিন্দী সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্ত বাঙালি বিরোধী এডিসি এন আর সি নামে কালো আইনের মাকড়শার জালে পোকা আক্রমণের মতো বাঙালি আক্রন্ত হচ্ছে। উন্নত জাতিকে পেছনে ফেলে অনুন্নত জাতির উন্নয়ন পরিকল্পনা। এটা কি দেশ উন্নয়ন লক্ষণ। এব্যাপারে মানুষের প্রয়োজন জন জাগরণ।

শ্রীনারায়ণ গুরুর সঙ্গে কবিগুরুর সাক্ষাৎকার কেরালার বরকালে আশ্রমে

বিমলকুমার শীট

শান্তিনিকেতনে কবিগুরুর প্রাণের বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেই প্রতিষ্ঠানটিকে দাঁড় করাতে হলে যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন। তাই তিনি সঙ্গীসাথী নিয়ে দেশে বিদেশে বেরিয়ে পড়লেন। এক সময় পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারত এবং প্রতিবেশী দেশ সিংহল হয়ে কবি ত্রিবাঙ্কুরে এলেন ৯ নভেম্বর ১৯২২ সালে। রবীন্দ্র জীবনীকার লিখেছেন, সিংহল পরিভ্রমণান্তর কবি ত্রিবাঙ্কুরে আসিলেন (৯ নভেম্বর)। কবি আসিয়া দেখেন বিরাট জনসংঘ তিরুবন্দরমে তাঁহার প্রতীক্ষায় রহিয়াছে, তিনি সবিনয়ে বলিলেন, 'সম্মান আমি আপনাদের নিকট চাহি না, আমি চাইহ প্রীতি, আমি আপনাদের নিকট আসিয়াছি একজন ব্যক্তি হিসাবে, কোনো বাণী আমার দিবার নাই'। কিন্তু এ কথা বললেও রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী সম্বন্ধে তাঁর আদর্শ ব্যাখ্যা করলেন। কুইলন যাবার পথে তিরুবন্তপুরম থেকে ২০ মাইল উত্তরে বরাক নামক স্থানে কবি নিম্ন সম্প্রদায়ভূক্ত অস্পৃশ্য থিয়া জাতির গুরু শ্রীনারায়ণগুরুর সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁর সঙ্গে কথাবর্তা বলে কবি তৃপ্ত হন। এই সাধু চরিত্র কিভাবে পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তন করেছেন তা দেখে কবি আশ্চর্য হলেন। বাংলার কবির সম্মানের জন্য আশ্রমের চারদিকের লোকেরা রাজকীয় সংবর্ধনার আয়োজন করেন। কয়েকটি হাতি সংগৃহীত হয় এবং বিবিধ বাদ্যযন্ত্র সহ শোভাযাত্রা করে কবিকে আশ্রমের শৈল পাদমূল পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়। কবি উপস্থিত হলে শ্রীনারায়ণগুরু তিনি আশ্রমের সব চেয়ে ভালো কার্পেটখানি কবি যেখানে বসলেন তার পায়ের নীচে বিছিয়ে দিতে নির্দেশ দিলেন। জনতা কবির সঙ্গে গুরুর কথোপকথন শুনবার জন্য ভিড় জমাল। দু-জনেই নমস্কার বিনিময় করে পরস্পরের মুখোমুখি স্তব্ধ হয়ে বসলেন। নীরবতার পর কবি শ্রীনায়াণগুরুকে তাঁর সামাজিক সেবাকাজের জন্য অভিনন্দিত করলেন। এর্নাকুলামে ভাষণ দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ এই সাক্ষাৎকারের উল্লেখ করে বলেন, শ্রীনারায়ণগুরু যে আদর্শের জন্য কাজ করেছেন তার সঙ্গে তাঁর নিজের কাজের সাদৃশ্য আছে। এই বিষয়ে মাদ্রাজের Swarajya পত্রিকা লিখেছে- কবির ত্রিবাঙ্কুর ভ্রমণের সম্ভবত সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল স্বামী নারায়ণগুরুর সাধু সুলভ চরিত্র ও ধর্মীয় সত্য সম্পর্কে গভীর অভিজ্ঞতা দেখে অভিভূত হয়েছিলেন। পাশাপাশি কিভাবে শ্রীনারায়ণগুরুর ধর্মীয় উপদেশ ত্রিবাঙ্কুর, মালাবার ও কোচিনে সাধারণ জনগণকে প্রভাবিত করে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণে উদ্বুদ্ধ করেছিল তা দেখে তিনি আপ্লুত হয়েছিলেন। তিনি শ্রীনারায়ণগুরুর আলওয়ের আশ্রমে গিয়েছিলেন এবং সেখানে শিষ্যদের শ্রীনারায়ণগুরু যে মন্ত্রোচাচ্চারণ শিখিয়েছিলেন তা তাঁর হৃদয়কে গভীরভাবে ছুঁয়ে গিয়েছিল। স্বামীজীর অসাধারণ প্রচেষ্ঠায় সমগ্র 'মিথ্যা' সম্প্রদায় সামাজিক ও আধ্যাত্মিক মানদণ্ডে এক অনন্য উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বারংবার কবি আস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদের কুফলের উল্লেখ করেন এবং সার্বিক ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধের পক্ষে সওয়াল করেন।

শ্রীনারায়ণগুরু আশ্রম থেকে ফেরার পথে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করেন পি আর রামানুজম। এরপর আলেপ্পির জনসাধারণের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ সেখানে যান। কোচিনে রাজকীয় অতিথিশালায় জনসাধারণের পক্ষে তাঁকে অভিনন্দন পত্র ও বিশ্বভারতীর সাহায্যে কিছু অর্থ দিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়। এইদিন তিনি আলওয়ে রওনা হয়ে সেখানে পৌঁছান। শ্রীনারায়ণগুরু প্রতিষ্ঠিত অদ্বৈতাশ্রমে তাঁকে সংবর্ধনা জানানো হয়। তারপর টাটাপুরম হয়ে কবি ১৯ নভেম্বর ১৯২২- এ মাগ্রাদে ফিরে আছেন। মাদ্রাজ ও সিংহলে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ প্রচুর অভ্যর্থনা পেলেও অর্থ প্রচুর পাননি। পেয়েছিলেন বক্তৃতার টিকিট বিক্রি টাকা এবং এককালীন দান সমান্যই পান। মাদ্রাদে করবির বক্তৃতা ও সাক্ষাতের রিপোর্ট যে একেবারে সমালোচিত হননি তা নয়। গান্ধিজীর চরকা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধ মতপোষণ নিয়ে একদল গান্ধীভক্ত তাঁকে তীব্র আক্রণ করে। এর আগে ১৯১৯ সালে যখন কবি মাদ্রাজে গিয়েছিলেন, সে সত্বময়ও তিনি হিন্দুদের অন্তর্বিবাহের সমর্থক বলে তখনকার গোঁড়া সমাজের দ্বারা নিন্দিত হয়েছিলেন। আয়ার ও আয়েঙ্গার ব্রাহ্মণরাই তখন সমাজ ও রাজনীতিতে প্রবল ছিল। অবশেষে রবীন্দ্রনাথ এবং শ্রীনারায়ণগুরুর সার্ক্ষৎ সমাজকে এই বার্তাই দিয়েছিল যে সমাজে অস্পৃশ্যতার কোন স্থান নেই। মানবতাই হল সমাজের মূল। কবির প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতী সেই পথের পথিক।

সৃষ্টিকর্মে অমর হুমায়ূন আহমেদ

জাহাঙ্গীর বিপ্লব

দেশে এখন এত টিভি চ্যানেল, প্রচুর নাটক। প্রতিটি চ্যানেলেই প্রতিদিন একাধিক ধারাবাহিক নাটক প্রচারিত হচ্ছে। কিন্তু যদি প্রশ্ন করা হয়, বর্তমানে কিংবা গত কয়েক বছরে এমনকি এক দশকে কোন ধারাবাহিক নাটকটি দর্শকের মনে দাগ কেটেছে? নাটকের নাম কি? আর কোন নাটকটি দেখার জন্য দর্শক অধীর আগ্রহ নিয়ে টিভি সেটের সামনে বসে থেকেছেন বা বর্তমানে অপেক্ষায় থাকেন? অনেক পাঠক অথবা দর্শই এই প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গিয়ে কিছুটা থমকে যাবেন, ব্যর্থ হবেন। যারা বর্তমান সময়ের দুয়েকটি জনপ্রিয় বাংলাদেশি ধারাবাহিকের নাম বলতে পারছেন না, তাদের মধ্যে একটি বড় অংশ কলকাতার ধারাবাহিকের নাম হয়তো ঠিকই বলতে পারবেন। দেশীয় সংস্কৃতির জন্য এমন তথ্য সত্যিই হতাশাজনক। অথচ এমন একটা সময় ছিল যখন বিটিভিতে নাটক শুরু হলে রাস্তাঘাট সব ফাঁকা হয়ে যেত। বাংলাদেশি নাটকের সেই স্বর্ণযুগের অন্যতম কারিগর ছিলেন হুমায়ূন আহমেদ। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী হুমায়ূন আহমেদ ছিলেন একাধারে অধ্যাপক, কথাসাহিত্যিক, নাট্যকার, চলচ্চিত্র পরিচালক, গীতিকার ও সুরকার। যেখানেই তিনি হাত দিয়েছেন সেখানেই সাফল্যের আলোয় আলোকিত হয়েছেন। এতগুলো পরিচয়ের মাঝে কথাসাহিত্যিক সত্তাটাই তার সবচেয়ে বড় পরিচয়। জনপ্রিয়তার কথা বিবেচনা করলে ঔপন্যাসিক হুমায়ূন আহমেদের ধারাকাছেও কেউ ছিল না। তবে ঔপন্যাসিক হিসেবে হুমায়ূন আহমেদের এই জনপ্রিয়তার একটা বড় কারণ ছিল নাট্যকার হিসেবে তার আবির্ভূত হওয়া! উপন্যাসের মতো নাটকের জগতেও হুমায়ূন আহমেদ তুমুল জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন। বাংলাদেশের নাটকের ইতিহাসে সেরা দশটি নাটকের তালিকা করা হলে সেখানে এক হুমায়ূন আহমেদেরই একাধিক নাটক জায়গা পাবে।

আজ এই বহুমাত্রিক প্রতিভার পালন করবে তার পরিবার ও অসংখ্য ভক্তকুল। টিভি চ্যানেলগুলোতেও থাকছে বিশেষ আয়োজন।

নিজেকে সব সময় লেখালেখির জগতের মানুষ হিসেবে পরিচয় দিতেই হুমায়ূন আহমেদ স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন। হুমায়ূন আহমেদের হঠাৎ প্রস্থান শুধুমাত্র বইমেলাকেই বিবর্ণ করেনি, টেলিভিশনে নাটক দেখার আগ্রহেও বিশাল এক ভাটা নিয়ে এসেছে। সৃষ্টির এই মহান কারিগরের প্রস্থান বাংলাদেশের শিল্পজগতে নিয়ে আসে বিশাল এক শূন্যতা। তবে অসময়ে চলে গেলেও হুমায়ূন আহমেদ যেসব অসাধারণ সৃষ্টিকর্ম রেখে গেছেন, সেসবের মাঝেই তিনি বেঁচে থাকবেন অনন্তকাল ধরে। ছোটগল্পকার, নাট্যকার, গীতিকার, চিত্রনাট্যকার ও চলচ্চিত্র নির্মাতা বলে আলাদা পরিচয়ে খ্যাতি লাভ করলেও লেখক হিসেবেই নিজের পরিচয় দিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন বিংশ শতাব্দীর জনপ্রিয় এই বাঙালি কথাসাহিত্যিক। বাংলা সাহিত্যের উপন্যাস শাখায় অবদানের জন্য তিনি ১৯৮১ সালে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন। এছাড়া বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে তার অবদানের জন্য ১৯৯৪ সালে বাংলাদেশ সরকার তাকে একুশে পদকে ভূষিত করে। তবে টিভি নাটক ও চলচ্চিত্র অঙ্গনে তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। হুমায়ূন আহমেদ নির্মিত বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্র সমাদৃত হয়। তার নির্মিত প্রথম চলচ্চিত্র হলো বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধভিত্তিক 'আগুনের পরশমণি' (১৯৯৪)। ছবিটি শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র বিভাগে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারসহ আটটি পুরস্কার লাভ করে। তার নির্মিত অন্যান্য সমাদৃত চলচ্চিত্রগুলো হলো 'শ্রাবণ মেঘের দিন' (১৯৯৯), 'দুই দুয়ারী' (২০০০), 'শ্যামল ছায়া' (২০০৪) ও 'ঘেটু পুত্র কমলা' (২০১২)। 'শ্যামল ছায়া' ও 'ঘেটু পুত্র কমলা' চলচ্চিত্র দুটি বাংলাদেশ থেকে বিদেশি ভাষার চলচ্চিত্র বিভাগে অস্কারের জন্য নিবেদন করা হয়েছিল। এছাড়া 'ঘেটু পুত্র কমলা' চলচ্চিত্র পরিচালনার জন্য তিনি শ্রেষ্ঠ পরিচালনা বিভাগে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করেন।

তিনি ১৯৮০ থেকে ১৯৯০-এর দশকে বাংলাদেশ টেলিভিশনের জন্য টেলিভিশন ধারাবাহিক এবং টেলিফিল্ম রচনা শুরু করেন। ১৯৮৩ সালে তার প্রথম টিভি কাহিনীচিত্র 'প্রথম প্রহর' বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রচারিত হয়। এটি তাকে রাতারাতি জনপ্রিয় করে তোলে। তার অন্যতম টেলিভিশন ধারাবাহিকগ্ন 'এইসব দিনরাত্রি', 'বহুব্রীহি', 'কোথাও কেউ নেই', 'নক্ষত্রের রাত', 'অয়োময়', 'আজ রবিবার', 'নিমফুল', 'তারা তিনজন', 'আমরা তিনজন', 'মন্ত্রী মহোদয়ের আগমন শুভেচ্ছা স্বাগতম', 'সবুজ সাথী', 'উড়ে যায় বকপক্ষী', 'খেলা', 'অচিন বৃক্ষ', 'খাদক', 'একি কাণ্ড', 'একদিন হঠাৎ', 'অন্যভুবন' এবং 'এই মেঘ এই রৌদ্র'। হুমায়ূন আহমেদ ১৯৮৭ সালে ঢাকার অদূরে গাজীপুর জেলার সদর উপজেলার মির্জাপুর ইউনিয়নের পিঁজুলিয়া গ্রামে ২২ বিঘা জমির ওপর স্থাপিত বাগানবাড়ি নুহাশ পল্লী গড়ে তোলেন। জীবনের শেষ সময়ে তিনি এই বাড়িতে থাকতে ভালোবাসতেন। মৃত্যুর পর তাকে নুহাশ পল্লীতে দাফন করা হয়। তার মৃত্যুতে সারা বাংলাদেশে সকল শ্রেণির মানুষের মধ্যে অভূতপূর্ব আহাজারির সৃষ্টি হয়। বাংলা সাহিত্য এবং নাটক ও চলচ্চিত্র অঙ্গনেও অন্যরকম শূন্যতা বিরাজ করে। হুমায়ূন আহমেদ পাঠক, দর্শক ও ভক্তদের মাঝে অমর হয়ে থাকবেন তার সৃষ্টি কর্মের মধ্য দিয়ে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

ডিব্রুগড় ও ধুবড়ির মধ্যে স্পেশাল ট্রেন স্পেশাল ট্রেনের চলাচলের সময় বৃদ্ধি

মালিগাঁও, ০১ ডিসেম্বর, ২০২৪: যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় হ্রাস করার লক্ষ্যে ০৪ থেকে ০৭ ডিসেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত উভয় দিক থেকে ০১টি ট্রিপের জন্য ডিব্রুগড় ও ধুবড়ির মধ্যে স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

স্পেশাল ট্রেন নং. ০৫৯৩৮ (ডিব্রুগড়-ধুবড়ি) ০৪ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখ বুধবার ০৭.৩০ ঘণ্টায় ডিব্রুগড় থেকে রওনা দিয়ে পরের দিন ০২.০৫ ঘণ্টায় ধুবড়ি পৌঁছবে। ফেরত যাত্রার সময় স্পেশাল ট্রেন নং. ০৫৯৩৭ (ধুবড়ি-ডিব্রুগড়) ০৭ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখ শনিবার ১৯.২০ ঘণ্টায় ধুবড়ি থেকে রওনা দিয়ে পরের দিন ১৬.৩০ ঘণ্টায় ডিব্রুগড় পৌঁছবে।

এই স্পেশাল ট্রেনটি উভয় পথে যাত্রার সময় নিউ তিনসুকিয়া, নাহরকটিয়া, সিমলুগুড়ি, ফরকাটিং, লামডিং, গুয়াহাটি, রঙিয়া, নিউ বঙাইগাঁও, ফকিরাগ্রাম, গোলকগঞ্জ হয়ে চলাচল করে নিজের গন্তব্যস্থলে পৌঁছবে। ট্রেনটিতে ২২টি কোচ থাকবে। এসি-৩ টিয়ার, স্লিপার ক্লাস ও জেনারেল সিটিং কোচ উপলব্ধ থাকবে।

এছাড়াও কামাখ্যা ও আনন্দ বিহার টার্মিনালের মধ্যে স্পেশাল ট্রেনের চলাচলের মেয়াদ ০৬ থেকে ২৯ ডিসেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত উভয় দিক থেকে ০৪টি ট্রিপের জন্য বৃদ্ধি করা হয়েছে।

সেই অনুযায়ী, ট্রেন নং. ০২৫২৫ (কামাখ্যা-আনন্দবিহার টার্মিনাল) স্পেশালের চলাচল প্রত্যেক শুক্রবার অর্থাৎ ০৬ থেকে ২৭ ডিসেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। ফেরত যাত্রার সময়, ট্রেন নং. ০২৫২৬ (আনন্দবিহার টার্মিনাল-কামাখ্যা) স্পেশালের চলাচল প্রত্যেক রবিবার অর্থাৎ ০৮ থেকে ২৯ ডিসেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। ২২টি কোচ নিয়ে গঠিত এই ট্রেনটি বিদ্যমান সময়সূচি, স্টপেজের সাথে চলাচল করবে। ট্রেনটিতে এসি-ফার্স ক্লাস, এসি-২ টিয়ার, এসি-৩ টিয়ার, এসি-৩ টিয়ার ইকোনমি, স্লিপার ক্লাস ও জেনারেল সিটিং কোচ উপলব্ধ থাকবে।

উল্লেখিত রুটের অন্যান্য ট্রেনের ওয়েটিং লিস্টের যাত্রীরা স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে ভ্রমণের জন্য এই ট্রেনটির সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন। যাত্রার পূর্বে বিশদ বিবরণ পরীক্ষা করে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের প্রতি অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

বাড়লো বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম, স্থিতিশীল গৃহস্থের সিলিন্ডারের দর

নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বর (হি.স.): ডিসেম্বর মাস শুরু হতে না হতেই ১৯ কেজি বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের দাম আরও একবার বাড়লো। ১ ডিসেম্বর থেকে তেল কোম্পানিগুলি ১৯ কেজি এলপিজি সিলিন্ডারের দাম ১৬.৫০ টাকা বাড়িয়েছে। জানা গেছে, দিল্লিতে বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের দাম এখন ১৮১৮.৫০ টাকা হয়েছে। এই নিয়ে টানা পাঁচ মাসে এলপিজি সিলিন্ডারের দাম বাড়ানো হল।

তবে এটা স্বস্তির বিষয় যে, গার্হস্থ্য গ্যাসের দামে কোনও পরিবর্তন হয়নি।

উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের আগস্টে গার্হস্থ্য এলপিজি সিলিন্ডারের দাম প্রায় ১০০ টাকা কমানো হয়েছিল। এরপর থেকে এর দাম স্থিতিশীলই রয়েছে।

কলকাতায় এর দাম ৮২৯ টাকা, রাজধানী দিল্লিতে ৮০৩ টাকা, মুম্বইয়ে ৮০২.৫০ টাকা এবং চেন্নাইয়ে ৮১৮.৫০ টাকা। আর উজ্জ্বলা প্রকল্পের গ্রাহকরা এই সিলিন্ডারে ৩০০ টাকা ভর্তুকি পান।

শক্তি হারিয়ে রবিবার সকালে নিম্নচাপে পরিণত ঘূর্ণিঝড় ফেঙ্গল

নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বর (হি.স.): ঘূর্ণিঝড় ফেঙ্গল তামিলনাড়ু ও পুদুচেরিতে শনিবার রাতে আছড়ে পড়ে। তামিলনাড়ু ও পুদুচেরি উপকূল বরাবর কারাইকাল ও মহাবলীপুরমের মধ্যে স্থলভাগ অতিক্রম করেছে সেটি। রবিবার ঝোড়ো হাওয়া-সহ ভারী বর্ষণ অব্যাহত রয়েছে। রবিবার সকালে শক্তি হারিয়ে তা গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়। রবিবার সকাল সাড়ে ১১টার মধ্যে আরও শক্তিক্ষয় করে এই গভীর নিম্নচাপ সাধারণ নিম্নচাপে পরিণত বলে জানা গেছে আবহাওয়া দফতর সূত্রে। হাওয়া অফিস সূত্রে জানা গেছে, ঘূর্ণিঝড় ফেঙ্গল পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিমে সরে গেছে এবং পুদুচেরির কাছে করাইকাল এবং মহাবালিপুরমের মধ্যে উত্তর তামিলনাড়ু-পুদুচেরি উপকূল অতিক্রম করেছে। এটি ঘণ্টায় ৭০ থেকে ৮০ কিলোমিটার বেগে উত্তর তামিলনাড়ু ও পুদুচেরি উপকূল অতিক্রম করে। রবিবারও বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে সেখানে। ঘূর্ণিঝড় ফেঙ্গলের প্রভাবে তামিলনাড়ু ও পুদুচেরির অনেক জায়গায় বৃষ্টি হচ্ছে। সাগরও উত্তাল। প্রশাসনের তরফে জনগণকে ঘরে থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে। অন্যান্য উপকূলীয় রাজ্যেও এর প্রভাব পড়েছে বলে জানা গেছে।

ঘূর্ণিঝড় ফেঙ্গলের জেরে জলমগ্ন তামিলনাড়ু ও পুদুচেরির বহু এলাকা, উদ্ধারকাজ জারি

পুদুচেরি, ১ ডিসেম্বর (হি.স.): ঘূর্ণিঝড় ফেঙ্গল তামিলনাড়ু ও পুদুচেরিতে শনিবার রাতে আছড়ে পড়ে। তামিলনাড়ু ও পুদুচেরি উপকূল বরাবর কারাইকাল ও মহাবলীপুরমের মধ্যে স্থলভাগ অতিক্রম করেছে সেটি। রবিবার ঝোড়ো হাওয়া-সহ ভারী বর্ষণ অব্যাহত রয়েছে। রবিবার সকালে শক্তি হারিয়ে তা গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়। রবিবার সকাল সাড়ে ১১টার মধ্যে আরও শক্তিক্ষয় করে এই গভীর নিম্নচাপ সাধারণ নিম্নচাপে পরিণত বলে জানা গেছে আবহাওয়া দফতর সূত্রে।

ঘূর্ণিঝড় ফেঙ্গলের প্রভাবে পুদুচেরিতে বহু জায়গায় জল জমে প্রায় বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। উদ্ধারকাজ শুরু করেছে ভারতীয় সেনাবাহিনী। উদ্ধারকারী দল ১০০ জনকে স্থানান্তরিত করেছে। ৫০০টি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানা গেছে। পুদুচেরির জেলাশাসকের অনুরোধের ভিত্তিতে এই উদ্ধারকাজ বলে জানা যাচ্ছে। এদিকে এনডিআরএফ-ও মোতায়েন করা হয়েছে।

এনডিআরএফ-এর দল তামিলনাড়ুর কুড্ডালোরে জমা জলে আটকে পড়া ব্যক্তিদের উদ্ধার করেছে।

বিশ্ব এইডস দিবস উপলক্ষে শ্যামবাজারে সচেতনতা যাত্রা ও বিশেষ কর্মসূচি

কলকাতা, ১ ডিসেম্বর (হি.স.): রবিবার বিশ্ব এইডস দিবস। এবছর দিবসটির প্রতিপাদ্য হল, 'টেক দ্যা রাইট পাথ টু এন্ড এইডস'। দিনটি উপলক্ষে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে কলকাতার শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড় থেকে এক বর্ণাঢ্য সচেতনতা যাত্রার আয়োজন করা হয়। এটি বিধানসরণী, বিডন স্ট্রিট, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ হয়ে শ্যামবাজারে এসে শেষ হয়। মূল উদ্দেশ্য এইডস ও থ্যালাসেমিয়া সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি।

বেলুন ও পায়রা উড়িয়ে শোভাযাত্রার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট জন। অনুষ্ঠানে অংশ নেন থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশুরা, বিশিষ্ট সমাজসেবী, চিকিৎসক, ক্লাব-সংগঠনের সদস্য ও অসংখ্য সাধারণ মানুষ। এইডস ও থ্যালাসেমিয়া ছাড়া ডেঙ্গু ও ম্যালেরিয়া রোধেও বিশেষ প্রচার চালানো হয়। এদিন ১৩টি সংগঠন এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে অংশগ্রহণ করে। সমাজ সচেতনতামূলক এই উদ্যোগে সকল অংশগ্রহণকারী ও সংগঠনকে বিশেষ সম্বর্ধনা জানানো হয়। সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, গান ও নৃত্য উপস্থাপন করা হয়। ইউনেসকোর স্বীকৃতি পাওয়া বাংলার দুর্গাপূজাকে বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়।

ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য বলেন, ''এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়া। আমরা চাই সমাজের প্রতিটি অংশের মানুষ মারণ রোগের ভয়াবহতা সম্পর্কে সজাগ হোক।''

গত ১৫ বছরে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন প্রায় সাড়ে ৮ লক্ষ থ্যালাসেমিয়া বাহকের রক্ত পরীক্ষা করেছে। এদিন এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয় শ্যামবাজার এলাকায়।

৫৫ তম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব (আইএফএফআই) সমাপ্ত হল জমকালো সমাপনী অনুষ্ঠনের মাধ্যমে

ইফিউড, গোয়া, ০১ ডিসেম্বর : সব ভালো জিনিসই যেমন একসময় শেষ হয়, তেমনি গোয়ার ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ইনডোর স্টেডিয়ামে ৫৫ তম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব, আইএফএফআই-২০২৪ এর সমাপ্তি হয়ে গেলো, গত শুক্রবার, ২৮ নভেম্বরউ তবে অবশ্যই এর স্থায়ী প্রভাব থেকে যাবে সিনেমার জাদু ও গল্প বলার উদ্দীপনাকে উদযাপন করার জন্য এবং ভবিষ্যৎ চলচ্চিত্র নির্মাতাদের জন্য অনেক রকমের পথ উন্মুক্ত করে দেওয়ার জন্য। গোয়ায় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব, আইএফএফআই ২০২৪-এ এবার ১১,৩৩২ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন, যা ২০২৩-এর উৎসবের তুলনায় ১২ বেড়েছে। আর এই প্রতিনিধিরা ভারতের ৩৪টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে যেমন এসেছিলেন, তেমিনি এসেছিলেন ২৮টি দেশ থেকে আন্তর্জাতিক অংশগ্রহণকারীরাও।

ফিল্ম বাজারের ক্ষেত্রে এবার প্রতিনিধির সংখ্যা ছিল ১,৮৭৬ জন, যা গত বছরের ৭৭৫-এর তুলনায় অনেক বেশি। বিদেশি প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দেন ৪২টি দেশের প্রতিনিধিরা। এবারে ফিল্ম বাজারের পূর্বাভাস, ৫০০ কোটি টাকার বেশি ব্যবসা করে থাকবে বেল মনে করা হচ্ছে, যা অনেক গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য হিসেবে চিহ্নিত হবে। টেক প্যাভিলিয়নে ১৫টি ইন্ডাস্ট্রি পার্টনারও অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিদের জন্য একটি আকর্ষণীয় বিষয় ছিল। এই ইন্ডাস্ট্রি পার্টনারদের কাছ থেকে ১৫.৩৬ কোটি টাকার স্পনসরশিপ বা পৃষ্ঠপোষকতা অর্জিত হয়েছে।

উদ্বোধনী ও সমাপনী অনুষ্ঠান:

ভারতীয় এবং আন্তর্জাতিক সিনেমাকে উদযাপন করার মধ্য দিয়ে উদ্বোধনী ও সমাপনী অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ তারকা-খচিত এবং অসাধারণ উপস্থাপনার মাধ্যমে হয়েছিল। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভারতীয় সিনেমার শতবর্ষ উদযাপন এবং তার সমৃদ্ধ বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রদান করা হয়েছে। সমাপনী অনুষ্ঠানে সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশন করার পাশাপাশি সৃজনশীলতায় ব্যতিক্রমী কৃতিত্বকে সম্মান জানিয়ে কয়েকজনকে পুরস্কৃত করা হয়উ যার মধ্যে সত্যজিত রায় লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয় ফিলিপ নইসকে এবং বর্ষ সেরা চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব হিসেবে পুরস্কৃত হয়েছেন বিক্রান্ত মেসে।

আন্তর্জাতিক সিনেমা:

আইএফএফআই-তে আন্তর্জাতিক সিনেমা বিভাগে ১৮৯টি চলচ্চিত্রের একটি নির্বাচিত সংগ্রহ প্রদর্শিত হয়, যা ১,৮০০টিরও বেশি জমা পড়া চলচ্চিত্র থেকে সাবধানে বাছাই করা হয়েছিল। এই সংগ্রহে ছিল ১৬টি বিশ্ব প্রিমিয়ার, ৩টি আন্তর্জাতিক প্রিমিয়ার, ৪৪টি এশিয়া প্রিমিয়ার এবং ১০৯টি ভারতীয় প্রিমিয়ার।

অনুষ্ঠানে ৮১টি দেশের চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়েছে, যা বিভিন্ন সংস্কৃতি, কণ্ঠস্বর এবং দৃষ্টিভঙ্গির বৈচিত্র্য প্রদর্শন করেছে। প্রতিযোগিতামূলক বিভাগগুলোও ছিল সমানভাবে উত্তেজনাপূর্ণ, যেখানে ১৫টি চলচ্চিত্র আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কারের জন্য, ১০টি চলচ্চিত্র আইসিএফটি ইউনেস্কো গান্ধী মেডেল বিভাগে এবং ৭টি চলচ্চিত্র 'সেরা ডেবিউ ফিচার ফিল্ম বাই ডিরেক্টর' ক্যাটাগরিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ছিল।

প্রতিযোগিতামূলক চলচ্চিত্রগুলোর মধ্যে লিথুয়ানিয়ান চলচ্চিত্র 'টক্সিক' সেরা চলচ্চিত্রের জন্য স্বর্ণ ময়ূরী (গোল্ডেন পিকক) পুরস্কার এবং রোমানিয়ান চলচ্চিত্র 'এ নিউ ইয়ার দ্যাট নেভার কেম' সিনেমাটি সেরা পরিচালকের জন্য রৌপ্য ময়ূরী (সিলভার পিকক) পুরস্কার অর্জন করেছে।

গালা প্রিমিয়ার এবং রেড কার্পেট:

আন্তর্জাতিক বিভাগ, ভারতীয় প্যানোরামা, গোয়া সেকশন এবং ভারতীয় প্যানোরামার বাইরে আইনক্স পাঞ্জিম-এ ১০০টিরও বেশি রেড কার্পেট ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ভারতীয় প্যানোরামা:

এবার চলচ্চিত্র কৌশলগত উৎকর্ষতার জন্য খ্যাত ২৫টি ফিচার ফিল্ম এবং ২০টি নন-ফিচার ফিল্মের একটি নির্বাচিত সংগ্রহ ভারতীয় প্যানোরামা ২০২৪ বিভাগের অংশ হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিল। এই নির্বাচনের প্রক্রিয়াটি হয়েছে ভারতের চলচ্চিত্র জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের একটি প্যানেল এর মাধ্যমে, যেখানে ফিচার ফিল্মের জন্য ১২ জন বিচারক ও নন-ফিচার ফিল্মের জন্য ৬ জন বিচারক ছিলেন এবং প্রতিটি দলের নেতৃত্বে ছিলেন তাদের চেয়ারপার্সনরা।

এই বছর দেশের তরুণ চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রতিভাকে চিহ্নিত করার জন্য একটি নতুন পুরস্কার চালু করা হয়েছে, যা আইএফএফআই-এর থিম 'তরুণ চলচ্চিত্র নির্মাতারা'-এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আইএফএফআই-এর থিম: 'তরুণ চলচ্চিত্র নির্মাতারা' — ''ভবিষ্যৎ এখনই'':

এবার আইএফএফআই-এর থিম বা মূল ভাবনা ছিল মাননীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রীর দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী--'তরুণ চলচ্চিত্র নির্মাতারা--ভবিষ্যৎ এখনই', যা সৃজনশীলতার ভবিষ্যত গঠনে তাদের সম্ভাবনাকে চিহ্নিত করে। আর 'ক্রিয়েটিভ মাইন্ডস অফ টুমরো' উদ্যোগে এই বছর সংখ্যাটি ৭৫ জন থেকে বাড়িয়ে ১০০ জন তরুণ প্রতিভাকে সহায়তা করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়। দেশের বিভিন্ন চলচ্চিত্র স্কুল থেকে প্রায় ৩৫০ জন তরুণ ছাত্র-ছাত্রীকে আইএফএফআই-এ অংশগ্রহণের জন্য তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক থেকে সম্বর্ধনা প্রদান করা হয়।

ইফিয়েস্টা:

অনুষ্ঠানে জোমাটো-এর সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত ভিন্নধারার এক অনুষ্ঠান ''ইফিয়েস্টা'', যা একটি প্রাণবন্ত বিনোদনের মঞ্চ উপস্থাপন করেউ এর নাম দেওয়া হয়েছিল 'ডিস্ট্রিক্ট', যেখানে খাবারের স্টল ছিল এবং বিশেষভাবে নির্বাচিত পারফরম্যান্সের একটি অনন্য উপস্থাপনাও প্রদর্শিত হয়উ এই প্রদর্শনীর মধ্যে ছিল ''হোয়েন চা মেট টোস্ট'' এবং অসিজ কাউরের পারফরম্যান্স। মোট ১৮,৭৯৫ জন এই ইফিয়েস্টা উপভোগ করেন, যার মধ্যে ছাত্র-ছাত্রী ছিলেন ৬০০০ জন।

চলচ্চিত্র প্রতিভাদের উদযাপন: আইএফএফআই ২০২৪-এ শতবর্ষ স্মরণ:

নভেম্বর মাসে আয়োজিত ৫৫ তম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব (আইএফএফআই) ছিল একটি ঐতিহাসিক উদযাপন, যেখানে ভারতীয় সিনেমার চার কিংবদন্তি ব্যক্তিত্বকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানো হয়েছে: তাঁরা হলেন আক্কিনেনি নাগেশ্বর রাও (এএনআর), রাজ কাপুর, মহম্মদ রফি এবং তপন সিনহা।

এছাড়া, শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে একটি স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়।

পুনরুদ্ধারকৃত ক্লাসিকস:

আইএফএফআই ২০২৪-এ এনএফডিসি অর্থাৎ--ন্যাশনাল ফিল্ম আর্কাইভ অফ ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে উপস্থাপিত হয় পুনরুদ্ধারকৃত ক্লাসিকস বিভাগউ তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের বিশেষ উদ্যোগ 'ন্যাশনাল ফিল্ম হেরিটেজ মিশন'-এর অংশ হিসেবে এনএফডিসি-এনএফএআই সম্মিলিত ভাবে চলচ্চিত্রগুলির ডিজিটাল রেস্টোরেশনের প্রদর্শন করে। আরো কিছু পুরোনো বিখ্যাত চলচিত্রকে সংরক্ষণের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। কিছু চলচ্চিত্র হলো:

দাদা সাহেব ফালকে পরিচালিত সাইলেন্ট ফিল্ম 'কালিয়া মারদান' (১৯১৯) বিশেষ লাইভ সাউন্ডসহ প্রদর্শিত হয় এবং এটি দর্শকদের মধ্যে অত্যন্ত প্রশংসিত হয়েছে।

শতবর্ষ উদযাপনের জন্য :

রাজ কাপুরের 'আওয়ারা' (১৯৫১)

এএনআর-এর 'দেবদাসু' (১৯৫৩)

'হাম দোনো' (১৯৬১) - রফির গানের সঙ্গে

তপন সিনহার 'হমোনিয়াম' (১৯৭৫)

সত্যজিৎ রায়ের 'সীমাবদ্ধ' (১৯৭১)

ক্রিয়েটিভ মাইন্ডস অফ টুমরো: ২০২৪ সালের আইএফএফআই-তে অংশগ্রহণকারীদের একটি চমকপ্রদ নির্বাচন দেখা গেছে। ভারতের ৩৫টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে ১৩টি চলচ্চিত্র নির্মাণের শ্রেণীতে ১,০৭০টি আবেদন গ্রহণ করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানে মোট ১০০ জন অংশগ্রহণকারীকে নির্বাচন করা হয়, তাদের মধ্যে ৭১ জন পুরুষ এবং ২৯ জন নারী (২০২৩ সালের ১৬ জন নারীর তুলনায় এক উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি)। এই অংশগ্রহণকারীরা ২২টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন, যা অনুষ্ঠানটিতে বৈচিত্র্যময় কণ্ঠস্বর এবং অভিজ্ঞতার সমাহার নিয়ে আসে।

চলচ্চিত্রের ছাত্র-নির্মাতাদের অনুষ্ঠান:

মোট ৩৪৫ জন ছাত্রছাত্রী ইয়ং ফিল্মমেকার প্রোগ্রাম এ অংশগ্রহণ করেছেন, যার মধ্যে ২৭৯ জন ১৩টি প্রখ্যাত চলচ্চিত্র স্কুল যেমন এফটিআইআই, এসআরএফটিআই অরুণাচল প্রদেশ, আইআইএমসি এবং অন্যান্য রাজ্য সরকার ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী ছিলেন। এর পাশাপাশি, উত্তরপূর্বাঞ্চলের রাজ্য থেকে ৬৬ জন ছাত্রছাত্রী এবং তরুণ চলচ্চিত্র নির্মাতা অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে নির্বাচিত হন। শিক্ষার্থীদের একটি দল ৪৮ ঘণ্টায় চলচ্চিত্র নির্মাণের চ্যালেঞ্জেও যুক্ত ছিলেনউ

এক্ষেত্রে পিআইবি সারা দেশ থেকে মিডিয়া অ্যাক্রিডিটেশন-এর জন্য প্রায় ১,০০০টি আবেদন পেয়েছিল এবং আইএফএফআই কভারেজের জন্য পিআইবি ৭০০ জনেরও বেশি সাংবাদিককে পৃথক অ্যাক্রিডিটেশন দে। কিছু সাংবাদিক, যারা আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন, তাদের জন্য এফটিআইআই'র সহযোগিতায় চলচ্চিত্র মূল্যায়ন বিষয়ক এক দিনের কোর্সেরও ব্যবস্থা করা হয়।

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ: ওয়েস্ট হ্যামকে গোলের মালা পরালো আর্সেনাল

লন্ডন, ১ ডিসেম্বর (হি.স.): লন্ডন স্টেডিয়ামে শনিবার রাতে প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে ৫-২ গোলে জিতেছে মিকেল আর্তেতার দল। ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেডকে গোলের মালা পরিয়ে লিগ টেবিলে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এলো আর্সেনাল।

গতবারের রানার্স-আপদের পাঁচ গোলদাতা হলেন গাব্রিয়েল মাগালিয়াইস, লেয়ান্দ্রো ত্রোসার, মার্টিন ওডেগোর, কাই হাভার্টজ ও বুকায়ো সাকা।

ম্যাচের বেশিরভাগ সময় বল পজেশনে রাখার পাশাপাশি আক্রমণেও একচেটিয়া আধিপত্য করেছে আর্সেনাল। প্রথমার্ধে গোলের জন্য ১০টি শটের ছয়টি লক্ষ্যে রেখে পাঁচটিতেই সফল হয় তারা। ওয়েস্ট হ্যাম লক্ষ্যে তিন শট নিয়ে দুটি পাঠায় জালে।

১৩ ম্যাচে সাত জয় ও চার ড্রয়ে ২৫ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আর্সেনাল। সমান ২৩ পয়েন্ট নিয়ে পরের দুটি স্থানে আছে ব্রাইটন ও ম্যানচেস্টার সিটি। সিটি অবশ্য একটি ম্যাচ কম খেলে।

রবিবারও কালিন্দী কুঞ্জে যমুনার জলে ভেসে বেড়ালো বিষাক্ত সাদা ফেনা

নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বর (হি.স.): দেশের জাতীয় রাজধানী দিল্লির কালিন্দী কুঞ্জের কাছে যমুনা নদীতে ভাসছে বিষাক্ত ফেনা। সাদা ফেনায় কার্যত ঢেকে গিয়েছে নদীবক্ষ। যেন মেঘ নেমে এসেছে যমুনার জলে। রবিবার সকালে সেখানে দেখা গেল এমনই দৃশ্য।

বিগত মাসব্যাপী যমুনার জল বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। রবিবার সকালেও হেরফের হলো না যমুনার ''বিষাক্ত'' জলের পরিস্থিতির। যা রীতিমতো উদ্বেগজনক বলে মনে করছেন বহু মানুষ। কবে এই পরিস্থিতির উন্নতি হবে, প্রশ্ন জাগতে শুরু করেছে মানুষের মনে।

Short Notice Inviting Quotation for supply of stationaries under BMMU Jolaibari, TRLM

Quotations are hereby invited from the interested bidder having all relevant documents for supplying of Office Stationary items under the Office of the Block Mission Manager, Jolaibari RD Block, South Tripura, as per the approved rate. The Tender Box will be kept open for dropping Quotation by the intending Bidders in the Chamber of the undersigned from 02/12/2024 to 09/12/2024 (between 10 AM to 3 PM in working days only) and the box will be opened on 09/12/24 at 4 PM. The general terms and conditions are available at the office of the undersigned and may be obtained on all working days from 11:00 AM to 4:00 PM till 8th December'2024. The Last date of submission is 9th December'2024 till 3:00 PM.

The details can be seen in the website www.trim.gov.in/ www.rural.tripura.gov.in/ www.tripura.gov.in

ICA/C/2678/24

Manas Bhattacharya
BMMU Jolaibari,
TRLM South Tripura.

এফিডেভিট

আমি, শ্রীমতি সুমিতা দাসগুপ্ত সেন, স্বামী প্রয়াত রঞ্জিত সেন, পিতা- প্রয়াত সুশীল কুমার দাশগুপ্ত, বাসস্থান- ভিতর বাজার, কমলপুর, পোষ্ট অফিস- কমলপুর, থানা- কমলপুর, ধলাই ত্রিপুরা জেলা, পিন- ৭৯৯২৮৫, বয়স- ৪৬ বছর, ধর্ম- হিন্দু এবং গৃহীনি ও একজন ভারতীয় নাগরিক।

আমার আধার কার্ড, প্যান কার্ড ইত্যাদিতে নাম- সুমিতা দাসগুপ্ত সেন লেখা রয়েছে। শুধুমাত্র এম২১৯৩২৭০ নম্বরের পাসপোর্টে ভুলবসত সুমিতা দাসগুপ্ত লেখা রয়েছে। আমি ৩০ নভেম্বর ২০২৪ ইং, আইএন-টিআর৩০৪৬১৭ ৯৬৫৪৫২৯০ডব্লিউ নোটারি এফিডেভিট মূলে ঘোষণা করছি, আমি সুমিতা দাসগুপ্ত থেকে সুমিতা দাসগুপ্ত সেন এ নাম পরিবর্তন করছি। এখন থেকে আমার সমস্ত নথিতে সুমিতা দাসগুপ্ত সেন ব্যবহৃত হবে।

সুমিতা দাসগুপ্ত সেন।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

কোন ডাবের ভিতর জল বেশি বুঝবেন কী করে?

বর্ষার মরসুমেও গরম ভাল মতোই টের পাওয়া যাচ্ছে। রাস্তায় বেরোলেই সূর্য্যের তাপে যেন প্রাণ যায় যায় অবস্থা। তেষ্টা মেটাতে অনেকেই নরম পানীয়তে চুমুক দিচ্ছেন। চিকিৎসকদের মতে, এই ধরনের পানীয় শরীরের পক্ষে একেবারেই স্বাস্থ্যকর নয়। তার চেয়ে ডাবের জলে চুমুক দেওয়া অনেক বেশি স্বাস্থ্যকর। তবে কোন ডাবে জলের পরিমাণ বেশি, তা বোঝা মুশকিল।

তবে বোঝার উপায় যে নেই, তা নয়। জলভর্তি ডাব চিনবেন কী ভাবে? ১) অনেকেই ভাবেন, ডাবের আকার অনুযায়ী বুঝি জলের পরিমাণ কম-বেশি হয়? সব সময় এমনটা ঠিক না-ও হতে পারে। তাই মাঝারি আকারের ডাব বেছে নেওয়াই ভাল। তা ছাড়া কেনার আগে ভাল করে ঝাঁকিয়ে দেখে নেওয়া উচিত ডাব। ঝাঁকানোর সময় যদি দেখেন বেশি ফেনার শব্দ শোনা যাচ্ছে তা হলে বুঝবেন সেই ডাবে খুব বেশি জল নেই। ২) ডাব গোলাকার হলে তাতে খুব বেশি জল পাওয়া যায় না। ডাবের আকার সিলিন্ডারের মতো লম্বাটে হলে তাতে জল বেশি থাকাক সম্ভবনা বেশি। ৩) ডাবের রং দেখেও অনেক সময় ধারণা করা যায়, ডাবে কতটা জল আছে। রং ধূসর হয়ে গেলে কিংবা ডাবের গায়ে বাদামি দাগ থাকলে সেই ডাব এড়িয়ে চলাই ভাল। বাদামি বা হলুদ ছোপ থাকলে সেই ডাবে কম থাকতে পারে জল। ৪) এমন ধারণা প্রচলিত রয়েছে, ডাব বড় মানেই, তাতে জল বেশি। এই ধারণা একেবারে ভ্রান্ত। বড় ডাবেই জল সবচেয়ে কম থাকে। কারণ ডাব যত বড় হয়, ভিতরে শাঁসের পরিমাণ তত বাড়তে থাকে।

চা বিস্কুট এক সঙ্গে খেলে শরীরের ক্ষতি হয়

এমনিতে বিস্কুট খেতে চান না। কিন্তু চায়ের সঙ্গে আবার বিস্কুট বা কুকিজ না হলে চলে না। অথচ বিস্কুট ময়দা দিয়ে তৈরি। তাই পুষ্টিবিদেরা অতিরিক্ত বিস্কুট খেতে বারণ করেন। সঙ্গে থাকে চা। বিশেষ করে যাঁদের অ্যাসিডিটির সমস্যা রয়েছে, তাঁদের জন্য এই জুটি একেবারেই ভাল নয়। চায়ের সঙ্গে বিস্কুট খেলে আর কী কী সমস্যা হতে পারে?

১) বিস্কুটেও চিনি থাকে। যা রক্তে শর্করার পরিমাণ হঠাৎ করে বাড়িয়ে তুলতে পারে। যাঁরা ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে চাইছেন, তাঁদেরও বিস্কুট খেতে বারণ করা হয়। শিশুদের অতিরিক্ত বিস্কুট খাওয়ার প্রবণতা টাইপ ২ ডায়াবিটিসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিও বাড়িয়ে তোলে।

২) ময়দা এবং চিনি রয়েছে বিস্কুটে। এই দু'টি উপাদানে যথেষ্ট পরিমাণ ক্যালোরি রয়েছে। তবে কোনও পুষ্টি নেই। তাই এগুলি "শূন্য" ক্যালোরি বলেই বিবেচিত হয়। তাই বিস্কুট বেশি খেলে ওজন বেড়ে যেতে পারে। ৩) প্রায় সব ধরনের বিস্কুট বা কুকিজে ট্রান্স ফ্যাট থাকে। যা রক্তে "খারাপ" কোলেস্টেরল বাড়িয়ে তোলে। দীর্ঘ দিন ধরে এমনটা চলতে থাকলে হার্টের গুরুতর সমস্যা দেখা দিতে পারে।

৪) ময়দায় ফাইবার প্রায় নেই বললেই চলে। বেশি বিস্কুট খেলে পেটের স্বাস্থ্য একেবারেই ভাল থাকবে না। খালি পেটে ময়দা দিয়ে তৈরি বিস্কুট এবং চা খেলে হজমের গোলমাল কেউ রুখতে পারবে না। সঙ্গে চা খেলে অ্যাসিড রিফ্লাক্সের সমস্যাও বৃদ্ধি পাবে।

৫) বেশি বিস্কুট খেলে দাঁতের সমস্যা বাড়বে। বিস্কুট চটচটে প্রকৃতির হয়। তাই বিস্কুট খেয়ে ভাল করে মুখ না ধুলে কিন্তু দাঁত ক্ষয়ে যেতে পারে।

সন্ধ্যায় নরম পানীয়ের সঙ্গে মুচমুচে ভুট্টার পকোড়া

সন্ধ্যাবেলা চায়ের সঙ্গে মুখোরোচক "টা" না হলে ঠিক জমে না! কিন্তু রোজ রোজ চায়ের সঙ্গে নিত্যনতুন স্ন্যাকসের রেসিপি খুঁজতে হিমশিম খান অনেকেই। আর বাড়িতে খুদে সদস্য থাকলে তো কথাই নেই, তার মন জুগিয়ে চলা আরও কঠিন। বাইরে থেকে কিনে আনা শিঙাড়া, আলুর চপ সে তো মুখেও তোলে না। তা ছাড়া বাড়িতে কোনও পার্টির আয়োজন করলেও রকমারি স্ন্যাকস বানাতেই হয়। মুশকিল আসান করতে এ বার হেঁশেলেই বানিয়ে ভুট্টার মুচমুচে পকোড়া। রইল সহজ রেসিপি। উপকরণ: ৩ কাপ ভুট্টার দানা, ১ কাপ পেঁয়াজ কুচি, আধ কাপ ক্যাপসিকাম কুচি, ২ টেবিল চামচ কাঁচালঙ্কা কুচি, ১ চা চামচ আদা বাটা, ১ চা চামচ লঙ্কাগুঁড়ো, ১ কাপ ধনেপাতা কুচি, আধ কাপ বেসন, আধ কাপ কর্ন ফ্লাওয়ার, স্বাদমতো নুন, পরিমাণ মতো তেল, ১ টেবিল চামচ মৌরি গুঁড়ো, ১ টেবিল চামচ ভাজা জিরে গুঁড়ো, ১ টেবিল চামচ চাট মশলা প্রণালী: প্রথমে সেদ্ধ করা ভুট্টার দানা হাত দিয়ে চটকে নিন। খেয়াল রাখবেন কয়েকটি দানা যেন গোটা গোটাও থাকে। একটি বড় বাটিতে বেসন, কর্নফ্লাওয়ার, নুন, ভাজা জিরে গুঁড়ো, মৌরি গুঁড়ো, আদা বাটা, লঙ্কাগুঁড়ো, ভুট্টার দানা, পেঁয়াজ, ক্যাপসিকাম, কাঁচালঙ্কা, ধনেপাতা কুচি মিশিয়ে আর পরিমাণ মতো জল মিশিয়ে একটি ঘন মিশ্রণ বানিয়ে নিন। এ বার কড়াইয়ে সাদা তেল গরম করুন। তার পর অল্প করে মিশ্রণ নিয়ে পকোড়ার আকারে গড়ে গরম তেলে ছাড়ুন। ডুবো তেলে লালচে করে ভেজে তুলুন। শুকনো কাগজ বা কিচেন ন্যাপকিনে পকোড়া মুড়িয়ে রাখুন বেশ কিছু ক্ষণ। এতে পকোড়ার অতিরিক্ত তেল কাগজ শুষে নেবে। এ বার উপর থেকে চাট মশলা ছড়িয়ে চাটনি বা সসকিংবা ধনেপাতার চাটনির সঙ্গে গরম গরম পরিবেশন করুন ভুট্টার পকোড়া।

উজ্জ্বল না হালকা, কোন রঙে ঘর সাজাবেন?

সারা দিন কাজ সেরে ঘরে ফিরে বিছানায় শরীরটা এলিয়ে দিলে যেন পরম শান্তি মেলে। বাড়ির মাধুর্যই এখানেই। তবে সেই বাড়ির রংও কিন্তু কথা বলে। রুচি থেকে সৌন্দর্যবোধ ঘরের দেওয়ালের রং নিঃশব্দে বাড়ির মানুষগুলির পছন্দকে তুলে ধরে। তাই ঘরের দেওয়ালের রং বাছাইয়ের ক্ষেত্রে একটু সচেতন থাকা জরুরি।

কিন্তু, কোন রং বেছে নেবেন? দেওয়াল থেকে সিলিং, পর্দা, আসবাবের রং নিয়ে পরামর্শ দিলেন অন্দরসজ্জা শিল্পী সুদীপ ভট্টাচার্য্য। তিনি বলছেন, "আধুনিক গৃহসজ্জায় শুধু দেওয়ালের রং নয়, সিলিং, আলো, পর্দা, আসবাব সবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।" রং নির্বাচন- ঘরকে

আলোকোজ্জ্বল করে তুলতে হলে আসবাবের রং থেকে দেওয়ালের রং বাছাই গুরুত্বপূর্ণ। হালকা রঙের ব্যবহারে ঘরের অনেক বেশি আলোকোজ্জ্বল মনে হয়। সরাসরি সাদার বদলে একটু হলুদের ছোঁয়া থাকলে ভাল। আইভরি বা এ রকম ধরনের রং ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে ছাদ অথবা বিম, সব সময় সাদা রাখা হয়। কৃত্রিম ছাদ তৈরি করা হলেও তার রং-ও সাদাই হয়।

গাঢ় রং- ঘরে গাঢ় রং করলে, আলো একটু কম বলে মনে হয়, বলছেন সুদীপ। তাঁর পরামর্শ, হলুদ, সবুজ বা নীল এই ধরনের রং ব্যবহার করতে গেলে দেখে নেওয়া দরকার, সেই ঘর বা স্থানে প্রাকৃতিক আলোর উপস্থিতি কতটা। না হলে, কৃত্রিম ভাবে বাড়তি আলোর ব্যবস্থা করতে হবে। তবে বারান্দা বা উন্মুক্ত জায়গাগুলিতে গাঢ় রং ব্যবহার করাই ভাল। কারণ, এই স্থানগুলিতে ধুলো-ময়লা বেশি হয়। এই সমস্ত জায়গায় সবুজ, নীল অথবা ধূসর রং ব্যবহার করলে দেখতে ভাল লাগবে। রান্নাঘর- রান্নাঘরে যাতে বেশি আলো থাকে, সে জন্য হালকা রং ব্যবহারের পক্ষপাতী সুদীপ। তবে রান্নাঘরে তেল-কালি হয় বলে প্লাস্টিক রং ব্যবহার করতে হবে। এতে চট করে দেওয়াল পরিষ্কার করে নেওয়া যায়। হাইলাইটার-প্লাইউড থেকে কাঠের ব্লক দিয়ে দেওয়াল সজ্জার চল বেড়েছে।

দেওয়ালসজ্জায় এখন অনেকটাই কারুপ্রবণ। সুদীপ জানালেন, টাইল, কাঠের ব্লক, প্লাইউডের কারুকাজ দিয়েই দেওয়ালকে নজরকাড়া করে তোলা হচ্ছে। চাইলে কেউ দেওয়ালে রং দিয়ে শৈল্পিক নকশা ফুটিয়ে তুলতে পারেন। তবে ইদানীং সে রেওয়াজ কিছুটা পুরনো হয়ে গিয়েছে।

আসবাব- দেওয়ালের রঙের সঙ্গে আসবাবের রং বাছাইও খুব জরুরি। অন্দরসজ্জা শিল্পী জানাচ্ছেন, ইদানীং গৃহসজ্জায় গাঢ় রঙের আসবাবের ব্যবহার কমেছে। দেওয়ালের রং গাঢ় হলে অবশ্যই হালকা রঙের আসবাব বেছে নিতে হবে। তবে হালকা রঙের দেওয়ালে, প্রয়োজনে আসবাবে গাঢ় রঙের ছোঁয়া রাখা যায়।

আলোকসজ্জা- ঘরের সৌন্দর্যের অনেকটাই নির্ভর করে উপযুক্ত আলোকসজ্জার উপর। কৃত্রিম ছাদের আড়ালে বিভিন্ন কৌণিক অবস্থানে আলো লাগানো হয়। তবে ঘরকে আলোকোজ্জ্বল করতে সাদা ও হলুদের মিশ্রণে আলোর ব্যবহার বেশ জনপ্রিয়।

পর্দা- ঘরের রং গাঢ় হলে দ্বিস্তরীয় পর্দার রং অবশ্যই হালকা হওয়া বাঞ্ছনীয়। আবার যে জানালা দিয়ে প্রচুর আলো আসে, সেখানে গাঢ় রং ব্যবহার করা যেতে পারে। ত্রিস্তরীয় পর্দা ব্যবহার করলে, সেখানে গাঢ় ও হালকা, দুই রঙের ছোঁয়া থাকতে পারে।

হাইলাইটারের ছোঁয়ায় জ্বলজ্বল করে মুখ

রূপটানের শেষে গালে হাইলাইটারের নিখুঁত টান, সৌন্দর্য বাড়িয়ে দেয়। মুখে বাড়তি জেল্লা আনে। শুধু গাল নয়, নাকের উপরে, থুতনিতে হাইলাইটারের সামান্য ছোঁয়ায় মুখ ভরে ওঠে দীপ্তিতে। হাইলাইটার ছাড়া সাজই যেন সম্পূর্ণ হয় না।

রূপটান নিয়ে যাঁরা চর্চা করেন, তাঁরা বলছেন ত্বকের ধরন অনুযায়ী হাইলাইটার বাছতে হবে।

বিশেষত শুষ্ক ত্বকে লিকুইড বা তরল হাইটার ভাল ভাবে মিশে যায়। যদি কেউ চান পুরো মুখেই চকচকে ভাব থাকুক, তা হলে ফাউন্ডেশন হাতে নিয়ে তার মধ্যে কয়েক ফোঁটা তরল হাইলাইটার ভাল করে মিশিয়ে মুখে মাখতে পারেন। ময়শ্চারাইজারের সঙ্গে মিশিয়েও মাখা যায়।

এখন কথা হল, হাইলাইটার কেমন কিনবেন, কোথা থেকে কিনবেন এই নিয়ে দ্বিধা থাকে। বাজারচলতি প্রসাধনী কতটা খাঁটি হবে তা নিয়েও চিন্তা থাকে। কাজেই বাড়িতেই বানিয়ে নিতে পারেন নিজস্ব হাইলাইটার। শিখে নিন পদ্ধতি। বাড়িতে হাইলাইটার কী ভাবে বানাবেন? কী কী লাগবে?

দুই চা চামচ গ্রেপসিড অয়েল, দু'চামচ প্রাকৃতিক মোম (দোকানে বা অনলাইনে পাওয়া যায়), এক চামচ সাদা মাইকা পাউডার।

পদ্ধতি কী?

১) প্রথমে একটি বড় পাত্রে জল নিয়ে মাঝারি আঁচে বসিয়ে গরম করুন।

২) এ বার একটি কাচের বাটিতে বাকি সব উপকরণ নিয়ে জলের উপর বসিয়ে দিন। কিছু ক্ষণের মধ্যেই সমস্ত উপাদান গলে যাবে। ৩) সব কিছু গলে গেলে মিশ্রণটি একটি মেকআপের টিন প্যানে ঢেলে নিন। ৪) এ বার মিশ্রণটি ক্রমাগত নাড়তেহবে যাতে মাইকা নীচে জমে না যায়। ধীরে ধীরে মিশ্রণটি জমতে শুরু করবে। ৫) একটি পাতলা সেলোফেন কাগজ দিয়ে মিশ্রণটি চেপে রাখুন।

৬) ঘণ্টাখানেক মতো জমতে দিন। তার পরে ব্যবহার করুন।

বাবা-মায়েরা কী ভাবে সাবধানে রাখবেন শিশুর হাঁপানি থেকে

মরসুম বদল মানেই সর্দি-কাশি, জ্বর। সারা ক্ষণ নাক বন্ধ। ইদানীং অনেকেরই অভ্যাস, সর্দি হল কি হল না, গাদাখানেক অ্যান্টিবায়োটিক খেয়ে নেওয়া। নাক বন্ধ মানেই গুচ্ছ গুচ্ছ নাকের ড্রপ। এর ফলও হয় মারাত্মক। আর যাদের হাঁপানি আছে তাদের অবস্থা আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট, কাশি, শ্বাস নিতে গেলেই বুকে যন্ত্রণা, রাত্তিরে এই সমস্যা উত্তরোত্তর বেড়ে যাওয়া এই হল হাঁপানির মূল উপসর্গ।

হাঁপানির টান উঠলে স্বভাবতই কষ্ট বাড়ে। ওই সময়ে বাবা-মায়েরা কী ভাবে পরিস্থিতি সামলাবেন, তা জেনে রাখা ভাল। ফুসফুসে বাতাস বহনকারী সরু সরু অজস্র নালি রয়েছে। অ্যালার্জি ও অন্যান্য কারণে সূক্ষ শ্বাসনালিগুলির মাংসপেশি সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। ঠিকমতো অক্সিজেন চলাচল করতে পারে না। ফলে শরীরও প্রয়োজনীয় অক্সিজেন পায় না। আর এর ফলে নিঃশ্বাসের কষ্ট-সহ নানা শারীরিক সমস্যা শুরু হয়। মিউকাস বা কফ জমে সমস্যা উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে। এই বিষয়ে মেডিসিনের চিকিৎসক অরুণাংশু তালুকদার বলছেন, "রোগী অনুযায়ী অসুখের লক্ষণ ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। তবে বারে বারে সর্দি-কাশি এই অসুখের এক অন্যতম উপসর্গ। কাশতে কাশতে চোখ-মুখ লাল হয়ে যায়। বুকে চাপ ধরা ব্যথা ও কষ্ট হয়। রাত্তিরে কাশি ও শ্বাসকষ্ট বাড়ে। খাবার গিলতেও সমস্যা হয়।" বাবা-মায়েরা খেয়াল রাখবেন, শিশুর হাঁপানি থাকলে বাড়িতে ধূমপান করা যাবে না। শিশু যে ঘরে আছে, সেখানে ধূপ বা ধুনো জ্বালাবেন না। মশার ধূপ তো একেবারেই নয়।

চিকিৎসকের কথায়, দূষিত পরিবেশ হাঁপানির কষ্ট বাড়িয়ে দেয়। ঘরের ভিতরের বাতাস যাতে বিশুদ্ধ থাকে, তা দেখতে হবে। দরকারে "এয়ার পিউরিফায়ার" লাগাতে হবে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্রের ফিল্টার পরিষ্কার আছে কি না, দেখে নিতে হবে। অপরিষ্কার ফিল্টার থেকে ধুলো, নোংরা বেরিয়ে ঘরের বাতাস আরও বিষিয়ে দেয়। হাঁপানি লে ইনহেলার দিয়ে চিকিৎসা করা হয়। হাতের কাছে সব সময়ে ইনহেলার রাখতে হবে। বিশেষ করে রাতের দিকে হাঁপানির টান উঠলে যাতে ইনহেলার কাছেই থাকে, তা দেখে নিতে হবে। তবে কী ধরনের ইনহেলার শিশুর জন্য উপযোগী, তা চিকিৎসকের থেকে জেনে নিতে হবে। স্থূলতাও আরও একটা বড় সমস্যা। যে শিশুদের ওজন বেশি এবং তার সঙ্গে রক্তে ভিটামিন ডি-এর মাত্রা কম, তাদেরই শ্বাসজনিত রোগ বেশি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ভিটামিন ডি-র ৮০ শতাংশ আসে সূর্য্যের আলো থেকে। বাকি ২০ শতাংশ বিভিন্ন খাবার থেকে পাওয়া যায়। শিশু যাতে রোদ পায়, তা দেখতে পায়। সেই সঙ্গে খাওয়াদাওয়ার দিকেও নজর দিতে হবে। বিভিন্ন রকম মাছ, দানাশস্য যেমন ওট, ডালিয়া থেকে ভিটামিন ডি পাওয়া যাবে। শুকনো ফলও ভিটামিন ডি-র উৎস। এ ক্ষেত্রে কাঠবাদাম, খেজুর, আখরোট খুবই উপকারী। পালং শাকে ভরপুর মাত্রায় ভিটামিন ডি ও ক্যালশিয়াম থাকে। তবে শিশুর ডায়েট ঠিক করার আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। শিশুকে অতি অবশ্যই নিউমোনিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা ও চিকেন পক্সের টিকা দিয়ে রাখতেহবে। হাঁপানির সঙ্গে সঙ্গে নিউমোনিয়া বা চিকেন পক্স হলে অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ার ঝুঁকি থাকে। টিকা নেওয়া থাকলে সেই ভয় থাকে না।

ডিম দিয়েই বানিয়ে ফেলতে পারেন সুস্বাদু স্ন্যাকস

চপ, কাটলেট, পকোড়া, কবিরাজি বর্ষার সন্ধ্যায় এমন সব মুখরোচক খাবারের জন্য উতলা হয়ে ওঠে মন। অনেকেই অফিস ফেরত পছন্দের দোকান থেকে কিনে আনেন। আবার অর্ডার করে দিলে কয়েক মিনিটে খাবার সামনে এসে হাজির। কিন্তু হঠাৎ অতিথি চলে এলে পড়তে হয় বেকায়দায়। অতিথিকে রেস্তরাঁর খাবার খাওয়াতে পছন্দ করেন না অনেকেই। সে ক্ষেত্রে বাড়িতেই চটজলদি কিছু বানিয়ে নিতে পারেন। ফ্রিজে মাছ, মাংস না থাকলেও চলবে। ডিম দিয়েই বানিয়ে নিতে পারেন ডিমের ফিঙ্গার।

উপকরণ:

৫টি ডিম
আধ কাপ পেঁয়াজ কুচি
১ কাপ বিস্কুটের গুঁড়ো: ১ কাপ
২ চা চামচ গোলমরিচ গুঁড়ো
২ টেবিল চামচ ময়দা
২ টেবিল চামচ কর্নফ্লাওয়ার
১ চামচ চিলি ফ্লেক্স
স্বাদমতো নুন

পরিমাণ মতো সাদা তেল প্রণালী: প্রথমে একটি বাটিতে ডিম ফাটিয়ে তার মধ্যে পেঁয়াজ কুচি, নুন এবং গোলমরিচ গুঁড়ো দিয়ে ভাল করে ফেটিয়ে নিন। তার পর একটি গোল টিফিন কৌটোতে ভাল করে তেল মাখিয়ে তাতে ডিমের এই মিশ্রণটি ঢেলে দিন। এ বার কড়াইয়ে জল দিয়ে তার মধ্যে বাক্সটি বসিয়ে ঢাকা দিয়ে আঁচ কমিয়ে রেখে দিন। ২৫ মিনিট পর গ্যাস বন্ধ করে দিন। ঠান্ডা হয়ে গেলে বাক্সের ঢাকনা খুলে দেখে নিন জমাট বেঁধেছে কি না। যদি জমাট বাঁধে তা হলে লম্বা করে কেটে নিন। এ বার অন্য একটি পাত্রে বিস্কুটের গুঁড়ো, নুন, গোলমরিচ মিশিয়ে নিন। আরও একটি পাত্রে দু'টি ডিম ফেটিয়ে রাখুন। এ বার ফিঙ্গারগুলি প্রথমে ডিমের গোলায় ডুবিয়ে তার পর পাউরুটির গুঁড়ো মাখিয়ে ডোবা তেলে ভেজে নিন। কাসুন্দি ও স্যালাডের সঙ্গে পরিবেশন করলে দারুণ লাগবে খেতে।

তুলসীর তেলে জেল্লা দেবে চুল

ঘর এবং বাইরে একই সঙ্গে দু'দিক সামলাতে গিয়ে ত্বকের হাল ক্রমশ খারাপ হতে থাকে। শুধু ত্বক নয়, চুলেরও বেহাল দশা। পুজো আসছে। তাই এখন থেকেই চুলের যত্ন নিতে শুরু করেছেন। রাতে ঘুমোনোর আগে তেলও মাখছেন। কিন্তু তাতেও লাভ হচ্ছে না। মুঠো মুঠো চুল পড়ছে। আসলে তেল বাছাই করতে হয় মাথার ত্বকের ধরন অনুযায়ী। বাজারচলতি কিছু তেল বা প্রসাধনীতে এমন রাসায়নিক থাকে যা চুলের স্বাস্থ্যের জন্য ভাল নয়। তাই এমন তেল বেছে নিতে হবে, যা চুলের গোড়া মজবুত করবে, ভিতর থেকে পুষ্টি জোগাবে। তা হলেই চুল লম্বায় বাড়বে, অকালে চুল পড়াও বন্ধ হবে। আয়ুর্বেদে বিভিন্ন ভেষজ তেলের কথা বলা হয়েছে যেমন, জবাফুলেরর তেল, তুলসী, নিম, জলপাই, কাঠবাদামের তেল, আরও কত কী! এদের মধ্যে তুলসীর তেল রুক্ষ ও শুষ্ক চুলের জন্য খুবই উপকারী। তুলসী পাতায় রয়েছে অ্যান্টি-ব্যাক্টেরিয়াল, অ্যান্টি-ভাইরাল উপাদান। মাথার ত্বকে ব্রণ, ফুস্কুড়ি বা র‍্যাশ হলে তা থেকে রেহাই দিতে পারে তুলসীর তেল। বাড়িতে তুলসীর তেল কী ভাবে বানাবেন? টাটকা তুলসী পাতা নিয়ে সেগুলিকে শুকিয়ে নিন। ভাল করে শুকোতে হবে, যাতে ভিজে ভাব না থাকে। এ বার একটি কাচের জারে তুলসী পাতাগুলি নিয়ে সেগুলি গুঁড়ো করে পিষে নিন। জারটির মধ্যে নারকেল তেল বা জলপাইয়ের তেল ভর্তি করুন। তুলসী পাতাগুলি তাতে ভাসবে। এ বার কাচের জারটি রোদে রেখে দিতে হবে ২ থেকে ৩ সপ্তাহ। তুলসী পাতাগুলি পুরোপুরি তেলে মিশে যাবে। এই তেল রোজ নিয়ম করে চুলে ও মাথার ত্বকে মালিশ করতে হবে।

রবিবার বিশ্ব এইডস দিবস উপলক্ষ্যে জনসাধারণের মধ্যে এইডস নিয়ে সচেতনতা মূলক এক কর্মশালার আয়োজন করে কলেজ পড়ুয়ারা।

ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর অভিযোগ ও আশঙ্কা : রাজনৈতিক প্রতিহিংসা নিয়ে সরব

বহরমপুর, ১ ডিসেম্বর(হি.স.): ভরতপুরের বিদ্রোহী বিধায়ক হুমায়ুন কবীর বহরমপুরে এক সাংবাদিক বৈঠকে নিজের প্রাণনাশের আশঙ্কা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, রাজনৈতিকভাবে পরাস্ত করতে না পেরে তার বিরুদ্ধে পিছনের দরজা দিয়ে ষড়যন্ত্র হতে পারে। তিনি সতর্কতার সঙ্গে চলার কথা উল্লেখ করে বলেন, উপরওয়ালার সহায়তায় তিনি বিশ্বাস রাখেন, সহজে কেউ তাকে আঘাত করতে পারবে না।

তিনি বহরমপুরের সত্যেন চৌধুরী ও প্রদীপ দত্তের হত্যার উদাহরণ টেনে বলেন, এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তবু তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে জানান, সহজে কেউ তাকে প্রদীপ দত্ত বানাতে পারবে না। বরং কেউ এই পথে আসতে চাইলে তাদেরকেই শিক্ষা দেওয়া হবে।

বেলডাঙা ঘটনার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে ইন্টারনেট বন্ধ থাকার কারণে সাধারণ মানুষের যে ক্ষতি হয়েছে, তা দুঃখজনক। ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা এড়াতে প্রশাসনকে আরও সজাগ থাকার আহ্বান জানান তিনি।

শোকজ নোটিশ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমার বলার অধিকার আছে। আমি যা বলেছি, তার যথাযথ উত্তর দিয়েছি।' তিনি দাবি করেন, মানুষের স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকার রক্ষা করা প্রশাসনের দায়িত্ব।

ওয়াকফ বিল প্রসঙ্গে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের কৌশল নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তিনি বলেন, 'মোদী সরকার ২০২৫ সালের মার্চ পর্যন্ত বিলটিকে টেনে নিয়ে যেতে চাইছে।

এই বিল আনা হলে পশ্চিমবঙ্গসহ সারা দেশের মুসলিম সম্প্রদায় নিজেদের সম্পত্তি রক্ষায় রাস্তায় নামবে।' তিনি জানান, এই বিষয়ে এদিন একটি বৈঠক রয়েছে, যেখানে ববি হাকিম এবং কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় দলীয় অবস্থান স্পষ্ট করবেন।

বাংলাদেশ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'মাজার এবং মন্দির ভাঙার বিষয়টি তাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার।' তবে ইউনূস সরকারের প্রশাসনিক অভিজ্ঞতার অভাবের জন্য সৃষ্ট বিশৃঙ্খলা নিয়ে মন্তব্য করেন তিনি। তিনি মনে করেন, বাংলাদেশের নাগরিকদের এ বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া উচিত। বিধায়কের এই মন্তব্যগুলি নিয়ে বহরমপুরের রাজনৈতিক মহলে আলোড়ন তৈরি হয়েছে।

ঢাকায় হামলার শিকার বেলঘরিয়ার যুবক, হিন্দু পরিচয়ের কারণেই আক্রমণ

বেলঘরিয়া, ১ ডিসেম্বর (হি.স.) : বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে দুষ্কৃতীদের হামলার শিকার হলেন বেলঘরিয়ার সোনার বাংলা এলাকার ২২ বছর বয়সী যুবক সায়ন ঘোষ। তার অভিযোগ, কেবলমাত্র হিন্দু এবং ভারতীয় পরিচয়ের কারণে তার উপর অস্ত্র নিয়ে হামলা চালায় একদল দুষ্কৃতী। এই হামলায় সায়ন গুরুতরভাবে আহত হন। চোখ, মাথা এবং দাঁতে আঘাত নিয়ে তার শারীরিক অবস্থা সংকটজনক হয়ে ওঠে।

গত ২৩ নভেম্বর সায়ন গেদে-দর্শনা সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেন। ২৬ নভেম্বর রাতে দেশে ফেরার পরিকল্পনা ছিল। তবে ঢাকায় বন্ধুর অনুরোধে সেদিন রাত ৮:৩০-এ বন্ধুর সঙ্গে বাইরে বের হলে তারা দুষ্কৃতীদের হামলার শিকার হন। সায়নকে বাঁচাতে গিয়ে তার বন্ধুও আঘাতপ্রাপ্ত হন।

হামলার পর সায়ন স্থানীয় প্রশাসন এবং হাসপাতালে সাহায্য চাইতে গেলেও কোনো সাড়া পাননি। উল্টে তার ভারতীয় পরিচয় এবং বাংলাদেশ সফর নিয়ে নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। আহত অবস্থায় চার ঘণ্টা ঢাকার রাস্তায় ঘুরতে হয় তাকে। পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজে গিয়ে সামান্য চিকিৎসা গ্রহণ করেন।

শনিবার রাতে গেদে-দর্শনা সীমান্ত দিয়ে দেশে ফেরেন সায়ন। এখনও তার চোখে-মুখে আতঙ্কের ছাপ স্পষ্ট। রবিবার বাড়িতে ফিরে তিনি সাংবাদিকদের কাছে তার ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন।এই ঘটনার পর বাংলাদেশে একজন পর্যটকের নিরাপত্তা এবং স্থানীয় প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সায়নের বক্তব্য অনুযায়ী, প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা এবং চিকিৎসার অভাব তার দুর্ভোগ বাড়িয়েছে।

এই ঘটনায় দুই দেশের মধ্যে সাম্প্রতিক সম্পর্ক ও নিরাপত্তার বিষয়টি নতুন করে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে এসেছে। ভারতীয় নাগরিকদের জন্য এই ঘটনা সতর্কতার বার্তা বহন করে।

হরিশ্চন্দ্রপুরে আবাস যোজনার তালিকায় দুর্নীতির অভিযোগ, কাটমানি না দেওয়ায় বাদ নাম

মালদা, ১ ডিসেম্বর(হি. স.): মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লকের মালিওর ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের সোনাকুল গ্রামে আবাস যোজনার তালিকায় দুর্নীতি এবং স্বজনপোষণের অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, তালিকায় পাকা বাড়ির মালিকদের নাম থাকলেও ভগ্নপ্রায় কাঁচা বাড়ির মালিকদের নাম কাটমানি না দেওয়ার কারণে বাদ দেওয়া হয়েছে।

সোনাকুল গ্রামের বাসিন্দা জ্যোৎস্নারা খাতুনের অভিযোগ, তার মাটির দেওয়ালের বাড়ি এবং টালির ছাদের দারিদ্র্যপীড়িত ঘর থাকা সত্ত্বেও আবাস যোজনার প্রাথমিক তালিকায় নাম থাকার পরও তা কেটে ফেলা হয়েছে। কারণ, তিনি স্থানীয় তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যার দাবিকৃত ১০ হাজার টাকা কাটমানি দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। অপরদিকে, পাকা বাড়ির মালিক এবং স্থানীয় রেশন ডিলার রফিকুল ইসলামসহ তৃণমূল নেত্রীর আত্মীয়দের নাম তালিকায় রয়েছে। রেশন ডিলার রফিকুল ইসলামের বিশাল অট্টালিকা থাকা সত্ত্বেও তার নাম তালিকায় থাকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। যদিও তিনি দাবি করেছেন, ২০১৮ সালের তালিকায় তার নাম থাকলেও তখন তিনি রেশন ডিলার ছিলেন না। এখন নাম কীভাবে রয়েছে, তা তার অজানা। এদিকে, স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বাবলি খাতুনের স্বামী ফিরোজ হোসেন স্বীকার করেছেন যে অনেক অযোগ্য ব্যক্তির নাম তালিকায় ছিল। তবে তিনি দাবি করেন, নাম বাদ দেওয়ার কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। ব্লক প্রশাসনের তরফে বিডিও তাপস কুমার পাল জানিয়েছেন, প্রাথমিক তালিকা যাচাইয়ের সময় মিসগাইড করার ঘটনা ঘটতে পারে। অভিযোগের ভিত্তিতে সুপার চেকিংয়ের মাধ্যমে চূড়ান্ত তালিকা তৈরি হবে, এবং দুর্নীতিগ্রস্তদের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হবে। বিজেপির তরফে তৃণমূলের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানানো হয়েছে। তাদের অভিযোগ, আবাস যোজনার নামের তালিকায় এই ধরনের দুর্নীতি তৃণমূলের চিরাচরিত অভ্যাস। তবে এই ঘটনায় দুই পক্ষের রাজনৈতিক তরজা ক্রমশ বাড়ছে, যা আগামী দিনেও উত্তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে।

৬২-তম রাজ্য দিবস উপলক্ষ্যে নাগাল্যান্ডবাসীকে শুভেচ্ছা রাষ্ট্রপতি মুর্মু, প্রধানমন্ত্রী মোদী ও অমিত শাহের

নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বর (হি.স.) : ৬২-তম রাজ্য দিবস উপলক্ষ্যে নাগাল্যান্ডবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বিভিন্ন উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে নাগাল্যান্ডের অগ্রগতির প্রশংসা করে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। আজ ১ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতি মুর্মু তাঁর মাইক্রোব্লগিং সাইট এক্স-এ রাজ্যের অগ্রগতিকে "প্রশংসনীয়" বলে বর্ণনা করেছেন। রাষ্ট্রপতি লিখেছেন, 'রাজ্য প্রতিষ্ঠা দিবসে নাগাল্যান্ডের জনগণকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ নাগাল্যান্ড বীরত্বের দেশও। বিভিন্ন উন্নয়নের প্যারামিটারে নাগাল্যান্ডের অগ্রগতি প্রশংসনীয়। শান্তিপূর্ণ, সমৃদ্ধ এবং প্রগতিশীল ভবিষ্যতের জন্য এই সুন্দর রাজ্যের জনগণকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা।'

এছাড়া নিজের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে একটি পোস্টে প্রধানমন্ত্রী মোদী নাগাল্যান্ডের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি তুলে ধরে বলেন, 'নাগাল্যান্ডের জনগণকে তাঁদের রাজ্য দিবসে শুভেচ্ছা। নাগাল্যান্ড তার সমৃদ্ধ সংস্কৃতি এবং অভূতপূর্ব প্রকৃতির জন্য ব্যাপক প্রশংসিত। নাগা সংস্কৃতি তার কর্তব্য এবং সহানুভূতির চেতনার জন্য পরিচিত। আগামীদিনে নাগাল্যান্ডের ক্রমাগত উন্নতির জন্য প্রার্থনা করছি।'

এদিকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ নাগাল্যান্ড দিবসে শুভেচ্ছা জানিয়ে তাঁর এক্স হ্যান্ডলে বলেছেন, নাগাল্যান্ড একটি গৌরবময় সংস্কৃতি এবং আশীর্বাদপুষ্ট ঐতিহ্যে পরিপূর্ণ। তিনি লিখেছেন, 'নাগাল্যান্ড দিবসে আমাদের নাগা বোন ও ভাইদের উষ্ণ শুভেচ্ছা। একটি গৌরবময় সংস্কৃতি ও আশীর্বাদপুষ্ট ঐতিহ্যে পরিপূর্ণ রাজ্য নাগাল্যান্ড। নাগাল্যান্ড হলো ভারতের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক টেপেস্ট্রিতে আমাদের বৈচিত্র্যের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মুখ্যমন্ত্রী নেইফিউ রিও জি-এর নেতৃত্বে রাজ্য উন্নয়নের শিখরে যাক, ঈশ্বরের কাছে আমি প্রার্থনা করি।'

উল্লেখ্য, ১৯৬৩ সালের ১ ডিসেম্বর অসম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পৃথক পূর্ণরাজ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল খ্রিষ্টান অধ্যুষিত নাগাল্যান্ড।

বারাসাতে রাস্তা দখল নিয়ে এলাকাবাসীর বিক্ষোভ, ভাঙা হলো ক্লাবের গেট

বারাসাত, ১ ডিসেম্বর(হি.স.): রবিবার সকালে বারাসাতের কলোনি মোড় সুভাষ ময়দান সংলগ্ন একটি রাস্তা দখলকে কেন্দ্র করে তীব্র বিক্ষোভ দেখালেন এলাকার স্থানীয় বাসিন্দারা। তাদের অভিযোগ, সুভাষ ক্লাবের কর্তৃপক্ষ জোরপূর্বকভাবে খেলার মাঠের পাশের যাতায়াতের রাস্তা বন্ধ করে রেখেছে, যা সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন চলাচলে মারাত্মক সমস্যার সৃষ্টি করেছে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, সুভাষ ময়দানের দুই প্রান্তে লোহার গেট লাগিয়ে ক্লাব কর্তৃপক্ষ দীর্ঘদিন ধরে পথটি আটকে রেখেছে। বহুবার প্রশাসন এবং ক্লাব কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ জানানো হলেও এই সমস্যার কোনো সমাধান হয়নি। বাধ্য হয়ে এলাকাবাসীকে জাতীয় সড়ক ১২-এর পাশ দিয়ে ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে।

রবিবার সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা ক্লাবের গেটের সামনে একত্রিত হয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। বিক্ষোভের সময় ক্লাব কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোনো সদুত্তর না পাওয়ায় ক্ষুব্ধ জনতা ক্লাবের দুই পাশের গেট ভেঙে ফেলে। তবে এতকিছুর পরও ক্লাব কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে কোনো প্রতিক্রিয়া জানায়নি।

বিক্ষোভকারীদের মধ্যে স্বপন মজুমদার বলেন, 'এই রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে আমাদের যাতায়াতের পথ ছিল। ক্লাব কর্তৃপক্ষ জোর করে গেট লাগিয়ে তা দখল করে রেখেছে। আমরা বহুবার প্রশাসনের কাছে গিয়েছি, কিন্তু কোনো সমাধান পাইনি।' জয়ন্ত চক্রবর্তী এবং শম্পা বৈদ্য একই অভিযোগ করে বলেন, 'ক্লাব কর্তৃপক্ষের এমন আচরণ সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ বাড়িয়েছে।'

স্থানীয় বাসিন্দারা দাবি করেছেন, যতক্ষণ না এই রাস্তাটি সাধারণ মানুষের জন্য পুনরায় খুলে দেওয়া হচ্ছে, ততক্ষণ তাদের আন্দোলন চলবে। প্রশাসন এবং ক্লাব কর্তৃপক্ষের তরফে এখনও কোনো সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

রবিবার কানপুর সফর উপরাষ্ট্রপতির

নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বর (হি.স.): রবিবার কানপুরে একদিনের সফরে যাচ্ছেন ভারতের উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়। জানা গেছে, উপরাষ্ট্রপতি এই সফরকালে কানপুরের শেঠ আনন্দরাম জয়পুরিয়া স্কুলের সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। এছাড়াও উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় আইআইটি কানপুর পরিদর্শন করবেন বলে জানা গেছে। সেখানে ছাত্র ও শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে তাঁর ভাষণ দেওয়ার কথা বলেও জানা যাচ্ছে।

কোকরাঝাড়ের ডিয়াঝিজরি এলাকায় জলাশয়ে গাড়ি, নিহত এসবিআই-কর্মচারী

কোকরাঝাড় (অসম), ১ ডিসেম্বর (হি.স.) : কোকরাঝাড় জেলার অন্তর্গত বালাজান পুলিশ ফাঁড়ির অধীন ডিয়াঝিজরি (রায়াপাড়া) এলাকায় রাস্তা থেকে একটি গাড়ি জলাশয়ে গিয়ে পড়লে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে জনৈক ব্যক্তির। নিহতকে এসবিআই-কর্মচারী রিজেন্ট বসুমতারি বলে শনাক্ত করা হয়েছে।

ডিয়াঝিজরি রায়াপাড়ার স্থানীয় মানুষের কাছে জানা গেছে, দুর্ঘটনাটি গতকাল শনিবার রাত ১২টার পর সংঘটিত হতে পারে। কারণ ১২টা নাগাদ ওই রাস্তা দিয়ে কয়েকজন যাতায়াত করেছেন। সে সময় ওই জলাশয়ে কোনও গাড়ি দেখা যায়নি। আজ ভোরের দিকে স্থানীয় কয়েকজন দেখেন, এএস ১৬ জে ৬০০৮ নম্বরের একটি সাদা রঙের দামি মারুতি কার উল্টে মুখ থুবড়ে জলাশয়ে পড়ে রয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা খবর দেন বালাজান পুলিশ ফাঁড়িতে।

খবর পেয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে ফাঁড়ি থেকে কয়েকজন পুলিশ কর্মীকে সঙ্গে নিয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন ইনচার্জ। পুলিশ ডেকে পাঠায় এক্সক্যাভ্যাটর। এক্সক্যাভ্যাটরের সাহায্যে গাড়িকে পাড়ে তুলে তার ভিতর থেকে এসবিআই-কর্মচারী রিজেন্ট বসুমতারির নিথর প্রাণহীন দেহ বের করা হয়। পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ জানান, সারা রাত জলাশয়ে গাড়ির ভিতরে থেকে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা গেছেন রিজেন্ট।

নলহাটিতে রেল বঞ্চনার প্রতিবাদে নাগরিক মঞ্চের রেল অবরোধ

নলহাটি, ১ ডিসেম্বর(হি.স.): বীরভূমের নলহাটিতে একের পর এক রেল পরিষেবার বঞ্চনার প্রতিবাদে রবিবার সকাল সাতটা থেকে রেল অবরোধ কর্মসূচি গ্রহণ করলো নলহাটি নাগরিক মঞ্চ। দীর্ঘ তিন দিনের ধরনার পরও রেল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে পূর্ণ দাবিদাওয়ার সমাধান না মেলায় এই অবরোধে সামিল হন এলাকার মানুষ।

নলহাটি নাগরিক মঞ্চ দীর্ঘদিন ধরে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস, কুলিক এক্সপ্রেস এবং উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস (আপ এবং ডাউন)-এর নলহাটি স্টেশনে স্টপেজের দাবি জানিয়ে আসছে। দাবির স্বপক্ষে গত তিন দিন ধরে রেল টিকেট কাউন্টারের সামনে ধরনা দেয় নাগরিক মঞ্চ। শনিবার রেল কর্তৃপক্ষের সাথে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়। তবে রেল কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে শুধুমাত্র কাঞ্চনজঙ্ঘা এবং উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসের স্টপেজ দেওয়ার প্রস্তাব রাখা হয়।

রেলের আংশিক প্রস্তাব মেনে নিতে নারাজ নাগরিক মঞ্চ। তাদের বক্তব্য, এলাকার মানুষ দীর্ঘদিন ধরে এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ট্রেনের স্টপেজের দাবিতে আন্দোলন করে আসছে। সম্পূর্ণ দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত তারা আন্দোলন চালিয়ে যাবে।

রবিবার সকাল থেকে শুরু হওয়া রেল অবরোধে নলহাটি স্টেশনের ট্রেন চলাচল সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়। এতে নিত্যযাত্রী থেকে দূরপাল্লার যাত্রীদের চরম ভোগান্তির মুখে পড়তে হয়।

নাগরিক মঞ্চের নেতৃত্ব জানিয়েছেন, যতক্ষণ না রেল কর্তৃপক্ষ সমস্ত দাবি মেনে নিচ্ছে, তাদের আন্দোলন চলবে। রেল কর্তৃপক্ষ এবং প্রশাসনের পক্ষ থেকে আন্দোলনকারীদের সাথে আলোচনার চেষ্টা চলছে। তবে এই রেল অবরোধ কর্মসূচি নলহাটিতে রেল পরিষেবার বঞ্চনার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের ক্ষোভকে আরো তীব্র করে তুলেছে।

ধারালো অস্ত্র দিয়ে এক গ্রামবাসীকে হত্যার অভিযোগ কর্ণাটকের নকশালপন্থীর বিরুদ্ধে

বিজাপুর, ১ ডিসেম্বর (হি. স.) : কর্ণাটকের ভৈরামগড় থানার অন্তর্গত দালের গ্রামে এক গ্রামবাসীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে গলা কেটে হত্যার অভিযোগ উঠেছে নকশালদের বিরুদ্ধে।

গ্রামবাসীরা পুলিশকে খবর দিলে ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যায়।মৃত ব্যাক্তির নাম কামেশ কুঞ্জম।

সূত্রে জানা যায় ,শনিবার গভীর রাতে কামেশ কুঞ্জমকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে জঙ্গলে গলা কেটে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়।

মৃতদেহের পাশে লিফলেট পাওয়া গিয়েছে যেখানে ভৈরামগড় এরিয়া কমিটির নকশালরা এই হত্যার দায় নিয়েছে। তারা লিফলেটে উল্লেখ করেছে, কামেশ কুঞ্জম পুলিশের চর হিসেবে কাজ করত এই সন্দেহের ভিত্তিতে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

যৌনকর্মীদের জন্য বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির শিলিগুড়িতে

শিলিগুড়ি, ১ ডিসেম্বর (হি.স.) : বিশ্ব এইডস দিবস উপলক্ষে খালপাড়া ফাঁড়ির উদ্যোগে রবিবার একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সহযোগিতায় যৌনকর্মীদের জন্য বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়।

ক্যাম্পের মাধ্যমে যৌনকর্মীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ওষুধও দেওয়া হয়। শিলিগুড়ি থানার ইনচার্জ, খালপাড়া ফাঁড়ির ওসি এবং শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের অন্যান্য আধিকারিকরা এদিন শিবিরে উপস্থিত ছিলেন।

এসময় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাটি যৌনকর্মীদের সচেতন করে যে, অসুরক্ষিত যৌন সম্পর্ক, এইডস রোগীর রক্ত এবং আক্রান্ত গর্ভবতী মায়ের থেকে তার অনাগত সন্তানের মধ্যে এইডস ছড়াতে পারে। হাঁচি, কাশি বা খাবার খাওয়ার মাধ্যমে এইডস ছড়ায় না। পাশাপাশি যৌনকর্মীদের এইডসের কারণ ও প্রতিরোধ সম্পর্কে তথ্য দেওয়া হয়।

তিন লাখ টাকার কাঠসহ আটক চার পাচারকারী

শিলিগুড়ি, ১ ডিসেম্বর (হি. স.) : শিলিগুড়ির বাগডোগরা বন বিভাগের কর্মীরা মাটিগাড়ায় অভিযান চালিয়ে তিন লাখ টাকার কাঠসহ চার পাচারকারীকে আটক করেছে। ধৃত পাচারকারীদের নাম হল সঞ্জিত রাই, সবুজ বর্মণ, সুরত বর্মণ এবং প্রকাশ বর্মণ। চোরাকারবারিদের সঙ্গে একটি গাড়ি ও একটি বাইকও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

এই ব্যাপারে রেঞ্জার সোনম ভুটিয়া রবিবার বলেন, বনকর্মীদের ব্যস্ততার সুযোগ নিয়ে চোরাকারবারীরা বন থেকে মূল্যবান কাঠ চুরি করে কম দামে বাজারে বিক্রি করছে। শনিবার গভীর রাতে একটি পিকআপ ভ্যান ধরা পড়ে। অবৈধভাবে কাঠ নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল। ঘটনায় প্রথমে দুই পাচারকারীকে আটক করা হয়। পরে আরও দুই পাচারকারীকে আটক করা হয়। এই চক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত তা খতিয়ে দেখছে বাগডোগরা বন দফতর।

হাওড়ার স্ট্র্যান্ড রোডে অগ্নিকাণ্ড, ২৫ মিনিটের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে

হাওড়া, ১ ডিসেম্বর(হি.স.): হাওড়ার স্ট্র্যান্ড ব্যাংক রোডের ফুল মার্কেটে শনিবার রাতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। একটি পাথরের দোকানের উপরে হোডিং লাগানোর সময় গ্যাসকাটার থেকে আগুন লাগে, যা দ্রুত আশপাশের দোকানগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনাস্থলে মুহূর্তেই আতঙ্কের সৃষ্টি হয়।

খবর পেয়ে দমকল বিভাগের পাঁচটি ইঞ্জিন দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণের কাজ শুরু করে। প্রায় ২৫ মিনিটের প্রচেষ্টার পর দমকল কর্মীরা আগুন সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন। তবে নতুন করে অগ্নিকাণ্ডের ঝুঁকি এড়াতে কুলিং প্রসেস চালানো হচ্ছে।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত দমকল আধিকারিকদের প্রাথমিক অনুমান, গ্যাসকাটারের কাজ থেকে সৃষ্ট স্ফুলিঙ্গই এই আগুনের কারণ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকলেও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এখনও নির্ধারণ করা যায়নি।

হাওড়া ব্রিজ সংলগ্ন এই অঞ্চলে ঘনবসতি এবং দোকানপাটের কারণে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠতে পারত। দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য দমকল বিভাগের প্রশংসা করছেন স্থানীয়রা।

রবিবারও ধোঁয়াশায় আচ্ছন্ন রাজধানীর একাধিক এলাকা

নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বর (হি.স.): বিগত মাস থেকেই দিল্লির বাতাসের গুণগতমান খারাপ পর্যায়ে পৌঁছেছিল। রবিবারও তার ব্যতিক্রম হলো না। দূষণে দুর্বিষহ অবস্থার মধ্যে রয়েছেন দিল্লিবাসীরা। রবিবার সকালেও দেশের জাতীয় রাজধানীতে বায়ুদূষণ মাত্রার বিশেষ উন্নতি হয়নি। বরং কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের (সিপিসিবি) তথ্য অনুসারে, এদিন সকালে দিল্লির বেশ কিছু এলাকার বাতাসকে "খুব খারাপ" পর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে। রবিবার সকালে কুয়াশা ও ধোঁয়াশায় আচ্ছন্ন ছিল দিল্লির বিভিন্ন অঞ্চল।

রবিবার আগরতলায় ডিওয়াইএফের উদ্যোগে একদিবসীয় এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

বিজেপির সদস্য সংগ্রহে স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া, তৃণমূলকে তীব্র আক্রমণ অর্জুন সিংয়ের

ব্যারাকপুর, ১ ডিসেম্বর (হি. স.) : রবিবার শ্যামনগর নেহেরু মার্কেট এলাকায় বিজেপির সদস্য সংগ্রহ অভিযানে ব্যাপক সাড়া পড়েছে বলে দাবি করেছেন বিজেপি নেতা এবং প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। তিনি জানিয়েছেন, সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেদের মোবাইল ব্যবহার করে বিজেপির সদস্যপদ গ্রহণ করছেন। বাংলাদেশ পরিস্থিতি নিয়ে তৃণমূল সরকারের ভূমিকার বিরোধিতা করে সাধারণ মানুষের এই পদক্ষেপ বিজেপির প্রতি তাদের সমর্থনের পরিচায়ক বলে মনে করেন তিনি।
অর্জুন সিং এদিন জানান, সোমবার তিনি বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী পেট্রাপোলে যাবেন। পাশাপাশি তিনি তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র অভিযোগ তুলে দাবি করেন, পঙ্কজ দত্তের মৃত্যু খুনের ঘটনা এবং রাজ্য সরকার তাকে হত্যা করেছে। তিনি তৃণমূল নেতা কুনাল ঘোষকে কটাক্ষ করে শকুনি মামা বলে উল্লেখ করেন এবং দাবি করেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে ঠান্ডা লড়াই চলছে। তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, কেন্দ্রের বিভিন্ন প্রকল্পের টাকা তৃণমূল নেতারা চুরি করে নিজেদের পকেট ভারী করছেন। তিনি দাবি করেন, তৃণমূলের ব্যর্থতার কারণে রাজ্যের সাধারণ মানুষ বিজেপির প্রতি আস্থা রাখছেন এবং দলের সদস্যপদ গ্রহণ করছেন।
এই অভিযানে অর্জুন সিংয়ের সঙ্গে ছিলেন বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্গু পান্ডে এবং অন্যান্য শীর্ষ নেতৃত্ব। সদস্য সংগ্রহ অভিযানে ব্যাপক সাড়া পড়েছে বলে জানিয়েছেন বিজেপি নেতারা।

২৪ তম বার্ষিক বেকার''স মিট, বিশ্ব বাংলা মেলা প্রাঙ্গণে উদ্বোধনে শ্রীকান্ত মাহাতো

কলকাতা, ১ ডিসেম্বর (হি. স.) : রবিবার বিশ্ব বাংলা মেলা প্রাঙ্গণে (মিলন মেলা) ২৪ তম বার্ষিক বেকার''স মিট এর উদ্বোধন করেন রাজ্যের ক্রেতা সুরক্ষা দফতরের প্রতিমন্ত্রী শ্রীকান্ত মাহাতো। আয়োজক ওয়েস্ট বেঙ্গল বেকার''স অ্যাসোসিয়েশন। রবিবার এই অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, ক্রেতা সুরক্ষা দফতরের কাজ হল ক্রেতা সাধারণকে সুরক্ষা দেওয়া। তবে, বেকারি প্রস্তুতকারক সংস্থার কাউকে এ নিয়ে হয়রানি করা লক্ষ্য নয়। এছাড়াও প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন সংগঠনের কার্যনির্বাহী আধিকারিক আরিফুল ইসলাম। তিনি এই প্রসঙ্গে বলেন, বেকারি শিল্পে সঙ্কট ঘনীভূত। কাঁচামালের মূল্যবৃদ্ধিতে সমস্যা চরমে। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মতি বেকারি-র মতিয়ার রহমান সহ অন্যান্যরা। বাপুজি-র কর্ণধার অনিমেষ জানা মন্ত্রীকে বরণ করে নেন। এদিকে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রশান্ত কুমার বিশ্বাস ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ বিভাগের আধিকারিক সুখেন্দুশেখর জানা এই ব্যবসার উদ্ভূত নানান সমস্যার সমাধানে সংগঠনের সদস্যদের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে এগিয়ে চলার জন্য উপযুক্ত দিশা দেন। একাধিক বেকারি সংস্থার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। সংগঠনের সভাপতি বজরংপ্রসাদ আগরওয়াল ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। ফুটবলার নাসির আহমেদ মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। বেকারি শিল্পের সঙ্গে যুক্তদের জীবনকৃতি সম্মান জ্ঞাপন করা হয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বিশ্ব এইডস দিবসে সচেতনতামূলক প্রচারে উইমেন্স কলেজে এনএসএস ইউনিট

আগরতলা, ১ ডিসেম্বর : বিশ্ব এইডস দিবসকে সামনে রেখে উইমেন্স কলেজে এনএসএস ইউনিটের ছাত্রীরা আগরতলায় সচেতনতামূলক প্রচার চালায়। আগামীতে এই মারণব্যাধির সংক্রমণ রুখতে তাদের এই পদক্ষেপ।
প্রসঙ্গত, পয়লা ডিসেম্বর সারা বিশ্বে পালিত হয় বিশ্ব এইডস দিবস। এই মারণব্যাধির জন্য এইচআইভি নামক ভাইরাস দায়ী। এইচআইভি এমনই ভয়ংকর ভাইরাস যা মানুষের শরীরে অনুপ্রবেশ করার পর তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে ধীরে ধীরে নষ্ট করে দেয়। তাই এই রোগ থেকে বাঁচতে সচেতনতা জরুরী।
সম্প্রতি রাজধানী আগরতলায় বেশ কিছু শিক্ষার্থীরা এই রোগে আক্রান্ত হয়েছে বলে জানা গেছে। সচেতনতার অভাবেই মূলত এই রোগ ছড়িয়ে পড়ছে। তাই এইডস রোগ সম্পর্কে সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে উইমেন্স কলেজে এনএসএস ইউনিটের ছাত্রীর পথ চলতি সকলের মধ্যে লিফলেট বিলি করেছে।

বাংলাদেশ পুলিশের হাতে এবার আটক সাংবাদিক মুন্নি সাহা

ঢাকা, ১ ডিসেম্বর (হি.স.) : এবার আটক করা হয়েছে সাংবাদিক মুন্নি সাহাকে। শনিবার রাত ১০টা নাগাদ রাজধানী ঢাকার কাওরান বাজার থেকে তেজগাঁও থানার পুলিশ 'এক টাকার খবর'-এর সম্পাদক মুন্নিকে আটক করেছে। আটক করে তাঁকে হস্তান্তর করা হয় ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের কাছে। গোয়েন্দা পুলিশ তাঁকে নিয়ে যায় মিন্টো রোডে অবস্থিত ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চ (ডিবি)-এর কার্যালয়ে।
আটক হওয়ার সময় গণমাধ্যমকে মুন্নি সাহা বলেন, তিনি তাঁর অফিস থেকে বের হয়ে কারওয়ান বাজারে সবজি কিনছিলেন। এ সময় কতিপয় মানুষ তাঁকে দেখে হইচই শুরু করে। তারা তাঁকে ঘেরাও করে পুলিশে খবর দেয়। এর পর তেজগাঁও থানা থেকে পুলিশ গিয়ে তাঁকে উদ্ধার করে।
এদিকে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)-এর অতিরিক্ত কমিশনার (ডিবি) রেজাউল করিম মল্লিক জানান, মুন্নি সাহার বিরুদ্ধে একাধিক মামলা নথিভুক্ত রয়েছে। তাঁকে আটক করা হয়েছে।
অন্যদিকে, এ খবর লেখা পর্যন্ত সাংবাদিক মুন্নিকে গ্রেফতার করা হয়েছে কি না তা সরকারিভাবে জানা না গেলেও বিশেষ এক সূত্রের খবর, মুন্নি সাহাকে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করা হয়েছে।
প্রসঙ্গত গত ১৭ সেপ্টেম্বর 'একাত্তর টিভি'র প্রধান সম্পাদক মোজাম্মেল বাবুকে ময়মনসিংহ থেকে এবং 'ভোরের কাগজ'-এর সম্পাদক, জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শ্যামল দত্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গত ২১ আগস্ট 'একাত্তর টেলিভিশন'-এর চাকরি থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত বার্তাপ্রধান শাকিল আহমেদ এবং প্রধান প্রতিবেদক-উপস্থাপক ফারজানা রূপাকে ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। আর ২৪ অক্টোবর গ্রেফতার করা হয়েছিল 'স্বেচ্ছাসেবক লিগ'-এর কেন্দ্রীয় নেতা ও ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির প্রাক্তন সাংগঠনিক সম্পাদক সাংবাদিক শেখ জামালকে। এছাড়া ১৬ নভেম্বর রাতে 'দেশ টিভি'-র ব্যবস্থাপনা পরিচালক আরিফ হাসানকে গ্রেফতার করেছে ডিএমপি পুলিশ।

জোনাইয়ে মুখোমুখি বাইক-উইনগার, হত দুই

ধেমাজি (অসম), ১ ডিসেম্বর (হি.স.) : ধেমাজি জেলার অন্তর্গত জোনাইয়ে অসম-অরুণাচল প্রদেশ আন্তঃরাজ্য সীমান্তবর্তী আবরলেকু এলাকায় ৫১৫ নম্বর জাতীয় সড়কে একটি মোটর বাইকের সঙ্গে যাত্রীবাহী উইনগার-এর মুখোমুখি সংঘর্ষে দুজনের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। নিহত দুজনই মোটর বাইকের আরোহী। তাঁরা জোনাইয়ের লেকুজেলম গ্রামের ৩৫ বছরের বিজয় ওরফে জঞ্জু দলে এবং লেকুজেলম কেডি চুক গ্রামের ৪০ বছর বয়সি মোহন কুমার পেগু।
দুর্ঘটনাটি শনিবার রাতে সংঘটিত হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছে জানা গেছে, দুই বাইক আরোহী জোনাই বাজার থেকে স্বগৃহের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। সে সময় আবরলেকু এলাকায় বিপরীত দিক থেকে আগত এএস ০৫ সি ৪৮২৫ নম্বরের একটি যাত্রীবাহী উইনগার-এর সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় বাইকের। এতে বাইকের দুই আরোহীর মৃত্যু হয়েছে।
দুর্ঘটনার খবর পেয়ে প্রতিবেশী অরুণাচল প্রদেশের রুকসিন থানা থেকে পুলিশের দল গিয়ে মৃতদেহ দুটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য সরকারি হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

খাবারের সন্ধানে লোকালয়ে ঢুকে পড়ল হাতি, শিলিগুড়ির ফয়রানিজোতে চাঞ্চল্য

শিলিগুড়ি, ১ ডিসেম্বর(হি.স.): রবিবার শিলিগুড়ি মহাকুমা পরিষদের অন্তর্গত গোসাইপুরের ফয়রানিজোত এলাকায় একটি হাতি খাবারের সন্ধানে জঙ্গল ছেড়ে লোকালয়ে প্রবেশ করায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা প্রথমে চা বাগানের মধ্যে হাতিটিকে দেখতে পান। এরপর তারা তড়িঘড়ি বনদফতরে খবর দেন।
খবর পেয়ে বাগডোগরা রেঞ্জের বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান এবং গোটা এলাকা ঘিরে ফেলেন। তবে হাতি দেখার জন্য সাধারণ মানুষের ভিড় জমায় পরিস্থিতি সামলাতে হিমশিম খেতে হয় বনকর্মীদের।
বনদফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, হাতিটিকে সন্ধ্যার পর জঙ্গলে ফেরানোর ব্যবস্থা করা হবে। বর্তমানে হাতিটির উপর বনকর্মীদের কড়া নজরদারি রয়েছে, যাতে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে। তবে এলাকায় জনবসতি এবং মানুষের ভিড়ের কারণে হাতিটিকে জঙ্গলে ফেরানোয় বিলম্ব হচ্ছে।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, খাবারের সন্ধানে মাঝে মাঝেই হাতি লোকালয়ে ঢুকে পড়ে, যার ফলে সাধারণ মানুষ আতঙ্কিত। এদিন আটকে থাকা হাতিটিকে দ্রুত জঙ্গলে ফেরানোর দাবি জানিয়েছেন তারা। বনদফতর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছে।

তেলেঙ্গানায় নিরাপত্তাবাহিনীর গুলিতে নিহত সাত নকশাল, উদ্ধার অস্ত্র

ওয়ারাঙ্গল, ১ ডিসেম্বর (হি.স.) : তেলঙ্গানার মুলুগু জেলায় নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে নিহত হয়েছেন সাত নকশাল। নিহতদের মধ্যে রয়েছেন এক শীর্ষ নকশাল নেতা। পুলিশ জানিয়েছে, রবিবার ভোরে তল্লাশি শুরু করে বাহিনী। জঙ্গলে নকশালদের লুকিয়ে থাকার খবর পেয়ে আত্মসমর্পণ করতে বলে তারা। তখন তাদের লক্ষ্য করে নকশালরা গুলি চালায় বলে অভিযোগ। পাল্টা গুলি ছোড়ে বাহিনী। এই গুলির লড়াইয়ে প্রাণ হারিয়েছেন সাত জন নকশাল। উদ্ধার হয়েছে প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র এবং বিস্ফোরক।
এক সপ্তাহ আগে এই এলাকাতেই পুলিশের চর সন্দেহে দুই জনজাতি যুবককে খুন করেন নকশালরা। ওই ঘটনার পর রবিবার প্রথম এই অভিযান চালানো হয়।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, নিহত নকশাল নেতার নাম পাপান্না (৩৫)। বাকি ছ'জনের নাম ইগলপু মাল্লাইয়া (৪৩), মুসাকি দেভাল (২২), মুসাকি যমুনা (২৩), জয় সিং (২৫), কিশোর (২২), কমেশ (২৩)।

ত্রিপুরা হিউম্যান রাইটস কমিশনের উদ্যোগে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ডিসেম্বর: ত্রিপুরা হিউম্যান রাইটস কমিশনের পক্ষ থেকে রবিবার বসে আঁকো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। রবিবার ছুটির দিনে কুঞ্জবনসিত হিউম্যান রাইটস কমিশনের অফিসে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।
বসে আঁকো প্রতিযোগিতা উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হিউম্যান রাইট কমিশনের চেয়ারম্যান প্রাক্তন বিচারপতি এস সি দাস সহ অন্যান্যরা। এদিন বসে আঁকো প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন হিউম্যান রাইটস কমিশনের চেয়ারম্যান।

ত্রিপুরা এইডস কন্টোল সোসাইটির উদ্যোগে রাজ্যভিত্তিক রেড রান কম্পিটিশন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ডিসেম্বর: ত্রিপুরা এইডস কন্টোল সোসাইটির উদ্যোগে রাজ্যভিত্তিক রেড রান কম্পিটিশন অনুষ্ঠিত হয় আগরতলা উমাকান্ত মাঠে। উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য সচিব কিরণ গিত্তে, স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা সহ আগরতলা পুর নিগমের ডেপুটি মেয়র।
রবিবার আগরতলা স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে ত্রিপুরা এইডস কন্টোল সোসাইটির উদ্যোগে রাজ্যভিত্তিক রেড রান অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন স্বাস্থ্য সচিব কিরণ গিত্তে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, দেশে এবং রাজ্যে বিগত কয়েক বছর ধরে এইচআইভি এবং এইডসের প্রবণতা অনেকটাই কমেছে। ত্রিপুরায় এইচআইভি ৪৬ শতাংশ এবং এইডস ৭৬ শতাংশ সংক্রমণ কমেছে বলে জানিয়েছেন তিনি।
স্বাস্থ্য সচিব বলেন, রাজ্যে শিরাপথে নেশা গ্রহণের ফলে এইচআইভির প্রবণতা মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ত্রিপুরা এইডস কন্টোল সোসাইটি সহ অন্যান্য সংস্থাগুলি স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে এইচআইভি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির কাজ করে চলেছে। তাতে সাফল্য আসতে শুরু করেছে বলে উল্লেখ করেন স্বাস্থ্য সচিব।

ত্রিপুরা কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিস্ট এসোসিয়েশনের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ১ ডিসেম্বর : রবিবার সুকান্ত একাডেমিতে ত্রিপুরা কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিস্ট এসোসিয়েশন সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন অল ইন্ডিয়া কেমিস্ট এন্ড ডিস্ট্রিবিউটর ফেডারেশনের চেয়ারম্যান নরেন্দ্র জৈন, অল ত্রিপুরা কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিস্ট এসোসিয়েশনের সভাপতি সুদীপ কুমার রায়, সাধারণ সম্পাদক সত্যব্রত দেবনাথ সহ অন্যান্যরা।
অল ইন্ডিয়া কেমিস্ট্র এন্ড ডিস্ট্রিবিউটার ফেডারেশনে অধিভুক্তি পাওয়ার পর আজ প্রথমবারের মতো বাদুরতলী ল্যান্ডের ত্রিপুরা কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিস্ট এসোসিয়েশন সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। রবিবার আগরতলার সুকান্ত একাডেমিতে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।
উপস্থিত সকলেই সংস্থার সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। পাশাপাশি আগামীদিনে সংস্থার কাজ কিভাবে আরো ভালো করা যায় সেই বিষয়েও আলোচনা করা হয়।

কসবেশ্বরী মন্দিরের বাৎসরিক

● আটের পাতার পর

প্রসঙ্গত, প্রত্যেক বছরের ন্যায় এ বছরও কসবেশ্বরী মায়ের মন্দিরে বাৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঐতিহ্যবাহী এই মন্দিরের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন প্রদেশ বিজেপি সাধারণ সম্পাদক তথা বিধায়ক ভগবান দাস, কমলা সাগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা অন্তরা সরকার দেব, ত্রিপুরার চা উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান সমীর ঘোষ সহ অন্যান্যরা।
আজ পবিত্র অমাবস্যার পুন্য তিথিতে কমালাসাগরের কসবা কালী মন্দিরে মায়ের ঘট বরন, সকাল ৮ টা নাগাদ যজ্ঞ এবং হরিনাম সংকীর্তন অনুষ্ঠিত হয়েছে। কমলাসাগর ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির এবং কসবেশ্বরী মায়ের মন্দির পূজা কমিটির যৌথ এই অনুষ্ঠানে আয়োজন। এদিন সকাল থেকে শান্তি কালী আশ্রমের চিত্তরঞ্জন মহারাজ এবং তপোবন আশ্রমের সচিদানন্দ পুরী মহারাজ এই যঞ্জ অনুষ্ঠান অংশগ্রহণ করেন।
সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে প্রদেশ বিজেপির সাধারণ সম্পাদক তথা বিধায়ক ভগবান দাস বলেন, আজকের এই পবিত্র যজ্ঞে অংশগ্রহণ করে তিনি মা কসবেশ্বরীর কালীর চরণে রাজ্যবাসীর জন্য প্রার্থনা জানিয়েছেন। ত্রিপুরার সকল নাগরিকের মঙ্গল ও কল্যাণ কামনা করে মা কালীর কৃপা প্রার্থনা করেছেন বলে জানান তিনি।

ছাত্রছাত্রীদের সমাগমে বিদ্যা

● আটের পাতার পর

কম্পিটিশন, বিতর্ক প্রতিযোগিতা সহ লেখালেখির অভ্যাস ইত্যাদি প্রায় লুপ্ত হতে চলেছে, ঠিক সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে বিদ্যা ফেস্টের আয়োজনের মঞ্চে এই প্রকারের উদ্যোগ নিঃসন্দেহে শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন অংশের প্রশংসা কুরিয়েছে।
আজকের এই আয়োজনে গোটা জেলার বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিকদের সাথে জেলার জেলাশাসক, অতিরিক্ত জেলা শাসক প্রমুখদের উপস্থিতি গোটা আয়োজনকে অন্য মাত্রা দান করেছে।
সত্যি সত্যি যেখানে দাঁড়িয়ে আমরা সামাজিক মাধ্যমের দৌলতে নবীন প্রজন্ম, যুব প্রজন্মরা দিশাহীন হয়ে যাচ্ছে বলে দাবি করি, ঠিক সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে যখন এই নবীন প্রজন্মের প্রতিনিধিদের দ্বারা আয়োজিত অনুষ্ঠান থেকেই আমাদের বিতর্ক প্রতিযোগিতা, কুইজ কম্পিটিশন ইত্যাদিকে গুরুত্ব দেওয়ার বার্তা বারবার ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয় তখন সত্যিই এই প্রকারের আয়োজন যে সাফল্যমন্ডিত হয় তা নিয়ে বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই।
ত্তত্তত্তত্তত্ত

রাজ্য সরকার

● আটের পাতার পর

সেন্টার ভ্যান এর মাধ্যমে রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিনামূল্যে এইচ আই ভি নির্ণায়ক পরীক্ষা করা হয়ে থাকে।
অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্যসচিব কিরণ গিত্যে বলেন, দেশব্যাপী এইচআইভি/এইডসের বিরুদ্ধে লড়াই চলছে। এইচআইভি আক্রান্তরা যাতে তাদের স্বাভাবিক জীবন-যাপন অতিবাহিত করতে পারেন সে লক্ষ্যে রাজ্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপও গ্রহণ করেছে। এইচআইভি আক্রান্তদের চিকিৎসার অধিকার প্রদানে ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্টোল সোসাইটি আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করছে। এইচআইভি/এইডস সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের সচেতন করার লক্ষ্যে প্রতিটি বিদ্যালয়ে রেড রিবন ক্লাব গঠন করার উপরও গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।
অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্টোল সোসাইটির প্রকল্প অধিকর্তা ডা. সমর্পিতা দত্ত। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা ডা. অঞ্জন দাস, ত্রিপুরা হেলথ সার্ভিসের অধিকর্তা ডা. সঞ্জীব দেববর্মা, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা তপন কুমার দাস এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব রাজীব দত্ত।
এইচআইভি/এইডস বিষয়ে সচেতনতামূলক কর্মসূচি রূপায়ণে ভালো কাজ করেছে এমন দুটি এনজিওকে অনুষ্ঠানমঞ্চে পুরস্কৃত করা হয়। পুরস্কার স্বরূপ এনজিও''র প্রতিনিধিদের হাতে ট্রফি ও শংসাপত্র তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়াও বিশ্ব এইডস দিবস উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত রাজ্যভিত্তিক রেড রান দৌড় প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের অনুষ্ঠানে পুরস্কৃত করা হয়। পুরুষ ও মহিলা বিভাগে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীকে যথাক্রমে ২০ হাজার, ১৫ হাজার ও ১০ হাজার টাকা সহ মেডেল তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী।

শ্যাম সুন্দর কোং

● আটের পাতার পর

কর্ণধার রূপক সাহা বলেন, ''আমরা দীর্ঘদিন ধরে ত্রিপুরার তরুণ নতুন মুখের সন্ধানে ছিলাম। আমরা খুশি যে অবশেষে খুমজার ও মিঠুন এর মতো দুই প্রতিভাকে পেয়েছি।''
প্রতিষ্ঠানের আরেক পরিচালক অর্পিতা সাহা বলেন, ''আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি ত্রিপুরা এবং প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আমাদের মনে আর হৃদয়ে যা আছে তা প্রকাশ করার জন্য, সবার সামনে তুলে ধরার জন্য এই দুই তরুণ মুখকে সবার সামনে উপস্থিত করতে পেরে আমরা ভীষণভাবে আনন্দিত।'' একটি তরুণোজ্জল সন্ধ্যার মধ্যে দিয়ে আজকের অনুষ্ঠানের শুভ সমাপ্তি হয়।

প্রতিবেশী বাংলাদেশের

● প্রথম পাতার পর

ইয়াবা ট্যাবলেট ছিল ৬০৫,৩৩৪ ট্যাবলেট, চিনি ছিল ১,২২২,৮৯৪.৫ কেজি, সোনা উদ্ধার করা হয় ৪৯৬.২৬ গ্রাম, ব্রাউন সুগার ৩৮১.০১গ্রাম, অস্ত্র/গোলাবারুদের মধ্যে ছিল ১টি পিস্তল (৭.৬৫ মিমি) এবং ২১০টি গোলাবারুদ / অস্ত্র); এসবের পাশাপাশি সৈন্যরা ৪৮,৬০,৭৩৫ টাকা বাংলাদেশী মুদ্রা সহ ৪৬,০০,৪৫,০৭৪ টাকা মূল্যের বিবিধ জিনিস বাজেয়াপ্ত করতে সক্ষম হয়।
উপরন্তু, বিএসএফ বিভিন্ন অভিযানে ৫৫ রোহিঙ্গা অবৈধ অভিবাসী, ৬২০ বাংলাদেশী এবং ২৬০ ভারতীয় নাগরিককে আটক করেছে। রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির সাথে যৌথ অভিযানের ফলে ত্রিপুরায় ৩০১.৩১ একর জমিতে বেআইনিভাবে জন্মানো প্রায় ৮৩৫,৮০০ টি গাঁজার চারা উপড়ে বা পুড়িয়ে ফেলা হয়।
অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ড. মানিক সাহা দেশের জন্য দায়িত্ব পালনে জীবন উৎসর্গকারী শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং একাত্তরের বীর সেনাদের সংবর্ধনা প্রদানের করেন। মুখ্যমন্ত্রী সমস্ত বিএসএফ কর্মীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে সীমান্তে শান্তি বজায় রাখার জন্য তাদের সকল প্রচেষ্টার প্রশংসা করেছেন।
প্রসঙ্গত, ১৯৬৫ সালে বিএসএফ এর প্রতিষ্ঠার পর থেকে, এই ফোর্সের সেনা সদস্যরা সাহসিকতা এবং পেশাদারিত্বের অনুকরণীয় মান বজায় রেখে জাতির সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছে। বিএসএফ জাতীয় নিরাপত্তার সাথে জড়িত বহুমুখী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে চলেছে।
ত্রিপুরায় বছরের পর বছর ধরে বিএসএফ ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ার বিদ্রোহের বিরুদ্ধে লড়াই, সীমান্তের পবিত্রতা বজায় রাখা এবং আন্তঃসীমান্ত অপরাধ প্রতিরোধ সহ অসংখ্য দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। ম্যালেরিয়া-আক্রান্ত অঞ্চল সহ দুর্গম এবং আতিথ্যহীন ভূখণ্ডে প্রতিকূল জলবায়ু পরিস্থিতিতে নিজের কাজগুলো দায়িত্ব সহকারে সম্পন্ন করছে তাঁরা। বিএসএফ রাজ্য কর্তৃপক্ষ এবং অন্যান্য নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা সংস্থার সাথে ধারাবাহিকভাবে সমন্বয় বজায় রেখেছে, সীমান্ত রক্ষা করে এবং সীমান্ত জনসংখ্যার মধ্যে সম্প্রীতি বজায় রাখে।
বিএসএফ সীমান্ত জনগোষ্ঠীর কল্যাণে বিনামূল্যে চিকিৎসা শিবির, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, ক্রীড়া টুর্নামেন্ট এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড সহ অসংখ্য সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রাম পরিচালনা করে। সীমান্ত এলাকায় প্রায় ৭০০ গ্রাম সমন্বয় সভার আয়োজন করা হয়।
জাতীয় ঐক্যের প্রচারে বিএসএফ এর পক্ষ থেকে ত্রিপুরা জুড়ে ব্যান্ড প্রদর্শন, অস্ত্র প্রদর্শনী, মোটরসাইকেল র‍্যালি, স্কুলের শিশুদের জন্য সীমান্ত পরিদর্শন, বৃক্ষরোপণ, একতা দৌড়, ক্রীড়া ইভেন্ট এবং রক্তদান শিবিরের মতো ইভেন্টগুলি আয়োজন করা হয়েছিল। আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে, বিভিন্ন স্থানে যোগ সেশন অনুষ্ঠিত হয় এবং সেক্টর, ইউনিট এবং বর্ডার ফাঁড়ি স্তরে স্বচ্ছতা অভিযান পরিচালিত হয়। পরিবেশ রক্ষায় বৃহৎ আকারের বৃক্ষরোপণ অভিযানও শুরু হয়েছে।
দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা জোরদার করতে ২০২৪ সালের জুলাই মাসে মেঘালয়ের শিলং-এ আইজি বিএসএফ-রিজিয়ন কমান্ডারদের বিজিবি বর্ডার কোঅর্ডিনেশন কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। দুটি বর্ডার গার্ডিং ফোর্সের মধ্যে সমন্বয় বাড়ানো, সীমান্ত জনসংখ্যার কল্যাণের প্রচার এবং দুই বন্ধুত্বপূর্ণ দেশের মধ্যে সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য মূল দ্বিপাক্ষিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।
এদিকে, বাংলাদেশে সাম্প্রতিক অস্থিরতার সময় বিএসএফ, বিজিবি এবং অন্যান্য সংস্থার সাথে সমন্বয় করে, ভারতীয় ছাত্র ও শ্রমিকদের নিরাপদে প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করে, তাদের সম্ভাব্য সব ধরনের সহায়তা প্রদান করে। সাম্প্রতিক বন্যা পরিস্থিতির সময়, বিএসএফও ত্রিপুরার জনগণকে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

টাউন হলের বারান্দায়

● প্রথম পাতার পর

তাঁর স্ত্রী ও এক ছেলে রয়েছে। তাঁদের এই ঘটনার খবর দেওয়া হলে মৃতের স্ত্রী ও ছেলে ঘটনাস্থলে পৌঁছে কান্নায় ভেঙে পড়েন।
পরিবারের সদস্যদের মতে সুধাংশু শীল আত্মহত্যা করেছেন। কিন্তু আত্মহত্যার কারণ খুঁজে পাওয়া যায় নি। এই ব্যাপারে পুলিশ তাঁর অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

ইউনূসের কুশপুত্তলিকা

● প্রথম পাতার পর

মিছিলটি শহরের রাজপথ পরিক্রমা করে এসে বিলোনিয়া মুহুরি ঘাট আন্তঃ শুল্ক বানিজ্য কেন্দ্রের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। বিক্ষোভ শেষে শুরু হয় সভা। সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন কার্তিক প্রভু, অরুণ হালদার, আচারিয়া শুভমিত্র নন্দ অবোদুত , বিপ্লব সেন, অভিজিৎ দেবনাথের মতো হিন্দু নাগরিক সমাজের অগ্রনি সৈনিকরা।

বাংলাদেশ থেকে

● প্রথম পাতার পর

না। পুলিশের কাছে তিনি যেকোনো ভাবে তাঁর স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনার আবেদন জানিয়েছেন।
এদিকে অভিযোগ পাওয়ার সাথে সাথেই তদন্তের নামে পুলিশ। পরবর্তীতে রবিবার সন্ধ্যা নাগাদ সিপাহীজলা জেলা প্রশাসনের হস্তক্ষেপে অপহৃতা মহিলাকে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। জানা গেছে অপকরণকারীরা ঐ মহিলাকে সীমান্ত এলাকায় রেখে পালিয়ে গেছে।
এদিকে, বৈধভাবে বাংলাদেশে গিয়েও ভারতের নাগরিকদের ছিনতাই ও অপহরণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের মধ্যে প্রশ্ন জাগছে। ওই সময় বাংলাদেশের বিজিবি, কাস্টম, পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকার পরেও দুষ্কৃতিকারিরা মহিলাকে ছিনতাই করে অপহরণ করেছে। বাংলাদেশের প্রশাসন কোন ভূমিকা গ্রহণ করে নাই। সেক্ষেত্রে পাসপোর্ট ভিসা লাগিয়ে ভারতের নাগরিক বাংলাদেশের গেলে কোন নিরাপত্তা নেই বলেই কৌতূহল সৃষ্টি হয়েছে।

বিভিন্ন জায়গায়

● প্রথম পাতার পর

আগামীদিনে আরো বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবে।
সকলে রাজ্যসরকার , এডিসি প্রসাশন, জেলাশাসক ও মহকুমাশাসক যেন বিষয়টির প্রতি নজর দেন তার জন্য বিশেষ আহব্বান জানান। এখন দেখার বিষয় এলাকাবাসীর সুবিধার্থে প্রশাসন কি প্রকার পদক্ষেপ গ্রহন করে।

বাইক দুর্ঘটনায় মর্মান্তিক

● প্রথম পাতার পর

দুর্ঘটনায় যুবকের মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তে জুলাই বাড়ি এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

এইডসকন্ট্রোল সোসাইটির রেড রান ম্যারাথনে নিশা, বিজয়, কাজল সেরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। রাজ্য স্তরীয় রেড রান ম্যারাথনে মহিলা বিভাগে নিশা মালাকার চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। কাজলী সরকার রানার্স খেতাব পেয়েছেন। তৃতীয় স্থান অর্জন করেছেন বিজয়িতা ত্রিপুরা। একইভাবে পুরুষ বিভাগে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয়েছেন যথাক্রমে বিজয় ওড়াং, তনয় ভৌমিক ও মোবারক হোসেন। ট্র্যানজেন্ডার বিভাগের দূরপাল্লার দৌড় প্রতিযোগিতায় কাজল কান্তি উড়িয়া প্রথম, অজয় বিশ্বাস দ্বিতীয়, আকাশ সূত্রধর তৃতীয় স্থান পেয়েছেন। বিজয়ীদের বিশাল অংকের প্রাইজ মানির পাশাপাশি প্রশংসা পত্রও প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য, অতি শীঘ্রই রেড রান ম্যারাথনের জাতীয় আসরে রাজ্য দলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করার ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে। ন্যাশনাল রেড রান ম্যারাথন প্রতিযোগিতায় তাদের অংশগ্রহণের ব্যবস্থাদিও প্রয়োজনে করে দেওয়া হবে। উল্লেখ্য, ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্টোল সোসাইটি আয়োজিত রাজ্য স্তরীয় রেড রান ম্যারাথন প্রতিযোগিতা বেশ উৎসাহ উদ্দীপনায় আজ, রবিবার সকালে উমাকান্ত একাডেমির প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন রাজপথ অতিক্রম করে পুনরায় উমাকান্ত একাডেমির প্রাঙ্গণে এসে শেষ হয়েছে। বর্ণাঢ্য এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জিলা সহ-সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল, আগরতলা পুর নিগমের ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা দপ্তরের সচিব কীরন গিত্যে, অধিকর্তা ডাঃ (প্রফেসর) সঞ্জীব দেববর্মা, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা সত্যব্রত নাথ, ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্টোল সোসাইটির অধিকর্তা ডাঃ সমর্পিতা দত্ত প্রমূখ উপস্থিত থেকে বিশ্ব এইডস দিবস উদযাপনের তাৎপর্য্য আলোচনার পাশাপাশি ফ্ল্যাগ অফ-এর মাধ্যমে ম্যারাথনের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন। তিনটি পৃথক বিভাগের ম্যারাথন দৌড়ের ব্যবস্থাপনা ও সহযোগিতায় পশ্চিম জেলা যুব বিষয়ক ক্রীড়া অফিস এর ভূমিকা অনস্বীকার্য্য ছিল। তিনটি বিভাগের চতুর্থ থেকে দশম স্থানাধিকারী অ্যাথলেটদের প্রতিযোগিতা স্থলেই অতিথিদের হাত থেকে প্রাইজ মানি এবং প্রশংসাপত্র প্রদান করা হয়। তিনটি বিভাগের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারী কে প্রাইজমানি এবং প্রশংসাপত্র প্রদান করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর (প্রফেসর) মানিক সাহা। বেলা বারোটায় প্রজ্ঞা ভবনে এইডস দিবস উদযাপন উপলক্ষে ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্টোল সোসাইটি আয়োজিত এক বিশেষ আলোচনামূলক অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হয়। শনিবার সন্ধ্যায় ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্টোল সোসাইটির অফিস প্রাঙ্গনে আলোক প্রজ্জ্বলনেরও এক বিশেষ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। সব কটি অনুষ্ঠান দারুন ভাবে সম্পন্ন হওয়ায় উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানানো হয়েছে।

ত্রিপুরা বডি বিল্ডার্স ও ফিটনেস এসোসিয়েশনের রাজ্যভিত্তিক আসর ১৪ ডিসেম্বর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা বডি বিল্ডার্স ও ফিটনেস এসোসিয়েশনের রাজ্যভিত্তিক আসর আগামী ১৪ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। এবারের রাজ্য আসরের মূল আকর্ষণ হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ভারতীয় বডি বিল্ডিং-এ গুরু পদ্মশ্রী ও অর্জুন সম্মানে ভূষিত প্রেমচাঁদ ডেগরা। প্রথমবারের মত তিনি রাজ্যে আসছেন।
রবিবারে দুপুরে আগরতলা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে আসরের বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরা হয়।
একদিনের এই আসরে থাকবে সিনিয়র বডি বিল্ডিং, জুনিয়র বডি বিল্ডিং, মেন ফিজিক এবং প্রথম বারের মত ফিমেল মডেল ফিজিক প্রতিযোগিতা।
গতবছর প্রথম আসরে মেয়েদের ইভেন্ট ছিল প্রদর্শনী হিসেবে। এবার হবে প্রতিযোগিতা। রাজ্য আসরে সব মিলিয়ে রেকর্ড ১৫০ জন বডি বিল্ডার পুরুষ ও মহিলা বিভাগে লড়াই করবেন। মোট প্রাইজমানি চার বিভাগে ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা।
এছাড়া পদক, স্মারক সহ নানা আয়োজন খেলোয়াড়দের জন্য রাখা হয়েছে। আসরে গুরুজী ডেগরা ছাড়াও আন্তর্জাতিক বডি বিল্ডিং ফেডারেশনের সচিব তথা ভারতীয় ফেডারেশনের সচিব চেতন মনোহর পাথারে উপস্থিত থাকবেন। আসর অনুষ্ঠিত হবে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে। সকাল ১১টায় শুরু হয়ে সন্ধ্যা ৭টায় শেষ হবে। জমজমাট এই আসরকে কেন্দ্র করে ব্যাপক প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে।
এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন টিবিএফএ''র পশ্চিম জেলার সভাপতি সিদ্ধার্থ রায় চৌধুরী। উপস্থিত ছিলেন সংস্থার মুখ্য উপদেষ্টা সরযূ চক্রবর্তী, সাধারণ সম্পাদক শাঙ্কী সাহা, রাজ্য কমিটির পক্ষে যীশু দেব, রাজু পাল, রাজীব দাস, শ্যাম চক্রবর্তী, প্রিয়াঙ্কা দেবনাথ, কৌশিক সাহা, বিশ্বজিত বণিক ও দিলীপ চক্রবর্তী।

অস্ট্রেলিয়ায় গোলাপি বলে ভারতের প্রস্তুতিতে কাঁটা বৃষ্টি, চোট সারিয়ে ফিরে প্রত্যয়ী শুভমন

অস্ট্রেলিয়া সফরে গোলাপি বলের টেস্টে ভারতের রেকর্ড খুব একটা ভাল নয়। গত বারই অ্যাডিলেডে ৩৬ রানে অলআউট হয়েছিল তারা। এ বারও অ্যাডিলেডে দিন-রাতের টেস্টে নামার আগে তাঁরা ক্যানবেরায় প্রস্তুতি ম্যাচ খেলতে চেয়েছিল গোলাপি বলে। তবে শনিবার থেকে হতে চলা দু'দিনের প্রস্তুতি ম্যাচে বাদ সাধতে পারে বৃষ্টি। বিঘ্ন হতে পারে ভারতের অনুশীলন।আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, শনিবার ১০০ শতাংশ বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থাৎ ম্যাচের কোনও না কোনও সময়ে বৃষ্টি হবেই। তবে রবিবারের পূর্বাভাস একটু ভাল। সে দিন ২০ শতাংশ বৃষ্টির সম্ভাবনা। ফলে একটুও হলে প্রস্তুতি হতে পারে বিরাট কোহলিদের।অ্যাডিলেড টেস্টের আগে শক্তিশালী হয়েছে ভারত। অধিনায়ক রোহিত শর্মা তো দলে যোগ দিয়েছেনই। পাশাপাশি চোট সারিয়ে ফিরে এসেছেন শুভমন গিলও। শুক্রবার শুভমনকে জোরকদমে অনুশীলন করতে দেখা গিয়েছে। থ্রোডাউনের বিরুদ্ধে খেলেছেন। এর পর সহকারী কোচ রায়ান টেন দুশখাতে শুভমনের রক্ষণ ঠিক করে দিয়েছেন। ভারতীয় বোর্ডের পোস্ট করা ভিডিয়োয় শুভমন বলেছেন, "প্রথম দিন অনুশীলনে নেমেছি। মাঠের পরিবেশ অনুভব করার চেষ্টা করছিলাম।
কোনও রকম ব্যথা এখনও রয়েছে কি না সেটা দেখে নিচ্ছিলাম। তবে আমি এবং কমলেশ ভাই (ফিজিয়ো) যা আশা করেছিলাম তার থেকে ভালই আছি। ফিটনেস নিয়ে আমি খুশি।" ২০২০-২১ সালে অস্ট্রেলিয়া সফরে গিয়ে পার্থের অপ্টাস স্টেডিয়ামে খেলতে পারেননি শুভমন। এ বারও না পারায় হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। শুভমনের কথায়, "চোটের কথা জানতে পারার পর প্রথম দু'দিন খুব হতাশ ছিলাম। শেষ বার আসার সময় পার্থই একমাত্র মাঠ ছিল যেখানে খেলা হয়নি আমার। এ বার দারুণ স্টেডিয়ামটায় খেলার জন্য মুখিয়ে ছিলাম। সেটা হয়নি। তবে দল যে ভাবে খেলেছে তাতে খুব খুশি হয়েছি।"

নাম ছিল না ব্যালন ডি'ওরে, ফিফার বর্ষসেরা হওয়ার দৌড়ে মেসি, কীভাবে সম্ভব? হতভম্ব নেটদুনিয়া

একসময় তাঁর রাজত্ব ছিল ইউরোপীয় ফুটবলে। এখন তিনি ইউরোপ থেকে অনেক দূরে। ভাটা পড়েছে ক্ষীপ্রতাতেও। চলতি মরশুমে কোপা আমেরিকা জিতলেও পুরনো খেলার ঝলক পাওয়া যায়নি লিওনেল মেসির পা থেকে। ভুগিয়েছে চোট-আঘাতের সমস্যা। তার পরও কীভাবে ফিফার 'সেরা' প্লেয়ারের পুরস্কার জয়ের তালিকায় তিনি ঢুকে পড়লেন, তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন।চলতি মরশুমে দেশ ও ক্লাবের জার্সিতে ৩০টা গোল করেছেন। অ্যাসিস্ট রয়েছে ১৯টা। যদিও কোপা আমেরিকাতে করেছেন মাত্র একটি গোল। চোট পাওয়ায় ফাইনালে পুরো ম্যাচ খেলতে পারেননি। ইন্টার মিয়ামির হয়ে সাপোর্টার্স শিল্ড জিতেছেন, কিন্তু এমএলএস কাপ জেতার সুযোগ হাতছাড়া করেছেন। নাম ছিল না ব্যালন ডি'ওর তালিকাতেও। কিন্তু সম্প্রতি ফিফার বর্ষসেরা ফুটবলারদের মধ্যে মনোনয়ন পেয়েছেন মেসি। ইউরোপের ক্লাবগুলোর বাইরে থেকে একমাত্র আর্জেন্টিনিয়ার তারকারই নাম আছে এই তালিকায়।ফিফার ওয়েবসাইটে যুক্তি দেওয়া হয়েছে, '৩৭ বছর বয়সি মেসির ইন্টার মিয়ামি ও আর্জেন্টিনার সাফল্যের পিছনে বড় অবদান রয়েছে। তাঁর অনবদ্য পারফরম্যান্সের ফলে মিয়ামি ২০২৪-এ সাপোর্টার্স শিল্ড জিতেছে। কোপা আমেরিকা জয়ী আর্জেন্টিনার অধিনায়ক ছিলেন মেসি।
এছাড়া দক্ষিণ আমেরিকার বিশ্বকাপ যোগ্যতা অর্জন পর্বে ২৬ ম্যাচে ৬টি গোল করেছেন'। মেসি ছাড়াও মনোনীত ফুটবলারদের মধ্যে আছেন জুড বেলিংহ্যাম, দানি কার্ভাহাল, আর্লিং হালান্ড, টনি ক্রুস, কিলিয়ান এমবাপে, রদি, ভালভের্দে, ভিনিসিয়াস জুনিয়র, ফ্লোরিয়ান উইর্টজ, লামিনে ইয়ামাল। এঁদের মধ্যে ইয়ামাল সদ্য ফিফার 'গোল্ডেন বল' পুরস্কার পেয়েছেন।তবে মেসিকে নিয়ে বিতর্ক থামছে না। গোলের সংখ্যায় রোনাল্ডো তাঁর থেকে অনেকটাই এগিয়ে। সৌদির ক্লাব আল নাসরের জার্সিতে ৪৯টা গোল ও ৭টা অ্যাসিস্ট করেছেন পর্তুগিজ তারকা। কিন্তু কোনও ট্রফি জেতেননি। তাহলে মোহম্মদ সালাহ বা হ্যারি কেনরা কেন বাদ পড়ছেন, সেই প্রশ্নও তুলছে অনেকে।

বল করলেন ১১ জনই! টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে প্রথম, মুস্তাক আলিতে নজির দিল্লির

একটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচে বল করলেন ১১ জন ক্রিকেটার। এমন কাণ্ড এর আগে কখনও ঘটেনি। সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে দিল্লি বনাম মণিপুর ম্যাচে এমনটাই দেখা গেল। উইকেটরক্ষক আয়ুষ বাদোনিও বল করলেন। উইকেটও পেলেন তিনি।মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে শুক্রবার ছিল দিল্লি বনাম মণিপুর ম্যাচ। যে ম্যাচে মায়াঙ্ক রাওয়াত, হর্ষ ত্যাগি এবং দিগ্বেশ তিন ওভার করে বল করেন। দু'টি করে ওভার করেন আয়ুষ সিংহ, অখিল চৌধরি এবং আয়ুষ বাদোনি। একটি করে ওভার করেন আরিয়ান রানা, হিম্মত সিংহ, প্রিয়াংশ আর্য্যা, যশ ঢুল এবং অনুজ রাওয়াত। দু'টি করে উইকেট পেয়েছেন হর্ষ এবং দিগ্বেশ। একটি করে উইকেট নেন আয়ুষ, বাদোনি এবং প্রিয়াংশ। এক জন রান আউট হন।টস জিতে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন মণিপুরের অধিনায়ক রেক্স। যে কারণে দিল্লির অধিনায়ক বাদোনি এমন অদ্ভুত কাণ্ড ঘটানোর সুযোগ পেলেন। দলের প্রথম সারির পাঁচ জন বোলার প্রথম বল করেন। এর পর অধিনায়ক বাদোনি বল করার জন্য এগিয়ে আসেন। তিনি উইকেটরক্ষক। যদিও দু'ওভার বল করে একটি মেডেন দিয়ে এক উইকেট নেন বাদোনি। দলের বাকিদেরও এক ওভার করে বল করতে পাঠান তিনি। ২০ ওভারে মণিপুর ১২০ রান তোলে ৮ উইকেট হারিয়ে। সেই রান তুলে সহজেই জিতে নেয় দিল্লি।এর আগে টি-টোয়েন্টি ম্যাচে ন'জনের বেশি বোলার কোনও দল ব্যবহার করেনি। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে এই প্রথম কোনও দল ১১ জনকে বল করালেও টেস্টে এর আগে এমন নজির রয়েছে। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ভারতীয় দল ২০০২ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে এমন কাণ্ড ঘটিয়েছিল। সেই ম্যাচে ১১ জন ক্রিকেটারই বল করেছিলেন।

বৈঠক স্থগিত ১৫ মিনিটেই, 'হাইব্রিড মডেল'ই একমাত্র রাস্তা, পাকিস্তানকে বলল আইসিসি

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ভবিষ্যৎ নির্ধারণের জন্য শুক্রবার বৈঠক ডেকেছিল আইসিসি। সেই বৈঠক ১৫ মিনিটের মধ্যেই স্থগিত করে দেওয়া হল। তা হওয়ার কথা শনিবার। বৈঠক না হলেও পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডকে (পিসিবি) আইসিসি স্পষ্ট জানিয়েছে, 'হাইব্রিড মডেল' বেছে নেওয়া ছাড়া আর উপায় নেই তাদের কাছে। কারণ ভারতকে পাকিস্তানে খেলতে যাওয়ার ব্যাপারে জোর করতে রাজি নয় তারা।শুক্রবারের বৈঠকে সব পক্ষই হাজির ছিল। তবে প্রতিটি দেশকে সিদ্ধান্ত নিতে সময় দেওয়ার জন্য বৈঠক পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। শনিবারের ভার্চুয়াল বৈঠকে হাজির থাকতে পারেন পাক বোর্ড প্রধান মহসিন নকভি। পাকিস্তানের এক সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে সমস্যা সমাধানের জন্য সকল সদস্য দেশকে উপায় খোঁজার অনুরোধ করেছে আইসিসি।এ দিনের বৈঠকে ভারত এবং পাকিস্তান ছাড়াও বাকি ১০টি পূর্ণ সদস্য দেশ ছিল। দু'দেশের কাছেই আইসিসি অনুরোধ করেছে এমন সমাধান খুঁজে বার করতে যা সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়। আগামী ২৪-৪৮ ঘণ্টার মধ্যে প্রতিযোগিতার ভবিষ্যৎ ঠিক হয়ে যাওয়ার কথা। তবে আর একটি সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, আইসিসি-র তরফে স্পষ্ট হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে পিসিবি-কে, যাতে তারা রাজি হয় 'হাইব্রিড মডেল'-এ খেলতে। না হলে পাকিস্তান থেকে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথাও বলা হয়েছে। ভারত এ দিন ফের পাকিস্তানে যাওয়ার ব্যাপারে অপারগতার কথা জানিয়ে দিয়েছে।

আইপিএলের মহা নিলামের পর ফের উড়বে টাকা! কবে, কোথায় বসছে আসর?

মাত্র কয়েকদিন আগেই হয়েছে আইপিএলের মহা নিলাম। উড়েছে ৬৪০ কোটি। ২৭ কোটি টাকায় বিক্রি হয়েছেন ঋষভ পন্থ। এবার ফের নিলামের পালা। সেটা অবশ্য আইপিএলে নয়। বরং এবার নিলাম হবে মহিলাদের প্রিমিয়ার লিগের।১৫ ডিসেম্বর বেঙ্গালুরুতে অনুষ্ঠিত হবে ডব্লুপিএলের নিলাম। তবে খুব জায়গা ফাঁকা নেই। নিলাম হবে মাত্র ১৯টি জায়গার জন্য। সেখানে ১৪ জন ভারতীয় ও ৫ জন বিদেশি ক্রিকেটার সুযোগ পাবেন। সবচেয়ে বেশি টাকা রয়েছে গুজরাটের কাছে। তাদের হাতে আছে ৪.৪০ কোটি টাকা।চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহেই ঢঞ্জ্র-র রিটেনশন তালিকা প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে অবশ্য বিরাট কোনও চমক ছিল না। অধিকাংশ দলই তাদের বেশিরভাগ প্লেয়ারদের ধরে রেখেছিল। হরমনপ্রীত কৌর, স্মৃতি মন্ধানাও তাঁদের ফ্র্যাঞ্চাইজিতেই থাকছেন।গতবার ঢঞ্জ্র চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। পুরুষরা এখনও আইপিএল জিততে না পারলেও, সেই অসাধ্যসাধন করেছেন স্মৃতি মন্ধানারা। ফলে মূল দলটাকেই তারা ধরে রেখেছে। অধিনায়ক স্মৃতিও পুরনো দায়িত্বেই থাকছেন। এছাড়াও থাকছেন এলিসে পেরি, রিচা ঘোষ, সোফি ডিভাইনরা। অন্যদিকে হরমনপ্রীত কৌর থাকছেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সেই। তাদের দলও যথেষ্ট তারকাখচিত। ভারত অধিনায়ক ছাড়া আমেলিয়া কের, পূজা বস্ত্রাকার, যস্তিকা ভাটিয়ারাও মুম্বইয়েই থাকছেন। তবে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ইজাবেলে ওংকে। মুম্বইয়ের হাতে থাকছে ২.৬৫ কোটি টাকা। গতবারের রানার্স দিল্লি ক্যাপিটালসের হাতে অরুন্ধতী রেড্ডি, জেমাইমা রদ্রিগেজ, মেগ ল্যানিং, রাধা যাদব, শেফালি বর্মার মতো তারকাদের রিটেন করার

মোস্তাক আলী ক্রিকেটে উত্তরাখণ্ডকে হারিয়ে প্রথম জয়ের স্বাদ ত্রিপুরার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছে ত্রিপুরা। সৈয়দ মোস্তাক আলী টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে। তাও উত্তরাখন্ড দলকে হারিয়ে। পঞ্চম ম্যাচের মাথায় প্রথম জয়ের স্বাদ। বিসিসিআই আয়োজিত সৈয়দ মুস্তাক আলী ট্রফি তথা পুরুষদের সিনিয়র টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টে আজ রবিবার ত্রিপুরা ৮ উইকেটের বিশাল ব্যবধানে উত্তরাখণ্ডকে পরাজিত করেছে। এই জয়ের সুবাদে এবারের মরশুমে প্রথম চার পয়েন্ট অর্জন করতে পেরেছে। ৮ দলীয় বি গ্রুপের পয়েন্ট তালিকায় অনেকটা শেষ দিকে অর্থাৎ সপ্তম স্থানে অবস্থান করলেও আজকের জয় ত্রিপুরা দলের মনোবল কিছুটা বাড়িয়েছে। আগামী ম্যাচে সিকিমের বিরুদ্ধে নিশ্চিত জয়ের পরিকল্পনা রয়েছে। হলকার স্টেডিয়ামে আজকের খেলায় টস জিতে উত্তরাখণ্ড প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত কুড়ি ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ১৫০ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে সমর্থ-এর ৪২ রান এবং ওপেনার যুবরাজ চৌধুরীর ২২ রান উল্লেখযোগ্য ছিল।
ত্রিপুরা দলের পারভেজ সুলতান দুর্দান্ত বোলিং করে ১৯ রানে চারটি উইকেট পেয়েছে। এছাড়া সৌরভ দাস দুটি এবং মানিশঙ্কর মুড়া সিং একটি উইকেট পেয়েছে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে প্রথম ওভারের তৃতীয় বলে দলীয় শূন্য রানে ওপেনার সম্রাট সূত্রধরকে হারিয়ে প্রাথমিক বিপর্য্যয়ের মুখে পড়লেও শ্রীদাম পাল ও বিক্রম কুমার দাস-এর জুটি দলকে দৃঢ়তাপূর্ণ ব্যাটিং দলকে স্বস্তি এনে দেয়। দলীয় ১৪১ রানের মাথায় বিক্রম কুমার দাস ৭৯ রানে কট আউট হয়ে প্যাভিলিয়নে ফিরলে শ্রীদাম পাল অধিনায়ক মানদীপকে সঙ্গে নিয়ে দলকে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়।
বিক্রম ৪৩ বল খেলে নয়টি বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৭৯ রান সংগ্রহ করে। শ্রীদাম ৩৮ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারি ও পাঁচটি ওভার বাউন্ডারি মেরে অপরাজিত ভূমিকায় ৬৮ রান সংগ্রহ করে দলকে এক কর্তৃত্বপূর্ণ জয় এনে দেয়। গ্রুপ লীগের অন্য খেলায় কর্ণাটক ৭ উইকেট এর ব্যবধানে তামিলনাড়ু কে, গুজরাট ৬ উইকেটের ব্যবধানে সিকিম কে এবং সৌরাস্ট্র ৭৮ রানের ব্যবধানে বরোদাকে পরাজিত করেছে।

এজি''র আন্ত: জোন ক্যারামে সেরা অন্ধ্র-তেলেঙ্গানা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। এজি''র আন্ত: জোন ক্যারাম প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশ-তেলেঙ্গানা এজি এবং রানার্স তামিলনাড়ু "এ" এজি দল। তিনদিন ব্যাপী এই আসর ব্যাপক উৎসাহে শেষ হয়েছে।
কুঞ্জবন এলাকায় পিএজি ত্রিপুরা কমপ্লেক্সে তিনদিনের এই আসরের শেষে শণিবার বিকেলে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের মধ্যে সুদৃশ্য পুরষ্কার তুলে দেন রাজ্যের গর্ব পদ্মশ্রী অলিম্পিয়ান দীপা কর্মকার।
অনুষ্ঠানে পিএজি ত্রিপুরার একাউন্টেট জেনারেল রনেন্দু সরকার, সিনিয়র ডিএজি কাভ্যদীপ যোশী ও সিনিয়র এডিজি তনুশ্রী বিশ্বাস উপস্থিত ছিলেন এবং পুরষ্কার তুলে দেন। আসরের পুরুষ বিভাগে চ্যাম্পিয়ন এজি অন্ধ্র প্রদেশ-তেলেঙ্গানার ভি. অনিল কুমার।
এই বিভাগে এজি অন্ধ্রপ্রদেশ-তেলেঙ্গানার আর ডি দীনেশবাবু রানার্স, এজি নাগপুরের রাজু ভাইসারে তৃতীয় হন। ১৬ জন ছিলেন লড়াইয়ে। মহিলা সিঙ্গেলসে ৮ জনের লড়াইয়ে এজি ঝাড়খণ্ডের রিঙ্কি রঞ্জন চ্যাম্পিয়ন, দিল্লি অডিটের রেশ্মী রঞ্জন রানার্স এবং এজি তামিলনাড়ুর ডি. স্বর্ণলতা তৃতীয় হন। ভেটারেন্স বিভাগে এজি তামিলনাড়ুর পি. সাইদর্শন খেতাব পান। এছাড়া এজি আমেদাবাদের এন কে কিতকে রানার্স ও এজি আসামের শীতল কুমার রায় তৃতীয় হন। মোট ৮ জন এই বিভাগে লড়াই করেন। চীফ রেফারি রিপোর্টে আসরের চমৎকার আয়োজনের জন্য পিএজি ত্রিপুরাকে ধন্যবাদ জানান। আধিকারিকদের সাথে তিনি রেফারি সহ আয়োজক কমিটির ধীমান গুপ্ত সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানান। আসরে মোট দুটি হোয়াইট স্লাম ও একটি ব্ল্যাক স্লাম হয়।

হারের পর ধাক্কা! গোলাপি বলের টেস্ট থেকে বাদ অস্ট্রেলিয়ার পেসার, অনিশ্চিত গোটা সিরিজেই

দ্বিতীয় টেস্টের আগে ধাক্কা খেল অস্ট্রেলিয়া। অ্যাডিলেডে খেলতে পারবেন না জস হেজলউড। দলের অন্যতম অভিজ্ঞ পেসারকে গোলাপি বলের টেস্টে পাবে না অস্ট্রেলিয়া। তাঁর কোমরে ব্যথা। হেজলউডকে না পাওয়া অস্ট্রেলিয়ার জন্য বড় ক্ষতি। প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে ৪ উইকেট নিয়েছিলেন তিনি।হেজলউড বাদ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে অস্ট্রেলিয়া দল ডেকে নিয়েছে দুই পেসার শন অ্যাবট এবং ব্রেন্ডন ডগেটকে। যদিও দলে স্কট বোলান্ড রয়েছেন। হয়তো গোলাপি বলের টেস্টে তাঁকেই খেলতে দেখা যাবে। অ্যাডিলেডে বোলান্ড শেষ খেলেছিলেন ২০২২ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে। তিন উইকেট নিয়েছিলেন সেই ম্যাচে। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে বোলান্ডকে শেষ বার খেলতে দেখা গিয়েছিল ২০২৩ সালে।
ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলেছিলেন তিনি। প্রায় দেড় বছর আবার অস্ট্রেলিয়ার হয়ে খেলার সুযোগ পেতে চলেছেন তিনি।বোলান্ড এই মুহূর্তে ব্যস্ত প্রধানমন্ত্রী একাদশের হয়ে ভারতের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচে। ক্যানবেরায় শনিবার থেকে সেই ম্যাচ শুরু হবে। বৃষ্টির কারণে যা নির্ধারিত সময়ে শুরু হয়নি। ৩৫ বছরের বোলান্ড দেশের হয়ে ১০টি টেস্টে ৩৫টি উইকেট নিয়েছেন। খেলেছেন ১৪টি এক দিনের ম্যাচ। নিয়েছেন ১৬ উইকেট। তিনটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচও খেলেছেন। নিয়েছেন তিন উইকেট। ঘরোয়া ক্রিকেটে ভাল খেলে জাতীয় দলে ফিরেছেন বোলান্ড। হেজলউডকে না পেলে অস্ট্রেলিয়ার পেস আক্রমণ কিছুটা দুর্বল হবে। ভারতের বিরুদ্ধে এর অ্যাডিলেডে ৮ রান দিয়ে ৫ উইকেট নেওয়ার কীর্তি গড়েছিলেন তিনি। সেই ম্যাচে ভারত ৩৬ রানে শেষ হয়ে গিয়েছিল। অ্যাডিলেডেই হয়েছিল সেই ম্যাচ। তাঁর চোট খুব বড় না হলেও এই সিরিজে দলে ফেরা অনিশ্চিত হয়ে গিয়েছে।

টেস্ট বিশ্বকাপে চাপ বাড়ল অস্ট্রেলিয়ার

অ্যাডিলেডে ভারতের বিরুদ্ধে দিন-রাতের টেস্টে নামার আগে চাপ বাড়ল অস্ট্রেলিয়ার উপর। পার্থে প্রথম টেস্টে ভারতের কাছে হেরে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে নেমে গিয়েছিল তারা। এ বার দক্ষিণ আফ্রিকার জয়ের পর তৃতীয় স্থানে নামলেন প্যাট কামিন্সেরা। এই তালিকায় থাকা প্রথম দুই দল ফাইনাল খেলবে। এখন যা পয়েন্ট তালিকার অবস্থা তাতে সেই দুই দল ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকা। ডারবানে প্রথম টেস্টে দক্ষিণ আফ্রিকার সামনে দাঁড়াতে পারেনি শ্রীলঙ্কা। প্রথম ইনিংসে দক্ষিণ আফ্রিকা করে ১৯১ রান। বেশি রান করতে না পারলেও দক্ষিণ আফ্রিকাকে চালকের আসনে রাখেন তাঁদের পেসারেরা। প্রথম ইনিংসে মাত্র ৪২ রানে অল আউট হয়ে যায় শ্রীলঙ্কা। মার্কো জানসেন একাই ৭টি উইকেট নেন। দ্বিতীয় ইনিংসে ৫ উইকেটে ৩৬৬ রান করে ডিক্লেয়ার দেয় দক্ষিণ আফ্রিকা। ব্যাট হাতে শতরান করেন ট্রিস্টান স্টাবস ও অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা। শ্রীলঙ্কা তাদের দ্বিতীয় ইনিংসে ২৮২ রানে অল আউট হয়ে যায়। ২৩৩ রানে জিতে দক্ষিণ আফ্রিকা।
শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট তালিকায় পাঁচ থেকে দু'নম্বরে উঠেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। অস্ট্রেলিয়ার পাশাপাশি চাপ বেড়েছে শ্রীলঙ্কার উপরেও। এই টেস্টের আগে তারা ছিল তিন নম্বরে। কিন্তু এখন পাঁচ নম্বরে নেমে গিয়েছে তারা।
এখন এক নম্বরে রয়েছে ভারত। ১৫টি টেস্টের মধ্যে ন'টি টেস্ট জিতেছে ভারত। পাঁচটি হেরেছে তারা। একটি ড্র হয়েছে। ভারতের পয়েন্ট ১১০। তাদের পয়েন্টের শতাংশ ৬১.১১। এই পয়েন্টের শতাংশের উপর নির্ভর করেই শীর্ষে থাকা দুই দল বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল খেলে। আগের দু'বারই ফাইনাল খেলেছে ভারত। এ বারও সেই সুযোগ রয়েছে তাদের। দ্বিতীয় স্থানে উঠেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। ন'টি টেস্ট কেলে পাঁচটি জিতেছে তারা। তিনটি হেরেছে। একটি টেস্ট ড্র হয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকার পয়েন্ট ৬৪। পয়েন্টের শতাংশ ৫৯.২৫। এখনও ঘরের মাঠে তিনটি টেস্ট খেলবে দক্ষিণ আফ্রিকা। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে একটি ও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দু'টি টেস্ট খেলবে তারা। সেই তিনটি টেস্ট জিততে পারলে ফাইনালে একটি দল হিসাবে নিজেদের জায়গা প্রায় পাকা করে ফেলবে দক্ষিণ আফ্রিকা। তৃতীয় স্থানে থাকা অস্ট্রেলিয়া ১৩টি টেস্টের মধ্যে আটটি জিতেছে ও চারটি হেরেছে। তাদেরও একটি টেস্ট ড্র হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার পয়েন্ট ৯০। পয়েন্টের শতাংশ ৫৭.৬৯। অস্ট্রেলিয়ার ঘাড়ের কাছে নিঃশ্বাস ফেলছে আরও দু'টি দল। চার নম্বরে রয়েছে নিউ জিল্যান্ড। ভারতকে হারিয়ে তাদের পয়েন্টের শতাংশ বেড়ে হয়েছে ৫৪.৫৫। পাঁচ নম্বরে থাকা শ্রীলঙ্কার পয়েন্টের শতাংশ ৫০.০০।

বর্তমানে ২১৮৩ জন এইচ আই ভি/এইডস আক্রান্ত

রাজ্য সরকার মাসিক ২ হাজার টাকা করে ভাতা দিচ্ছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ডিসেম্বর।। বর্তমানে ২১৮৩ জন এইচ আই ভি/এইডস আক্রান্তকে রাজ্য সরকার মাসিক ২ হাজার টাকা করে ভাতা দিচ্ছে। রবিবার প্রজ্ঞাভবনে রাজ্যভিত্তিক বিশ্ব এইডস দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

সাথে তিনি যোগ করেন, এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধে জন সচেতনতার উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। বিশেষ করে যুব সমাজকে এইচআইভি/এইডস বিষয়ে সচেতন করার লক্ষ্যে আরও বেশি করে কর্মশালা ও আলোচনাচক্রের আয়োজন করা প্রয়োজন। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে রেড রিবন ক্লাবের মাধ্যমে এইচআইভি/এইডস ও শিরাপথে মাদক ব্যবহারের বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের সচেতন করার উপরও গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অন্যান্য সাধারণ মানুষের মতো এইচআইভি আক্রান্তদেরও বাঁচার অধিকার রয়েছে। তাই এইচআইভি আক্রান্তদের বিরুদ্ধ কোন ধরণের বৈষম্যমূলক আচরণ করা হলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণেরও সুযোগ রয়েছে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ১৯৯৯ সালে রাজ্যে এইচ আই ভি/এইডস কর্মসূচি চালু হয়। এই কর্মসূচি রূপায়ণের জন্য ২০০০ সাল থেকে রাজ্যে ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্ট্রোল সোসাইটি কাজ করে চলেছে। এইচ আই ভি/এইডস সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, কাউন্সেলিং এবং পরীক্ষার জন্য রাজ্যের ২৪টি হাসপাতালে ইন্টিগ্রেটেড কাউন্সেলিং এবং টেস্টিং সেন্টার, ১৩৩টি হাসপাতালে ফেসিলিটি ইন্টিগ্রেটেড কাউন্সেলিং এবং টেস্টিং সেন্টার, তিনটি টিপিপিপি ইন্টিগ্রেটেড কাউন্সেলিং এবং টেস্টিং সেন্টার এবং একটি মোবাইল ইন্টিগ্রেটেড কাউন্সেলিং এবং টেস্টিং সেন্টার ভ্যান কাজ করছে। মা থেকে শিশুতে এইচ আই ভি/এইডস সংক্রমন রোধে আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ এবং জিবিপি হাসপাতালে একটি প্রিভেনশান অফ পেরেন্ট টু চাইল্ড ট্রান্সমিশন সেন্টার চালু করা হয়েছে।

তিনি জানান, এ বছর মোট ৫৬৬৩ জন মহিলা যৌনকর্মী, ৯৭৮ জন সমকামী, ৭৭১৬ জন পরিযায়ী শ্রমিক, ৩৮০৪ জন ট্রাক চালক, ১৩২ জন ট্রান্সজেন্ডার এবং ৮৭৪৮ জন শিরাপথে মাদক ব্যবহারকারীদের নিয়ে ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্ট্রোল সোসাইটির অধীনে ১৩টি টি আই এনজিও এবং ২টি লিঙ্ক ওয়ার্কার স্কিম এবং ৪টি ওয়ান স্টপ সেন্টার কাজ করছে। শিরাপথে মাদক ব্যবহারকারীদের চিকিৎসা ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তত্ত্বাবধানে এবং ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্ট্রোল সোসাইটির পরিচালনায় জম্পুই পাহাড়ের ভাঙমুন হাসপাতাল, কুমারঘাট হাসপাতাল, কৈলাশহর জেলা হাসপাতাল, ধলাই জেলা হাসপাতাল, জিরানীয়া সিএইচসি, অভয়নগর আরবান পিএইচসি এবং দামছড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ওপিওড সাবস্টিটিউশন থেরাপি সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।

তাঁর দাবি, এছাড়া রাজ্যে আরও ১৮টি স্যাটেলাইট ওপিআইওডি সাবস্টিটিউশন থেরাপি সেন্টার যেমন, মনুঘাট হাসপাতাল, কাঞ্চনপুর মহকুমা হাসপাতাল, গন্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতাল, ত্রিপুরাসুন্দরী হাসপাতাল, বিশ্রামগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, করবুক মহকুমা হাসপাতাল, অমরপুর হাসপাতাল, সাব্রুম হাসপাতাল, খোয়াই জেলা হাসপাতাল, তেলিয়ামুড়া হাসপাতাল, মোহনপুর হাসপাতাল, শান্তিবাজার জেলা হাসপাতাল, ধর্মনগর জেলা হাসপাতাল, কলাছড়া হাসপাতাল ও ছৈলেংটা হাসপাতাল, ওয়ানস্টপ সেন্টার বোরাখা, ওয়ানস্টপ সেন্টার টাকারজলা এবং আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ-এর মাধ্যমে ড্রাগ ব্যবহারকারীদের পরিসেবা দেওয়া হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এইচ আই ভি/এইডস আক্রান্তদের চিকিৎসা ব্যবস্থার জন্য আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ এবং জিবিপি হাসপাতালে অ্যান্টিরেট্রো ভাইরাল থেরাপি প্লাস, ধর্মনগরে জেলা হাসপাতাল এবং ধলাই জেলা হাসপাতালে ফেসিলিটি ইন্টিগ্রেটেড অ্যান্টিরেট্রো ভাইরাল থেরাপি সেন্টার, কৈলাশহরে ঊনকোটি জেলা হাসপাতাল, উদয়পুরে গোমতী জেলা হাসপাতাল, শান্তিবাজার মহকুমা হাসপাতাল, তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতাল এবং সাব্রুম মহকুমা হাসপাতালে লিঙ্ক অ্যান্টিরেট্রো ভাইরাল থেরাপি সেন্টার কাজ করছে। এখান থেকে এইচ আই ভি/এইডস আক্রান্তদের সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ঔষধ সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

তিনি বলেন, বর্তমানে ২১৮৩ জন এইচ আই ভি/এইডস আক্রান্তকে রাজ্য সরকার মাসিক ২ হাজার টাকা করে ভাতা দিচ্ছে। মোবাইল ইন্টিগ্রেটেড কাউন্সেলিং এবং টেস্টিং ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ঊনকোটি জেলার এইডস কন্ট্রোল সোসাইটির উদ্যোগে রেলি এবং আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১ ডিসেম্বর।। বিশ্ব এইডস দিবস উপলক্ষে ঊনকোটি জেলার এইডস কন্ট্রোল সোসাইটির উদ্যোগে রেলি এবং আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানে প্রত্যেক বক্তা এইডস রোগের ভয়াবহতা নিয়ে আলোচনা করেন।

বিশ্ব এইডস দিবস উপলক্ষে ঊনকোটি জেলার এইডস কন্ট্রোল সোসাইটির তরফে কৈলাশহর আরজিএম হাসপাতালে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর একটি রেলি করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানের মঞ্চে কৈলাশহর মিউনিসিপাল কাউন্সিলের চেয়ারপার্সন চপলা দেবরায়, মহকুমা শাসক প্রদীপ সরকার, আরজিএম হাসপাতালে এসডিএমও ডক্টর পাপিয়া রুদ্র পাল, এমএস আয়ুস চিকিৎসক অরূপ দেব, এইডস কন্ট্রোল সোসাইটির আধিকারিক রূপক নন্দী সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রথমে প্রদীপ প্রজ্জলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়। ১৯৮৮ সাল থেকে বিশ্বে এই দিবস পালন করা হচ্ছে। এই বছরের থিম ছিল 'আমার স্বাস্থ্য আমার অধিকার।'প্রত্যেক বক্তাই তাদের বক্তব্যে এইডসে''র উপর আলোচনা করেন।এরপর ফিতা কেটে রেলির উদ্বোধন করা হয় রেলীটি শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে।

ছাত্রছাত্রীদের সমাগমে বিদ্যা ফাস্ট ২০২৪ -এর দ্বিতীয় দিনের আয়োজন জমজমাট

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১ ডিসেম্বর।। খোয়াই জেলাতে শুরু হয়েছে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে প্রথমবারের মতো বিদ্যা ফাস্ট ২০২৪ -এর আসর। কল্যাণপুরের লোটাস কমিউনিটি হলে জেলাভিত্তিক দ্বিতীয় দিনের আয়োজন পরিলক্ষিত হয়। এই আয়োজনে জেলার প্রায় প্রতিটা বিদ্যাজ্যোতি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা নিজ নিজ বিভাগের রচনা লেখা প্রতিযোগিতা, কবিতা লেখার প্রতিযোগিতা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, ক্যুইজ প্রতিযোগিতা ইত্যাদি বিষয়ে উৎসাহের সাথে অংশগ্রহণ করে। কল্যাণপুরের লোটাস কমিউনিটি হলের আজকের এই আয়োজনে জেলার খোয়াই, কল্যাণপুর, তেলিয়ামুড়া ইত্যাদি এলাকার বিদ্যাজ্যোতি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী এবং সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষিকাদের উপস্থিতি সহ তৎপরতা ছিল লক্ষণীয়। বিশেষ করে যেখানে সামাজিক মাধ্যমের নেতিবাচক প্রভাবের পরিপ্রেক্ষিতে কুইজ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশের ঘটনায় আখাউড়া সীমান্তে প্রতিবাদে সরব অটো চালকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ডিসেম্বর।। বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর আক্রমণের প্রতিবাদে রবিবার আখাউরা চেক পোস্টে প্রতিবাদে সরব হয় রাজ্যের অটো চালকরা।

অটো চালকরা জানান, প্রতিদিন বহু বাংলাদেশী নাগরিক আখাউরা চেক পোস্ট দিয়ে ভারতে আসে। তারা বাংলাদেশী নাগরিকদের অতিথির ন্যায় সম্মান করে। অথচ বাংলাদেশে সংখ্যা লঘুদের উপর আক্রমণ করা হচ্ছে। সেই দেশের সংখ্যা লঘুরা বাঁচার জন্য আর্তনাদ করছে।

তাদের দাবি বাংলাদেশের সংখ্যা লঘুদের উপর আক্রমণ বন্ধ করা হোক। নাহলে গোটা ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক বাংলাদেশের সাথে বিচ্ছিন্ন করা হোক বলে দাবি করেন তারা।

এদিকে বাংলাদেশের সাথে আখাউড়া সীমান্ত দিয়ে বাণিজ্যিক সম্পর্ক এক প্রকারভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। রবিবার দিনভর বাংলাদেশ থেকে আখাউড়া সীমান্ত দিয়ে ভারতীয় ও বাংলাদেশী নাগরিক প্রবেশ করলেও পণ্য পরিবহন লক্ষ্য করা যায়নি। সীমান্ত দিয়ে আগত বাংলাদেশি নাগরিকরা নিজ দেশের মানুষের ভূমিকা নিয়ে তীব্র প্রতিবাদ এবং নিন্দা জানিয়েছেন। এধরনের ঘটনাকে ধিক্কার জানিয়েছেন তারা।

রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্তের গানে সংহতির সুর পূরবী'র

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১ ডিসেম্বর।। গানের সুরে মন্দির নগরীতে আলো ছড়ালো পূরবী। ত্রিপুরা রাজ্যের অগ্রণী সংগীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পূরবী''র বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, 'রানার ছুটেছে' অনুষ্ঠিত হয় ১ ডিসেম্বর উদয়পুর রাজর্ষি কলাক্ষেত্রে।

উদয়পুর তথা ত্রিপুরা রাজ্যের সাংস্কৃতিক অঙ্গনকে সম্বৃদ্ধ করতে পূরবী''র প্রয়াস সব সময়ই প্রশংসার দাবী রাখে।

রানার ছুটেছে শীর্ষক অনুষ্ঠানটিও এর ব্যাতিক্রম নয়। প্রায় তিন শতাধিক ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে উদয়পুরের রাজর্ষি প্রেক্ষাগৃহ এদিন ছিল কানায় কানায় পূর্ণ। সংগীতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন সংগীতগুরু শ্রী বিমল চক্রবর্তী। তার পর একে একে রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্তের গানের মূর্ছনায় বিমোহিত হয় প্রেক্ষাগৃহ। রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসংগীত থেকে শুরু করে সুকান্তের ''রানার'' হয়ে নজরুলের ''কারার ঐ লৌহ কপাট'' এবং সবশেষে পূরবীর শীর্ষসংগীত দিয়ে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

মোট ১৮ টি বৃন্দ সংগীতের মাধ্যমে সাজানো এই অনুষ্ঠানটি প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত শিল্পী, সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবি এবং দর্শক শ্রোতাদের মন জয় করে। বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থাপনা এবং তাদের দলবদ্ধ একতা সবাইকে মুগ্ধ করে।

অনুষ্ঠানে অতিথি উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা রাজ্য তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর এর মিডিয়া উপদেষ্টা কমিটির মাননীয় সদস্য, বিশিষ্ট সাংবাদিক, প্রাবন্ধিক শ্রী স্বপন কুমার ভট্টাচার্য্য এবং বিশিষ্ট বাচিক শিল্পী, সাহিত্যিক পার্থপ্রতিম চক্রবর্তী। তাঁদের বক্তব্যে বার বার উঠে আসে সুস্থ সংস্কৃতির কথা। অনুষ্ঠানে সুকৃতি সম্মান ২০২৪ প্রদান করা হয় বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী মৃণাল কান্তি শীলকে এবং সুকুমার সম্মান ২০২৪ প্রদান করা হয় বিশিষ্ট বাচিক শিল্পী, সমাজ ও সাংস্কৃতিক কর্মী শুভ্রজিৎ ভট্টাচার্য্য। অনুষ্ঠানের শেষে সব ছাত্রছাত্রীদের শুভেচ্ছা স্মারক প্রদান করা হয়। সব মিলিয়ে মন্দির ও সরোবর নগরীতে একটি ভিন্নধর্মী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপহার দিল পূরবী, যা উদয়পুরের মানুষ মনে রাখবে অনেকদিন।

তিনটি রাষ্ট্রায়ত্ত অয়েল কোম্পানি কর্তৃক "আমাদের রান্নাঘর, আমাদের দায়িত্ব" বিষয়ক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১ ডিসেম্বর ।। ভারত সরকারের অধীনস্থ তিনটি রাষ্ট্রায়ত্ত অয়েল কোম্পানি কর্তৃক ''আমাদের রান্নাঘর, আমাদের দায়িত্ব'' বিষয়ক দেশব্যাপী প্রতিটি জেলায় কার্যক্রমের অনুষঙ্গ হিসাবে উত্তর ত্রিপুরা জেলায়ও স্থানীয় দীনদয়াল উপাধ্যায় ভবনে, উত্তর ত্রিপুরা জেলার এল.পি.জি বিতরকদের দ্বারা একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানের মূল বিষয় ছিল গৃহীনীদের দ্বারা এল.পি.জি ব্যবহারে গ্রহনীয় নিরাপত্তা বিষয়ক অনুশীলনের কার্যাবলী প্রদর্শন। পাঁচজন গৃহীনী প্রতিযোগী হিসাবে এই অনুশীলন পরিদর্শনে অংশগ্রহণ করেন এবং সকলেই নিরাপত্তা বিষয়ক কার্যাবলী সঠিকভাবে প্রদর্শন করেন। অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন। এদিন তিনি নিজে নিরাপত্তা বিষয়ক পদক্ষেপগুলি সঠিকভাবে অনুসরণ করে ডিমের একটি পদ রান্না করে উপস্থিত সকলকে তাক লাগিয়ে দেন।

এছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসাবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ধর্মনগর পুরপরিষদের কাউন্সিলর কমলাকান্ত চক্রবর্তী, সুপর্ণা চক্রবর্তী এবং টুলু কর্মকার। ইন্ডিয়ান অয়েলের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন আধিকারিক নন্দলাল খুশহুয়া। প্রতিযোগীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণী এবং সবাই মিলে প্রীতিভোজের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

বাংলাদেশ সরকার বিভিন্নভাবে ভারতের উপর নির্ভরশীল, ভারতের সহযোগিতা ছাড়া চলতে পারবে না: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ডিসেম্বর।। বাংলাদেশ সরকার বিভিন্নভাবে ভারতের উপর নির্ভরশীল। ভারতের সহযোগিতা ছাড়া বাংলাদেশ সঠিকভাবে চলতে পারবে না। বিজেপি ডক্টর সেলের উদ্যোগে আয়োজিত রক্তদান শিবিরের অনুষ্ঠানে গিয়ে এমনটাই মন্তব্য করেছেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ড. মানিক সাহা।

রবিবার ভারতীয় জনতা পার্টির ডক্টর সেলের উদ্যোগে আগরতলা আইজিএম হাসপাতালে মেগা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ড. মানিক সাহা, রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য, আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার সহ অন্যান্যরা।

এদিন, আইজিএম হাসপাতালে এ ধরনের রক্তদান শিবির সংগঠিত করায় সেলের কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

রক্তদান অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বাংলাদেশ প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন, বাংলাদেশ সরকার যেভাবে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর নির্য্যাতন শুরু করেছে তা কোনভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। বাংলাদেশ সরকার যদি অবিলম্বে হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর নির্য্যাতন বন্ধ না করে তা কোনভাবেই মেনে নেওয়া হবে না বলেও উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, সামাজিক দায়বদ্ধতার ন্যায় আজ এই সেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আযোজন করা হয়েছে। রাজ্যের ৮টি জেলা থেকে ডক্টর সেলের চিকিৎসকরা আজকের এই রক্ত দান শিবিরে অংশগ্রহণ করেছেন। বিজেপি ডক্টর সেলের এই শিবিরে অনেক দূরদূরান্ত থেকে আসা প্রায় ১০৫ জন চিকিৎসক সেচ্ছায় রক্তদানে নিজ ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

কসবেশ্বরী মন্দিরের বাৎসরিক অনুষ্ঠানে বিধায়ক ভগবান দাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ডিসেম্বর।। পার্শবর্তী বাংলাদেশে যেসব ঘটনা ঘটছে তা অমানবিক। তাই এই পুণ্য তিথিতে মা ত্রিপুরেশ্বরীর কাছে তাদের শুভ বুদ্ধি প্রদান করার জন্য প্রার্থনা জানাই। আজ কসবেশ্বরী মন্দিরের বাৎসরিক অনুষ্ঠানে গিয়ে একথা বলেন প্রদেশ বিজেপির সাধারণ সম্পাদক তথা বিধায়ক ভগবান দাস। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় পেনশনার্স এসোসিয়েশনের দ্বিতীয় দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ডিসেম্বর।। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় পেনশনার্স এসোসিয়েশনের দ্বিতীয় দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন আজ অনুষ্ঠিত হলো গান্ধীঘাট সিটি সেন্টারের এসোসিয়েশনের সভাগৃহে। সমিতির পতাকা উত্তোলন করে সভার কাজ শুরু হয় সভাপতিমণ্ডলীতে ছিলেন স্বপন চক্রবর্তী,ড.কল্যাণ জমাতিয়া,উত্তম দাস ও সুপ্রিয়া সেনগুপ্ত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক,উপাচার্য্য ও শিক্ষাকর্মী যারা এই সময়কালে প্রয়াত হয়েছেন তাঁদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শোকপ্রস্তাব ও মৌনশ্রদ্ধা জ্ঞাপন করার পর সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক ড.ভূপাল চন্দ্র সিনহা।

প্রতিবেদনের উপর দশজন প্রতিনিধি সমিতির বিভিন্ন সমস্যার উপর আলোকপাত করেন। গঠনমূলক আলোচনা প্রসঙ্গে সদস্যরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান অবস্থা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন। গোটা দেশের নিরিখে কেন ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় ক্রমশই অবনতির দিকে যাচ্ছে সে দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের আরও সক্রিয় হওয়া প্রয়োজন বলেও বক্তারা অভিমত ব্যক্ত করেন। যদি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পেনশনার্স এসোসিয়েশনের সাহায্য প্রয়োজন মনে করেন শিক্ষাঙ্গনের স্বার্থে পেনশনার্স এসোসিয়েশন সে সাহায্য দিতেও রাজী বলে জানান। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে ১৭ জনের কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়।সভাপতি হিসেবে স্বপন চক্রবর্তী, সাধারণ সম্পাদক হিসেবে ড.ভূপাল চন্দ্র সিনহা পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন।কোষাধ্যক্ষ হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন অমিত কুমার রায়।

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স উপস্থাপন করছে ত্রিপুরার তারুণ্যে ভরা নতুন মুখ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ডিসেম্বর।। ত্রিপুরার হেরিটেজ জুয়েলারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিত শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স সবসময় নিজের মাতৃভূমির ও মানুষের প্রতিভা, অসাধারণত্বের উদযাপন করে। ত্রিপুরার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি নিয়ে নিয়ে কাজ করা শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স এবার রাজ্যের অনন্য পরম্পরজ্জর সাথে সাথে অনবদ্য প্রতিশ্রুতিদের সামনে নিয়ে এলো।ঐতিহ্যশালী রাজ্যের প্রাণবন্ত ও তারুণ্যে ভরা রূপ সকলের সামনে তুলে ধরতে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স দুজন তরুণ মুখ উপস্থাপন করছে - মিঠুন দেববর্মা ও খুমজার দেববর্মা।

মিঠুন দেববর্মা মিস্টার ইন্ডিয়া খেতাব জয় করেছেন ও ফিলিপিন্সের ম্যানিলায় আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার ফাইনালে অংশ নিয়েছিলেন।

খুমজার দেববর্মা অন্যান্য অনেক তরুণ মুখের মধ্যে থেকে মিস ত্রিপুরা খেতাব পেয়েছেন। একসঙ্গে এই দুই বিজয়ী, ত্রিপুরার সম্ভাবনাময় ও তরুণ মুখের প্রতিনিধিত্ব করছেন। আর তাই শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স ত্রিপুরার তরুণ প্রজন্ম ও উৎসাহীদের কাছে পৌঁছানোর জন্য এই দুজনকে সামনে তুলে ধরতে চাইছে।

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের দুই কর্ণধার অর্পিতা ও রূপক সাহার লক্ষ্য হল, স্বতন্ত্রভাবে ঐতিহ্যবাহী রাজ্য হিসেবে ত্রিপুরার পরিচয় তুলে ধরা। ত্রিপুরার এমন এক ছবি সবার সামনে উপস্থাপন করা যা ত্রিপুরার সঙ্গে তাঁদের শিকড়ের টানকে বোঝাতে পারে। যার জন্য গর্ব করতে পারে আর গোটা বিশ্বকে তা জানাতে পারে।

এই তরুণ দুই নতুন মুখ ত্রিপুরার অনুভবকে বুঝতে পারে। কারণ তাঁরা রোল মডেল হিসাবে নিশ্চিতভাবেই ত্রিপুরার তরুণদের মন ও হৃদয় জুড়েই আছেন।

আজ এক বিশেষ প্রেস প্রিভিউ-এর আয়োজন করা হয়েছিল। যেখানে অডিও-ভিজ্যুয়াল প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে পুরো বিষয়টি তুলে ধরা হয় এবং তারপর একটি প্রতিকী রাম্পওয়াক এর মাধ্যমে মিঠুন ও খুমজার সবার সামনে উপস্থিত হয়। সবার সঙ্গে তাঁদের পরিচয় করিয়ে দেন শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের দুই পরিচালক অর্পিতা ও রূপক সাহা।

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের মতো এক ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানের নতুন মুখ হিসেবে পরিচিতি পাওয়ায় মিঠুন দেববর্মা খুবই আনন্দ প্রকাশ করেন। আগামী দিনে তিনি এই ভূমিকা সুন্দরভাবে পালন করার জন্য উন্মুখ। খুমজার দেববর্মাও একইভাবে নিজের আনন্দের কথা জানান। শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আলোক সংঘে রক্তদান শিবিরে মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ডিসেম্বর।। একমাত্র রক্তদানের মধ্য দিয়েই রক্তের ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব, রক্তদানের মত মহৎ দান আর কিছুই নয়।

আলোক সংঘে রক্তদান শিবিরে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

রবিবার আগরতলা রামনগর এলাকার আলোক সংঘে এক মহতী রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়।

এই শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পুর নিগমের মেয়র তথা রামনগরের বিধায়ক দীপক মজুমদার, আলোক সংঘের সভাপতি আশীষ মার্ক পেডের চেয়ারম্যান সঞ্জয় সাহা সহ অন্যান্যরা।

এদিন রক্তদান শিবিরে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রক্ত দানের মত মহৎ কাজ সমাজে আর কিছুই হতে পারে না।

বিজ্ঞান এর যতই উন্নতি হোক না কেন এখনো পর্য্যন্ত বিজ্ঞানীরা রক্তের বিকল্প কোন কিছু আবিষ্কার করতে পারেনি।

একমাত্র রক্তদানের মধ্য দিয়েই রক্তের ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব।

মুখ্যমন্ত্রীর রামনগরের আলোকসংঘ রক্তদান শিবিরের আয়োজনের জন্য ক্লাব কর্মকর্তা সহ সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

অন্যান্য ক্লাব স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনসহ সকল অংশের জনগণকে রক্তদানে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

ভারপ্রাপ্ত মুদ্রক ও প্রকাশক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।